মুসলীম নবজাগরণে ফুরফুরার হজরত

মুফ্‌তিয়ে বাংলা-ও আসাম, নায়েবে মুজাদ্দেদ, জনাব হজরত
পীর আবুজাফর সিদ্দিকী মেজলা হুজুর কেবলার
আদেশ ও যত্নে

—: আহ্‌কার :—
সৈয়দ মহঃ বাহাউদ্দিন, এম, এম,
সেখ মহিউদ্দিন আহমদ এম, এ (অনার্স)
বি, লিব, এস সি, (অঃ রঃ)

প্রকাশক
মুজাদ্দেদ মিশনের পক্ষে
সৈয়দ নিজামুদ্দিন (মানা) বি, এস, সি

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের এবং তাঁর হাবিবের উপর শতকোটি সালাম ও দরুদ। নানা প্রতিকুলতার মধ্যে, মফ্‌তিয়ে বাংলা ও আসাম জনাব হজরত পীর মেজলা হুজুর কেবলার আদেশে যুগ সংস্কারক, এবং কোটি কোটি মুসলমানের পথপ্রদর্শক ফুরফুরার হজরতের বিশাল ও মহান কর্ম্মময় জীবনের বিশেষ এক দিক আলোচনা করতে আজ আমরা সচেষ্ট হয়েছি। তাঁর বিশাল কর্ম্মময় জীবনের পূর্ণাঙ্গ কেন, কোন একটি বিশেষ দিক সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরাও আমাদের মত সাধারন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন জীবনী লেখকগন তাঁর পবিত্র জীবনীর ওপর অল্প বিস্তর যে সমস্ত আলোকপাত করেছেন আমরা তৎসমুদয় অনুসরন করে সমকালীন পত্র পত্রিকা ও পুস্তক হতে উদ্ধৃতি সহ তার আবির্ভাবকালীন সামাজিক অবস্থা ও তাঁর জীবনের কর্ম্মময় দিকগুলি সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। সম্পূর্ণ নতুন এই পদক্ষেপ, তাও আবার মাত্র একমাসের মধ্যে, পরিকল্পনা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশনার কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, পাঠকগণ নিজগুনে তা ক্ষমা করবেন। আশাকরি আগামী সংস্করণে আপনাদের সম্মুখে ফুরফুরার হজরতের আরও বেশীকরে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মময় জীবন উন্মোচিত করে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারব।

পুস্তকটির তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরের মহবুবর রহমান এম, এ, (ডবল) সাহেব, দাদাহুজুর কেবলার বিশিষ্ট ভক্ত, হুগলী, হরিণ খোলার হারাদিত্য গ্রামের মরহুম হাজি বাকাউল্লা সাহেবের পৌত্র মহঃ হবিবুল্লাহ মল্লিক সাহেব ও পশ্চিম দিনাজপুর হাপুনিয়া গ্রাম নিবাসী মহাম্মদ আইয়ুব আলী বি. এ সাহেব গনের বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪ঠা মার্চ শুক্রবার ১৯৮৮ — গ্রন্থকারদ্বয়

ফুরফুরার হজরত এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আলা হজরত মুজাদ্দেদে জামান, আমিরুশ—শরিয়ত, কুতুবুল আলম সৈয়েদানা হুজুর আবুবাক্কার সিদ্দিকী (রঃ) ১২৬৫ সালের মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন, পূণ্য ফুরফুরার ধন্য মাটিতে। মুজাদ্দেদে জামান ইসলামের প্রথম খলিফা, নবীপাকের পর্দ্দা নেবার পর যারা মুসলিম জাহানের পথ প্রদর্শক "খোলাফা-ই-রাশেদীন" এর মধ্যমণি এবং প্রথম তারকা আমিরুল মুমেনিন হজরত আবু—বাক্কার সিদ্দিকী (রাঃ)এর বংশধর। আমিরুশ-শরিয়ত হজরত আবুবাকার সিদ্দিকী (রঃ) এর ষষ্ঠম পুরুষ কুতুবুল এরশাদ আল্লামা হাজী মুস্তাফা মাদানী (রঃ) ইনি—ইমামুত-তারিকত সৈয়েদানা হুজুর হজরত মুজাদ্দেদে আল-ফেসানী (রঃ) এর পুত্র এবং খলিফা হজরত সৈয়েদেনা মাস্থুম রব্বানী (রঃ) এর নিকট মুরিদ হয়ে জাহেরী বাতেনী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর হুজুর হজরত মাস্থুম রব্বানী (রঃ) তাঁকে বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার কুত্‌বীয়াত পদে ভূষিত করে বিদায় দেন। বাদশা আওরংজেব হজরত মোস্তাফা মাদানী (রঃ) এর পীর ভাই ছিলেন। উভয়ে হজরত মাস্থুম রব্বানী (রঃ) এর হস্তে বায়াত হয়েছিলেন। উক্ত হজরত মাদানী সাহেব (রঃ) কে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বহু লাখেরাজ (নিস্কর) সম্পত্তি দান করেন। হজরত মাদানী সাহেবের নিম্নতম পুরুষ হজরত মাওলানা হাজী শাহ সুফী আব্দুল মোকতাদের (রঃ) এর ঔরসে মুজাদ্দেদে জামান জন্ম গ্রহণ করেন। নয় মাস বয়সে পিতা এন্তেকাল

করায় স্নেহময়ী মাতা মোসাম্মৎ মুহাব্বাতুন্নেসার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন। এবং তাঁরই আপ্রানচেষ্টার ফলে দীন-ই-এলম শিক্ষার জন্য প্রথমে সীতাপুর মাদ্রাসা, পরে হুগলী মাদ্রাসা থেকে [সর্ব্বোচ্চ ক্লাস] জামাতে-উলা পাশ করেন। অতঃপর কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টিতে খ্যাত নামা মুহাদ্দেস আল্লামা হাফেজ জামালউদ্দিন (রঃ) এর নিকট হাদিস এর দাওরা শেষ করেন; এবং মৌলানা বেলাএত এর নিকট মান্তেক, হেকমতের অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি মক্কা ও মদিনা শরীফে গমন করতঃ মদিনার খ্যাতনামা মুহাদ্দেস, সৈয়দ আমীর রেজওয়ান কর্ত্তৃক ৪০টি হাদিসের কেতাবের 'সনদ' লাভ করেন। আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রূহল আমিন (রঃ) পীর কেবলার জীবনি পুস্তকে উক্ত চল্লিশটি হাদিসের কেতাবের যে নাম উল্লেখ করেন তাহা যথাক্রমে ঃ—

(১) সহিহ বুখারী (২) সহিহ মুসলেম (৩) সুনানে আবু দাউদ (৪) সুনানে তিরমিজী (৫) সুনানে নাসায়ী (৬) সুনানে এব্‌নে মাজা (৭) মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (৮) মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা (৯) মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী (১০) মুসনাদে ইমাম আহমদ (১১) মুসনাদে দারিমী (১২) মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালাসী (১৩) মুসনাদে আব্দ বেনে হুমাএদ (১৪) মুসনাদে হারেস বেনে ওসামা (১৫) মুসনাদে বায্‌যায (১৬) মুসনাদে আবু ইয়ালী মুসেলী (১৭) সহিহ্‌ এবনে হিব্বান (১৮) সহিহ এবনে খোযায়মা (১৯) মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২০) মিশকাতোল আনওয়ারলিশ শায়খোল আকবর (২১) সুনানে আবু মুসলিমিল্‌ কাশী (২২) মুসনাদে সইদ বেনে মনসুর (২৩) মুসান্নাফে এবনো আবি শায়বা (২৪) সুনানে বয়হকিয়ে কুবরা (২৫) তারিখে এবনো আসাকের (২৬) তারিখে এহ

ইয়া বেনে মঈন (২৭) শেফায়ে কাজী ইয়াজ (২৮) শারহুস সুল্লাহ লিল্ বাগাবী (২৯) আজযোহদো অদ্দকায়েক লি এবনে মোবারক (৩০) নওয়াদেরোল ওসুল লিল্ হাকিমেত্তেরমেজি (৩১) কেতা-বোদ্দোয়া লিত্তেবরাণী (৩২) আকসাল এল্‌মে অল্ আমালে লিল্ খতিব (৩৩) মোস্তখ্‌রেজে ইসমাইল আলা সহিহিল্ বুখারী (৩৪) মুস্তাদরেক লিল্ হাকিম (৩৫) আল্‌ফারাজো বাদশ-শেদ্দাহ লি এব্‌নে আবিদ্দুনইয়া (৩৬) মুস্তাকরেজে আবিওয়ানা আলা সহিহে মুস্‌লেম (৩৭) হুল্‌ইয়া লেআবি নইম (৩৮) জিয়াদোল্ মুসাল সালাতে লি জালালুদ্দিন সুয়ুতী (৩৯) আযযুরিয়াকোত্তা-হিয়া (৪০) আমালুল ইয়াওমে অল্লায়লাতে লি আবিস সুন্নী।

এর পরেও ১৮ বছরকাল একাধারে বিভিন্ন কেতাবাদি অধ্যয়ন করেন। এই উদ্দেশ্যে নিজ বাটী ফুরফুরাশরীফে একটি কুতুব খানাও নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঐ কুতুবখানায় তৎকালিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার কেতাবাদি সংগৃহীত ছিল। আজও তা বিদ্যমান আছে। মুফতীয়ে বাংলা ও আসাম হজরত মেজ হুজুর কেবলাকে বলতে শুনেছিঃ—"বাবা,—অনেকের ধারণা পীরগণের কেতাব পত্র পড়াশোনার প্রয়োজন নাই, আসল হচ্ছে মারেফাত। এ যে এক ভ্রান্তিকর ধারণা, ইমামগণ এবং ওলীগণের জীবন দর্শনে তা প্রমাণ হয়ে যায়। আমি আমার বাবাজি কেবলাকে দেখেছি সফর কালেও তাঁর সঙ্গে বড় বড় কেতাবের গাঁঠুলি থাকত। পাল্কী গরুর গাড়ী চলেছে তিনিও কেতাব মোতালায়ায় মশগুল। বাবাজী কেবলা নিজে যে রূপ কেতাব ছাড়া থাকতেন না অনুরূপ আমাদিগকেও কেতাব মোতালায়ার জন্য তাগীদ করতেন।"

আল্লাপাক তাঁকে এলমেলাদুন্নীও প্রদান করেছিলেন। একদা রাত্রে দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, আল্লার নবী (সাঃ) অগ্রে অগ্রে চলেছেন আর তিনি নবীপাকের পশ্চাতে পশ্চাতে চলতে চলতে নানাবিধ মসলা জিজ্ঞাসা করছেন। এই হেতু আল্লাহতায়ালা তাঁকে ফেকহের খনি বানিয়েছিলেন। বড় বড় আলেমগণ তাঁর নিকট যখন যে মাসলা জিজ্ঞাসা করতেন তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ও কেতাব না দেখে তার উত্তর দিতেন। প্রকাশ থাকে যে, পাঠ্যজীবন থেকেই পীর কেবলার আধ্যাত্মিক অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল। হুগলী মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ে থাকাকালিন অধিকাংশ রাত্রে চার তরিকার নেসবত (ফয়েজ) আপনা আপনি তাঁর অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে, নিজের দিকে আকর্ষণ করত। যখন যে তরীকার নেসবত তাঁর অন্তরে নিক্ষিপ্ত হত, তখন তিনি অধীর হয়ে সেই তরীকার জেকের করতেন। দাদাপীর কেবলা (রঃ) বলতেন—অনেক সময় আমি রাত্রে বোর্ডিং হতে বাইরে এসে জেকের করতে করতে অলি-গলি ঘুরতাম। সে সময় একটি নূর আমার আপাদমস্তক বেষ্টন করত এবং তার মধ্যে আমার আত্ম বিস্মৃতি ঘটত। হজরত মৌলানা আব্দুল মাবুদ সাহেব মেদনীপুরী (রঃ) তাঁর লেখা সাওয়ানে উমরী বা মুজাদ্দেদে জামানের উর্দ্দু জীবনচরিতে লিখেছেন "আমার পীরকেবলা (রঃ) তাঁর জীবনে প্রথম দিকে রাতের পর রাত বিভিন্ন ওলীগণের মাজার জিয়ারতে কাটিয়ে ছিলেন। রাতের পর রাত জনমানবশূন্য ময়দানে জিকরে-জলীর মধ্যে কাটিয়েছিলেন। মোটের কথা দাদাপীর কেবলা (রঃ) যে কঠোর পরিশ্রম এবাদত, রেয়াজত করেছিলেন তা শুনলে অবাক হতে হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশদভাবে তাহা বর্ণনা করা সম্ভব হল না। মুজাদ্দেদে জামান দাদাপীর

কেবলা (রঃ) হজরত আলী (রাঃ) হজরত ফাতেমা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) হজরত নবীপাক (সাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ) এর নিকট বাতেনী বায়াত লাভ করেন। আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন (রঃ) স্বীয় পীরকেবলার জীবনি পুস্তকে সিরাতুলমোস্তাকিম মোকা-শাফাতে রহমত, তাফসীরে রূহুল মায়ানী, হজরত মাসুমরাব্বানী (রঃ) এর সবয়েআসরার এবং ইমামগাজ্জানী (রঃ) এর মেনকেজ-মেনাদ্দালাল প্রভৃতি কেতাবাদি হইতে উক্ত রূপ 'বায়াত' গ্রহণ স্বপ্রমাণিত করেছেন। জাহেরী নেসবত লাভের জন্য জাহেরী বায়াত জরুরী। সেহেতু দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) কোতবোল এরশাদ শাহ্ সুফী হজরত ফতে আলী ওয়সী (রঃ) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করতঃ নাক্‌শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদে আলীয়া, কাদেরীয়া, চিশতীয়া, তরীকা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করতঃ খেলাফত লাভ করেন। হজরত শাহ্ সুফী ফতে আলী (রঃ), হজরত শেয়খুল—মাশায়েখ শাহ্ সুফী নূর মোহাম্মদ গাজী নিজামপুরীর (চট্টগ্রাম) খাস খলিফা ছিলেন, তিনি হজরত সৈয়দ আহম্মদ মুজাদ্দেদ বেরলবীর খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) এর খাস খলিফা ছিলেন, তিনি হজরত শাহ্ আব্দুল রহিম দেহলবী (রঃ) খাস খলিফা ছিলেন। উক্ত রূপ সেলসেলা পরম্পরায় নবীপাক (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁচেছে।" বিস্তারিত জানতে হলে সেজরা শরীফ দেখুন। তিনি ছিলেন পীরের ভালবাসায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। পীর চলেছেন পাল্কিতে আর তিনি চলেছেন পীরের সামাণ মাথায় নিয়ে ঐ পাল্কির পিছে পিছে। কথিত আছে তিনি একবার হজরত শাহ্ সুফী ফতেহ আলী (রঃ) কে নিজ বাটী ফুরফুরা শরীফে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঐ সময় শিয়াখালা স্টেশন

থেকে পাল্কীতে পীর চলেছেন আর আমার দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) চলেছেন পিছু পিছু। পাল্কী বহু আগে এগিয়ে যেতে দাদা হুজুর পিছিয়ে পড়েন। এমত অবস্থায় তাঁর পীর কেবলা পাল্কী হতে উঁকি মেরে দেখেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ভক্ত মুরিদ আবুবকর অনেক পিছিয়ে পড়েছেন, মাথায় তার গাঁঠুলির বোঝা, এ অবস্থা দেখে তিনি বেহারাকে পাল্কীর গতি আস্তে করতে বলেন আমার দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) কাছাকাছি পৌছাতে তাঁর পীর এই বলে দোয়া করতে থাকেন "আবু-বাকার আজ তুমি আমার গাঁঠুলী মাথায় নিয়ে চলেছ, আমি দোয়া করি বঙ্গ আসামের মানুষ যেন তোমার গাঁঠুলি মাথায় করে বহন করে।" তাঁর মহামান্য পীর কোতবোল—এরশাদ রসুলনুমা, ফতে আলা ওয়সী (রঃ) এর দোয়া যে, দরবারে এলাহীতে কবুল হয়েছিল মুজাদ্দেদে জামানের মহাজীবন দর্শনই তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। হজরত শাহ্ সুফী ফতে আলী ওয়সী (রঃ) এর সঙ্গে মুজাদ্দেদে জামানের যে কি রূপ সম্পর্ক ছিল তা, ফতে আলী ওয়সী (রঃ) এর জীবনের শেষ মহুর্ত্তের অবস্থা থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। পীরের চিরবিদায়ের দিন পীরের শয্যাপার্শ্বে নয়, বরং তাঁরই কোলে মাথা রেখে পীর ফতে আলী (রঃ) এর প্রাণপাখী পার্থিব জগত ছেড়ে জান্নাতুল ফিরদৌসের পথে পাড়ি জমিয়েছিল, দিনটি ছিল হিজরী ১৩০৪ সালের ৮ই রবিউল আও-য়াল ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৬ সন। সূর্য্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। সবে শেষ হল জোহরের ওয়াক্ত। এমন সময় বেজে উঠল বিষাদের তানপুরা। বিদায়ের লগন আসল ধীরে। শান্তির চিরনিদ্রা দুচোখের পাতাকে আলতো করে ছুঁয়ে গেল। চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মুজাদ্দেদে জামানের প্রাণের গভীর ভালবাসার লোনা অশ্রুর রিক্ত বেদনা বুকে নিয়ে।

মুজাদ্দেদে জামান তাঁর পীর বা শায়খের প্রতি যে একনিষ্ঠ ভালবাসার পরিচয় রেখে গেছেন তা তাঁর প্রতি বাংলার মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বহু বহুগুনে বাড়িয়ে দেবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বেশারাত বা সুসংবাদ

নবীপাক (সাঃ) এবং অন্যান্য ওলীগণ মুজাদ্দেদেজামান সম্পর্কে যে সকল সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন এবং সেই সময়ের জীবিত ওলীগণ মহান আল্লার প্রদত্ত তাঁদের সত্যস্বপ্ন, কাশ্‌ফ এবং ফারাসাত, (অন্তর দৃষ্টি) দ্বারা অবগত হয়ে যাহা বর্ণনা করেছিলেন সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচনার আশা রাখি। তবে তাহার পূর্ব্বে কোরআণ ও হাদিসের আলোকে সত্যস্বপ্ন, কাশফ এবং ফারাসাত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হল। প্রকাশ থাকে যে, বোখারী শরীফ সহ অন্য সকল হাদিসের কেতাবে বর্ণিত আছে নবীপাক (সাঃ) বলেন নবুয়াত আমি পর্যন্তই শেষ, বাকি থাকল মোবাশ শেরাত। সাহাবিগণ মোবাশ শেরাতের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে নবীপাক (সাঃ) বলেন, উহার অর্থ সত্যস্বপ্ন সত্যস্বপ্ন নবুয়াতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ। পাক কালামুল্লা-শরিফে ওলীগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"তাহাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের সুসংবাদ" তাফসীরে ইবণে জরীর, তাফসীরে খাজেন; তাফসীরে রুহুল বায়ানে আল্লার ওলীগণের জন্য ইহকালের (দুনিয়ায়) সুসংবাদকে সত্য ও ন্যায় স্বপ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাসুলে পাক (সাঃ) ফজরের নামাজান্তে বসে সাহাবীগণকে

জিজ্ঞাসা করতেন কেহ কি স্বপ্ন দেখেছ? কেহ কোন স্বপ্ন দেখলে নবীপাক তখনই তার তাবীর করে দিতেন। শুভ স্বপ্নের অর্থ নবীপাককে দেখা অন্যান্য নবীগণকে দেখা, মৃত ও জীবিত ওলীগণকে দেখা, নূরসমূহ দেখা, অতীতকালের ঘটনাবলী ও ভবিষ্যত কালের ঘটনাবলী দেখা ইত্যাদি [দ্রঃ কাওলুল জামিল] তাফসীরে রুহুল বায়াণ ও তাফসীরে খাজেনের মধ্যে বলা হয়েছে :—"আল্লার ওলীগণ নিদ্রা গেলেও তাঁদের অন্তর আল্লার জেকেরের মধ্যে মশগুল থাকে, তাঁদের নিদ্রা চৈতন্যের তুল্য, ফলে তাঁরা যে স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহা শুভ স্বপ্ন, বা সত্য স্বপ্ন হয়।" আল্লার ওলীগণের নিদ্রার 'কায়ফিয়াত' বা অবস্থা সম্পর্কে হজরত সৈয়েদেনা বড় পীর বাগদাদী (রাঃ) তাঁর অমর সৃষ্টি "আল-ফাতহুর রাব্বানীতে" বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাফসিরে মাওয়াহেব সহ অন্যান্য কেতাবে ওলীগণের কাশফও এলহাম ইত্যাদিকেও তাঁদের জন্য দুনিয়ায় এক নিয়ামত এবং সুসংবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখরীও মুসলিম শরীফে হজরত সায়েদ বিন হোজায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসের ঘটনার দ্বারা নবীছাড়া অন্যের কাশ্‌ফ হওয়া প্রমাণ হয়।

আল্লা পাক তাঁর পাককালামে জলদ গম্ভীর ভাষায় ঘোষণা করেন "খোদাতায়ালা যাহার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নূরের উপর রহিয়াছে" এই আয়াতের তাফসীরে "তফসীরে আরায়েস্থুল বায়ানে" বলা হয়েছে। "এই আয়াতের অর্থে কতক ওলামায়েদ্বীন বলেছেন, আল্লা যাদের হৃদয় স্বীয় 'মায়রেফাত' এর জন্য প্রসার করেছেন, সে ব্যক্তি তার নূরের উপর আছে। আর

উক্ত নূর কর্তৃক অদৃশ্য বিষয়সকল দর্শন করেন।" ইমাম নূরী বলেন— "খোদার নৈকট্যের নূরে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে।" এই নূরের দিকে ইঙ্গিত করে নবীপাক বলেন—"তোমরা ইমানদারগনের 'ফিরাসাত' হতে বাঁচ, কারণ তাঁরা আল্লার নূর দ্বারা দর্শন করেন" (তিরমীজি শরীফ, জামে-সাগীর) ইমামকোশাইরী তার রেসালাতুল কোশাইরীয়া ; ও হজরত ইমাম ইবন্ হাজার মক্কী (রঃ) এর ফতাওয়াউল হাদিসীয়া কেতাবে 'ফেরাসাত' এর অর্থ বাতেনীজ্ঞান, অন্তরদৃষ্টি ও কাশফ বলে উল্লেখ করেছেন,তাফসিরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে ওলীগণ গুপ্ত বিষয় সমূহ দর্শন করতে ও অবগত হতে সক্ষম। কারণ কাশফ দ্বারা পূর্ণ তত্ত্ব লাভ হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে আলোক ব্যতিরেকে শুধুমাত্র চর্মচক্ষু দ্বারা কোন জিনিষের প্রত্যক্ষ সেরূপ সম্ভব নয়, অনুরূপ আল্লার নূর ব্যতিরেকে শুধুমাত্র হৃদয় চক্ষু দ্বারাও কোন জিনিষের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। আল্লার নৈকট্যের নূর যার হৃদয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে সে ব্যক্তি ঐ নূর দ্বারা সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। অতএব ঃ আল্লাওয়ালাগণ কাশফ, ও ফারাসাত বা অন্তরদৃষ্টি এবং স্বপ্নের মাধ্যমে যাহাকিছু অবগত হয়ে থাকেন তাহা হাদিসও কোরআনের আলোকে সত্য বা সঠিক বলে গন্য হবে।

বিশিষ্ট কাশ্ফ শক্তি সম্পন্ন, উচ্চমর্যাদার ওলী হজরত মাওলানা আবদুলমাবুদ মেদনীপুরী (রঃ) তাঁর লেখা উর্দ্দু 'সাওয়ানেহে ওমরী' নামক জীবনী পুস্তকে বর্ণনা করেন ; মুজাদ্দেদে জামানের পাঁচ পোস্তের দাদা ইমামুত তরিকাত হজরত মাসুমরাব্বানি (রঃ)এর খলিফা কোতবোল —আকতাব হজরত মোস্তাফা মাদানী (রঃ) কাশফ দ্বারা অবগত হয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেন—"আমার বংশধর গনের মধ্যে যষ্ঠ পুরুষে এক পুত্র

জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা বঙ্গদেশের শেরেক, কোফর ও বেদয়াত দূরীভূত হইয়া যাইবে, বরং হিন্দুস্থানে ও আরবে তাঁহার ফয়েজ জারি হইবে। ফকিহ্ আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) মুজাদ্দেদেজামানের জীবনী পুস্তকে শরহে—ফেকহে আকবর কেতাবের ১৮৫ পৃঃ থেকে হাওয়ালা দিয়ে উক্ত উক্তিকে গায়েব নয় বরং এলহাম বা কাশ্‌ফ বলে প্রমাণিত করেছেন। কোতবোল এরশাদ শাহসুফী হজরত ফতেহ আলী ওয়সী (রঃ) এর অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত শাহসুফীমৌলানা একরামূল হক মুর্শিদাবাদী (রঃ) বর্ণনা করেন—একদিন হজরত ফতেহ আলী (রঃ) ফুরফুরার হজরতকে ডেকে বলেন—"বাবা আবুবকর তুমি মোহইয়োস্ সুন্নাহ ও 'আমিরুশ—শরিয়ত' হইবে আর আমাকে বলিলেন—বাবা একরামুল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড় পর্বত হেদায়েত করিবে [হজরত পীর কেবলার বিস্তারিত জীবনী ও হায়াতে একরাম দ্রঃ] হজরত মৌলানা আব্দুল মামুদ মেদিনীপুরী (রঃ) সাহেব বলেন—"এক সময় আমি স্বপ্নে দেখি যে, লোকেরা দলে দলে চলছে, তাদের মধ্যে একজন শুভ্রবস্ত্র পরিহিত জ্যোতির্ময় চেহারাবিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণকায় দুর্বল মানুষ বলছেন —'তোমরা কি বড় জামাতের মজলিশে গমন করিবে না ?' আমি আরজ করলাম আপনি কোন ব্যক্তি ? তিনি মৃদু হেসে বললেন— 'আমি আব্দুল খালেক গেজ দেওয়ানী' আমি কদমবুসি করলাম, এমতবস্থায় দেখতে পেলাম, আমার মখদুমজাদা মৌলানা আবুনসর আবদ্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব, মৌলানা আবুজাফার সিদ্দিকী সাহেব, মৌলানা নজমুস সায়াদাত সিদ্দিকি সাহেব—এই তিন জন তার কদমবুসি করলেন, তিনি সকলকে দোয়া দিতে লাগলেন ; মখদুমজাদা

নজমুস্ সায়াদাতকে বুকে ধরে বললেন—'ইনি ওলীয়ে মাদারজাদ।' আমি তাঁর সাথে যেতে যেতে দেখলাম যে, ঈসালে-সওয়াবের পাক খানকার পশ্চিমদিকে মিম্বর স্থানে নবীপাক (সাঃ) এর তক্ত স্থাপন করা হয়েছে। সাহাবাগণ চারদিকে চক্রাকারে তশরিফ রেখেছেন। এমতবস্থায় হজরত রাসুলে খোদা (সাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন—'বড় জামায়াতের নেতাকে আমার সম্মুখে হাজের কর.' কোতবোল এরশাদ-শাহ, সুফী হজরত ফতেহ আলী ওয়সী (রঃ) ফুরফুরার হজরতকে নবীপাকের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। নবীপাক (সাঃ) মুজাদ্দেদেজামানের মস্তকে সবুজ রংয়ের পাগড়ি বেঁধে দিয়ে বলতে লাগলেন—"বড় জামায়াতের নেতৃত্ব মোবারক হউক, মোবারক হউক।" তৎপর নবীপাকের সাথে ওলীগণ ও সাহাবাগন হাত তুলে দোয়া প্রার্থনা ও মুবারকবাদ দিয়ে চলে গেলেন।" ফুরফুরার হজরতের মুরিদ সংখ্যা পাক—ভারতে প্রায় কোটিরও অধিক,তন্মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক ওলামায়েদ্বীন হবেন। অতএব ঐ থেকেই বোঝা যায় উপরোক্ত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

মুজাদ্দেদে যামানের ৪০ বছর বয়সে কাইয়ুমিয়তের প্রতিবিম্ব (কোতবিয়তের দরজা) লাভের সময় উপস্থিত হলে মক্কা ও মদিনা শরীফ জিয়ারতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। পীর কেবলা বলেন—"একরাত্রে আমি স্বপ্ন :যাগে দেখলাম যে, নবীপাক (সাঃ) একটি উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে হাতের এশারায় ডাকছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর আকাঙ্ক্ষা অধিক থেকে অধিকতর হওয়ায় কাবাশরীফ ও মদীনা শরীফ এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতঃপর মক্কাশরীফে যখন উপস্থিত হলাম, তখনও হজ্জপাকের কয়েকদিন বাকি ছিল,

ইত্যবসরে মদীনাশরীফে নবিপাকের মাজার জিয়ারতের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু স্বপ্নযোগে আদেশ হল যে, হজ্জ করার ফলে রওজাশরীফ জিয়ারত হবে। মোয়াল্লেম সাহেব হজ্জের আগেই কাফেলা সহ মদিনাশরীফাভিমুখে রওনা হলেন, কিন্তু ওয়াদিয়ে ফাতেমাতে ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় কাফেলা সহ মোয়াল্লেম সাহেব প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। অতঃপর হজ্জের পরে নবীপাকের রওজাশরীফ এর জিয়ারত লাভ করি। মদিনাশরীফে জিয়ারত সমাপনান্তে দেশের দিকে রওনা হলাম।" জাহাজ জেদ্দা ও খেয়াম্বুর মধ্যস্থলে উপস্থিত হলে মুজাদ্দেদে জামান স্বপ্নে দেখেন—"নবীপাক (সাঃ) নিজের গৃহ প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সম্মুখে একটি আঞ্জির বৃক্ষ আছে। হজরত রাসুলে খোদা (সাঃ) এর ইশারায় উক্ত বৃক্ষে আরোহণ করতঃ শুষ্ক ডালগুলি ভেঙে নিচে নিক্ষেপ করলাম ইহাও দেখতে পেলাম হজরত নবি-করিম (সাঃ) এর বিবিগণ পর্দ্দার মধ্যে আছেন। নবীপাকের চেহারা মোবারকের সৌন্দর্যে এরূপ বিমোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে, অতিরিক্ত মহব্বতে বলে ফেললাম হে বাদশা আমার নাম 'আব্দুর রাসুল' রাখুন। নবিপাক (সাঃ) মৃদু মৃদু হেসে বললেন, না, তোমার নাম "আবদুল্লাহ্" রাখিলাম।" শাহ্ সুফী মোলানা আব্দুলমাবুদ মেদিনীপুরী (রঃ) উক্ত স্বপ্নের তাবিরে লেখেন—আঞ্জির অর্থ ইমানের কলেমা, হজরত মুজাদ্দেদে জামান (রঃ) তরীকতের পথে আলম—আরওয়া হতে কামালাতে—নবুয়ত ও রেসালাতের ফয়েজ লাভ করতঃ মহবুবিয়তের দরজা অতিক্রম পূর্বক কামালতের অত্যুচ্চ দরজাতে উন্নীত হয়ে পূর্ণ ফানার দরজা লাভ করেছিলেন। তিনি নবীপাক (সাঃ) এর অসিলায় এ দরজা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুষ্কডালগুলি

ভাঙ্গার অর্থ যে, তরিকত ও সলুকের মধ্যে যে সমস্ত বেদয়াতি ও অনাচার প্রবেশ করেছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করে দেবেন*। বাস্তবে তা সত্যে পরিণত হয়েছে। চিশতীয়া কাদেরীয়া ইত্যাদি তরীকার নামে শেরক্ বেদাত, কুফ্রী ইত্যাদি অনাচার গুলিকে সংস্কার করে বাংলা আসাম হতে ভণ্ড পীর ফকিরদের উৎখাত করেছিলেন। মোট কথা মুজাদ্দেদে জামানের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনই এই স্বপ্নের উজ্জ্বল তাবীর। হজরত মাওলানা এয়াজ উদ্দীন সাহেব অনেক সময় বলতেন —ফুরফুরার হজরত জামানার মুজাদ্দেদ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী বিভাগের প্রফেসার, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, নির্ভরযোগ্য তাসাউফের অমূল্য সম্পদ "সেরাজুস—সালেকিন" গ্রন্থ প্রণেতা মুজাদ্দেদে যামানের এক বিশিষ্ট খলিফা জনাব আব্দুল খালেক সাহেব (রঃ) বলেন— "একজন সৈয়দ সাহেবের বাড়ী পাঞ্জাব ও পেশওয়ারের মধ্যস্থলে ছিল, তিনি হায়দ্রাবাদে থাকতেন, এবং তাঁর এক পুত্র মদিনা-শরীফে থাকতেন। হজরত নবীপাক (সাঃ) স্বপ্নযোগে তাকে বলেন -- "তোমার পিতাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন জামানার মুজাদ্দেদ ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট গমন করেন এবং আমার সালাম জানাইয়া দেন।" আল্লার নবী বলেন "যে আমায় স্বপ্নে দেখিল সে ঠিকই দেখিল শয়তান, আমি নবী মোহাম্মদের আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।"। বোখারি ও আবুদাউদের আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে— "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখিবে অনতিবিলম্বে সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখিবে। আমার আকৃতি শয়তান ধরিতে পারিবে না।"

---

* উর্দ্দ্ সাওয়ানেওমরী—৪১ পৃঃ আব্দুলমাবুদ মেদনীপুর (রঃ), পীরসাহেব কেবলার জীবনী— হজরত রুহুল অমিন (রঃ) ৫২ পৃঃ।

উক্ত প্রফেসার মৌলভী আব্দুল খালেক সাহেব আরও বলেন— একজন সীমান্ত প্রদেশের গাজী মৌলানা স্বপ্নযোগে ইমামুত তারিকত সৈয়েদেনা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন—"যদি তুমি এই জামানার মুজাদ্দেদকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে সারহিন্দে চলিয়া আস।" তিনি সারহিন্দে উপস্থিত হয়ে তথায় কিছুকাল থাকেন। পুনরায় তিনি হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)কে, স্বপ্নেদেখে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি যার সংবাদ দিয়েছিলেন তিনি কোন ব্যক্তি।" ইমামুত তারীকত হুজুর হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলেন "তুমি আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। ঐ ব্যক্তি ঐস্থানে উপস্থিত হলে তোমাকে অবগত করান হবে।" তিন মাস পরে ফুরফুরার হজরত দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) সারহিন্দ শরীফে আগমন করলে, হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) স্বপ্নযোগে তাকে বলেন যে, "এখন তিনি এই স্থলে আগমন করিয়াছেন।" ১৩৪১ সালে ২৬শে আশ্বিন মুতাবেক ১৯৩৪ সালের ১৩ই অক্টোবর রোজ শনিবার প্রায় শতাধিক ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ফুরফুরার হজরত বাংলা আসামের 'উলিল আমর' দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) হিন্দুস্থান সফরে রওনা হন। এই হিন্দুস্থান ভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখ আছে। উক্ত ঘটনা সমূহের মধ্য হতে শুধুমাত্র একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল। দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে সোমবার দিন দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) কাইউমে জামানী হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর পীর হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রঃ)এর মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। পরদিন মঙ্গলবার কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) এর মাজার শরীফ

জিয়ারত করেন। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার কারণে হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ) এর মাজার শরীফ যেতে অপারগ হওয়ায় তাঁর সঙ্গীগণকে জিয়ারতে যাবার আদেশ দেন। জিয়ারত থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে সকলেই নিজ নিজ হালত ও কাশ্‌ফ বা ফারাসাতের অবস্থা হুজুর কেবলা (রঃ) কে অবগত করলেন। দাদা হুজুর (রঃ) এর প্রধান ও প্রবীন খলিফা হজরত শাহ্‌সুফী তাজামমল হোসেন সাহেব (রঃ) এবং অন্যতম খলীফা নোয়াখালীর মাওলানা হাতেম সাহেব উভয়ে পীর কেবলাকে জানালেন যে,ইমামুত্তারীকত হজরত নিজামউদ্দিন আওলীয়া (রঃ) এর জিয়ারত হলে তিনি আমাদিগকে বললেন যে, "তোমাদের পীর এ জামানার মুজাদ্দেদ" দাদা পীর কেবলা (রঃ) এ কথা শুনামাত্র লোক সমাজে তা প্রকাশ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করলেন।

আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন(রঃ) লিখেছেন যে, বাংলা দেশের ফরিদপুরের মৌলানা আফসারউদ্দিন (রঃ) এর নিকট শুনেছি, একসময় ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা (রঃ) এর নিকট মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব ওফাৎ—প্রাপ্ত ওলীদিগের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে "কাশফুল—কবুর" এর মোরাকাবার এজাজত লাভ করেন। তিনি মালদহের শাহতুল্লাহপুরে চিশতীয়া তরিকার প্রসিদ্ধ পীর হজরত আঁখি সেরাজ (রঃ) এর মাজার শরীফ 'কাশফুল—কবুর' এর মোরাকাবাকালে তিনি তিনবার হজরত আঁখী সেরাজ (রঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তিনি ফুরফুরার হজরতের আকৃতি ধরে দেখা দেন। মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব এইরূপ আকৃতি ধরার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর আঁখি সেরাজ (রঃ) বলেন—"ফুরফুরার পীর এই জামানার মুজাদ্দেদ, এই

হেতু আমি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি এলমে শরিয়তের রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ নবীর দীন সঞ্জীবিত করিয়াছেন।"

মাওলানা আব্দুল মাবুদ মেদনীপুরী (রঃ) বলেছেন যখন হজরত পীরকেবলা (রঃ) দিল্লীতে হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে দাঁড়ান, তখন হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রঃ) নিজ হাত লম্বা করে মুজাদ্দেদে জামানের সহিত মসাফেহা করেন,(ইহা কাশফের ঘটনা)* শাহ্ সুফী হজরত তাজাম্মল হোসেন (রঃ) সারহেন্দ শরীফে সৈয়েদেনা হজরত মাসুম রব্বানী (রঃ) এর মাজার শরীফ 'জিয়ারত' কালে তাঁহার আসিলা দিয়ে খোদার নিকট কোন বিষয়ের চাহিবার ইচ্ছা করেন, হঠাৎ মাজার শরীফ হতে গুন গুন শব্দ শুনা যায়, অনেকে এই শব্দ শুনেছিল যে, হজরত সৈয়েদানা মাসুম রব্বানী (রঃ) বলছিলেন যা কিছু চাওয়ার প্রয়োজন তা ফুরফুরার পীর-এর অসীলা দিয়ে আল্লার নিকট প্রার্থনা করবে।

এক সময় হজরত পীর সাহেব কেবলা (রঃ) পাবনা জেলার অন্তর্গত ভারেঙ্গা গ্রামে মৌলবী ময়েসউদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। হজরত আল্লামা আব্দুল মাবুদ (রঃ) ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। চিশতীয়া তরীকার দুই ব্যক্তি তরীকাতের কিছু কিছু বিপরীত কার্য্য করত। মুজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার হজরত বললেন, বাবা আব্দুল মাবুদ তুমি ঐ দুই ব্যক্তির তরীকতের নেসবতকে সলব করে (কেড়ে নিয়ে) কিছু দিনের জন্য সুলতানুলহিন্দ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী সানজেরী (রঃ)

---

* হজরত গাওস পাক (রঃ) হজরত ইমাম আহম্মদ বিন-হাম্বল (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত কালে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

এর নিকট গচ্ছিত রাখ। তিনি বললেন হুজরত আমাকে মাফ করুন। মুজাদ্দেদে জামান বললেন তুমি বসে যাও হতাশ হইও না; একথা শুনা মাত্র সাহস বেড়ে গেল, তিনি মুরাকাবাতে বসে গেলেন। আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় দেখতে পেলেন যে সুলতানোল হিন্দ (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, হজরত খাজা আজমেরী (রঃ) যেন রত্নরাজী খচিত কুরসি বা চেয়ারের উপর উপবিষ্ট আছেন। আর সেই দুইটি লোককে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে বললেন, হজরত এই দুষ্ট দ্বয়ের নেসবত সলব করে নেন, হজরত খাজা আজমেরী (রঃ) বললেন যখনই খাজা আব্দুলাহ সিদ্দিকী (ফুরফুরার পীর) সাহেবের মুখ হতে উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাদের উক্ত নেসবত সলব হয়ে গেছে। তিনি কাইউমিএতের দরজার প্রতিবিম্ব স্বরূপ [কুতুবুল আকতাব] তাঁর মুখ থেকে বাহির হওয়াই যথেষ্ট। তাঁর অবাধ্যতা খোদা ও রসুলের অবাধ্যতা হইবে। আর তাঁর আদেশ পালনে খোদা ও রসুলের আদেশ পালন হইবে। যখন হজরত মৌলানা শাহ্ সুফী আব্দুল মামুদ মেদনীপুরী (রঃ) মুজাদ্দেদে জামানকে এ সংবাদ দিলেন তিনি বললেন বাবা, তুমি দ্বিতীয়বার মুরাকাবাতে বস। পীরের নির্দেশ পাওয়া মাত্র মোরাকাবায় বসলেন। মোরাকাবা অবস্থায় হজরত শাহ্ সুফী আব্দুল মাবুদ সাহেব (রঃ) দেখতে পেলেন, তিনি যেন এক বিরাট ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন, উহার পশ্চিমদিকে একটি উচ্চ স্তূপের উপর কাইউমে অউত্তল হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) ও তাঁর সাহেবজাদা কাইউমে সানী হজরত মাসুমরাব্বানী (রঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আর ফুরফুরার হজরত দাদা হুজুর (রঃ) পূর্বদিকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এবং

তাঁর সাহেবজাদা হুজুর হজরত মাসুমরাব্বানী (রঃ) 'এর চেহারা মুবারকের নূর সূর্য্যের তুল্য, ঐ নূরের দ্বারা ফুরফুরার হজরত কেবলার আপাদমস্তক জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে, যেন এরূপ মনে হচ্ছে যে, উক্ত নূর ফুরফুরার হজরতের গোস্ত ও চামড়ার মধ্যে প্রবেশ করছে। এবং তাঁর শরীর হতে যে নূর প্রকাশ হচ্ছে তাহা যুগের ওলীগণের অন্তরকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় প্রতিপালন করছে। আর সৈয়েদেনা হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলছেন এই ব্যক্তি [ফুরফুরার হজরত] আমার সন্তান, হজরত মাসুমরাব্বানী (রঃ) বললেন, 'ইনি মুস্তাফা মাদানী (রঃ) এর বংশধর, মুস্তাফামাদানী আমার প্রতিবিম্ব, ইনি উক্ত পৈতৃক প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হয়েছেন'। [উল্লেখ থাকে যে. উক্ত মুস্তাফামাদানী (রঃ) দাদাহুজুর কেবলার পাঁচ পোস্তের দাদা, ইতি হজরত মাসুমরাব্বানী (রঃ) এর খলিফা ছিলেন এবং কুতুবুল আখতাব ছিলেন]

"আল্লার নবী বলেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে ঠিকই দেখল শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।" [বোখারী] "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে অনতিবিলম্বে সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে। আমার আকৃতি শয়তান ধরতে পারবে না।' [আবুদাউদ দ্রঃ] মুজাদ্দেদে জামানের যখন ৪০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হয় তখন হজের জন্য এবং নবীপাকের জিয়ারত এর জন্য অধির হয়ে পড়েছিলেন।

এমত অবস্থায়—এক রাত্রে দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) স্বপ্নে দেখেন যে—"হজরত নবীকরীম (সাঃ) একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে ইশারা করে ডাকছেন এবং বলছেন –হে আমার সালেহ উম্মত সিদ্দিক আকবরের বংশধর, এসো আজ তোমাকে খেলাফে

আবায়ী [খান্দানী গৌরবজনক পোষাক] পড়িয়ে দিই. এই যুগে আমার প্রিয় উম্মতগণের ভালাই করা তোমা ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও দেখছি না।”

একদা মুজাদ্দেদে জামান (রঃ) মুরাকাবায় বসে দেখলেন যে, নবীপাক (সাঃ) তাঁর হাতে একখানা তলওয়ার দিয়ে বললেন এই লও, ইহার দ্বারা ইসলাম ফতেহ কর এবং হুজুরকেবলা উহা সাদরে গ্রহণ করলেন।

বর্দ্ধমান নিবাসী মৌলুভী হাজী আব্দুল লতীফ মরহুম বলেছেন যে, একদা আমি নবীপাক (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখি। নবীপাক (সাঃ) আমাকে বলছেন আবুবাক্কারকে বলবে, কাদিয়ানী এবং বাতিল তফসীরগুলির প্রতিবাদে যেন পুস্তকাদি লিখে প্রচার করেন।

একদা মুজাদ্দেদে জামান (রঃ) স্বপ্ন দেখেন যে—“নবীপাক (সাঃ) অগ্রে অগ্রে চলছেন আর আমি নবীপাকের পশ্চাতে চলতে চলতে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছি, আমার নবী মাসআলা সমূহের উত্তর দিচ্ছেন। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাপাক মুজাদ্দেদে জামানকে ফেকাহ বিদ্যায় এরূপ প্রতিভা দান করেছিলেন যে, তিনি যে কোন মসলা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই সঠিক উত্তর দিতেন।

বিহারের গয়া জিলার অন্তর্গত বিকুয়া গ্রাম নিবাসী মরহুম হজরত শাহ্ স্বুফী মীর মোহাম্মদ [ইনি স্বুফী হজরত শাহ আব্দুল মুমেন সাহেবের খাস খাদেম ছিলেন। খোলাকাশ্ফ বিশিষ্ট ওলী ছিলেন] তিনি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে হজরত নবীপাক (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমার পীরের স্থান কোন স্তরে, তদুত্তরে নবীপাক (সাঃ) বললেন তোমার পীর আমারই কায়েম মকাম কার্য্য করছে।” হজরত মৌলানা থানবী (রঃ) এর জীবনী “আশরাফুস-সাওয়ানে” তৃতীয় খণ্ডে

৯৪পৃঃ মাওলানা আমীর হোসেন সাহারূণপুরীর কথা উল্লেখ আছে, তিনি বলেন—“একদা আমি স্বপ্নে দেখি একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার সভাপতি হজরত নবীপাক (সাঃ)। সভা শেষে লোকেরা বিভিন্ন মসলা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এ গোলামও সুযোগ বুঝে নবীপাককে জিজ্ঞাসা করি যে, হজরত আশরাফ আলী থানোভী (রঃ) এবং ফুরফুরা নিবাসী হজরত আবুবাক্কার সাহেব (রঃ) কেমন ব্যক্তি ছিলেন ? এঁদের কথা শারিয়ত অনুযায়ী ঠিক কি না ? তদুত্তরে নবীপাক (সাঃ) বললেন উভয়ে খুবই নেক ব্যক্তি এরা যা কিছু বলেন বা লেখেন সমস্তই বারহাক (সঠিক)।”

মুজাদ্দেদে জামান (রঃ) এর চাচাতে ভাই মাওলানা হাজী এসহক সাহেব (রঃ) ইনি বাংলার কুতুব ছিলেন। এঁরই নাম অনুকরণে বর্তমান হাওড়া জেলার উলুবেড়ীয়া টাইটেল মাদ্রাসা। উক্ত হজরত বলেছিলেন, হজ্জ হতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নবীয়ে করীম (সাঃ) কাশ্‌ফ অবস্থায় আমাকে বললেন “দেশে গিয়ে সুফী মৌলনা আবুবক্করকে আমার সালাম জানাবে ; তিনি দেশে ফিরে বহুলোকের সম্মুখে পীর” কেবলাকে নবীয়ে করীম (সাঃ) এর সালাম পাঠানোর কথা বলেছিলেন। সম্ভবতঃ নবীপাকের সালাম পাঠানোর তাৎপর্য হল সবার মাঝে দাদাহুজুর এর তারিফ বা মারতাবার প্রকাশ করা। তাঁর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কের বিষয়ে সকলকে অবহিত করা। তা না হলে কারো মাধ্যমে সালাম পাঠাবার কোনই প্রয়োজন ছিল না এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বাংলার কুতুব হজরত হাজী এসহাক (রঃ) সকলের সম্মুখেই নবীপাকের সালাম জানানোর কথাকে প্রকাশ করেছিলেন।

—০—

বাংলা আসামের ধর্মীয় অবস্থা
তৃতীয় অধ্যায়

হজরত পীর আবুবকরের (রঃ) আবির্ভাবকালীন অবিভক্ত বাংলা আসামের মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আমরা তৎকালীন ইস্‌লাম প্রচারক, ইস্‌লামদর্শন, হানাফি, শরীয়তে এসলাম, বঙ্গনূর, সুন্নাত অল্‌ জামায়াত, প্রচারক, 'মোহাম্মদী' 'মোসলেম হিতৈশী' প্রভৃতি তৎকালীন প্রকাশিত সামগ্রিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যা কিছু অবগত হয়েছি এই স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোকপাত করা হল।

সমকালীন অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে সময় প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার বৃহৎ আকারের ফেৎনা ফসাদ ইস্‌লাম ধর্মের মৌলিক শাস্বত সত্যের উপর আঘাত হেনে একে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছিল। সেগুলি হল প্রথমতঃ বেদাতী পীর ফকিরদের ফেতনা দ্বিতীয়তঃ লা-মোজহাবী মোহাম্মদীদের ফেতনা, তৃতীয়তঃ খৃষ্টান মিশনারীদের ফেতনা, চতুর্থতঃ কাদিয়ানী ফেতনা, পঞ্চমতঃ শীয়া'ই ফেতনা ইত্যাদি।

এখন আমরা উপরিউক্ত ফেতনাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করব।

বেদাতী পীর ফকিরদের ফেতনা :—সমকালীন বাংলা এবং আসামে বেদাতী পীর ফকীররা, কোরাণ ও হাদিস বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকার মনগড়া মতবাদ তৈরী করে বাংলার ঘরে ঘরে শেরেক বেদয়াত ছড়িয়ে দিয়েছিল, অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, প্রতি অঞ্চলে মাকড়সার

জালের মত বেদায়াতী পীর ফকীরদের মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, এব
গোটা আহ্লে সুন্নাত আল্ জামায়াতের নিরীহ নিরক্ষর এবং অ
শিক্ষিত মানুষদের ইমান হরন করার প্রধান হাতিয়ার রূপে তার
পরিগণিত হয়েছিল।

নায়েবে মোজাদ্দেদ জনাব পীর মুকৃতি মেজলাহুজুর কেবলার 'বাংল
দেশের বাতেল ফেরকা' নামক পুস্তক হতে আমরা সে সময়কার
বিভিন্ন বাতেল ফেরকাদের নাম জানতে পারি। তার মধ্যে উল্লেখ-
যোগ্য হল, সুরেশ্বরীয়া, মীরেশ্বরীয়া, মায়েজভাণ্ডারিয়া, জলেশ্বরীয়া,
তরুণীয়া, আঞ্জদানিয়া, কহুমীয়া, নেড়াইয়া, বাউলিয়া, আওলিয়া, সাদ
সুহাগনীয়া, হাড়ি আল্লাহ্, প্রেমফাজা, দমশুমারী, প্রভৃতি।

সমাজে-তাদের ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে মাসিক 'ইসলাম
প্রচারক' (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১২৯৮) পত্রিকার মতে "ফকির মতাব-
লম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে
অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ইস্লাম ধর্মের ভীষনতম শত্রু।
হিন্দু, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না
হইতেছে, মুসলমান নাম ধারী এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডের দ্বারা তাহার
শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে।...ক্রমশঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে
ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এইবেলা সকলেরই সাবধান হওয়া
উচিৎ।..কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য ও ভেলকিবাজী দেখিয়া বর্নজ্ঞান
শূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানু-
করণ করে।...এই জঞ্জালগুলির সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা
শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে।"

বেদাতী পীর ফকীরদের বিভিন্ন শেরেক বেদয়াত কার্য্যকলাপ

সম্বন্ধে মাসিক 'আল্-এসলাম' (৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ১৩২৫) পত্রিকার মতে "...কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে—আমরা কি প্রত্যেক পীরের কবরকে এক একটি প্রতিমা স্বরূপ দাঁড় করিয়া পূজা করিতেছিনা ? কবরে সেজদা করা, কবরে সমাহিত মৃত ব্যক্তির নিকট বর প্রার্থনা, পীরের নামে মানত করা. পীরের দরগাহে নজর নিয়াজ চড়ান, ইহাপেক্ষা পৌত্তলিকতা আর অধিক কি হইতে পারে ?"

এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সমস্ত ভণ্ড পীর ফকিরদের মতবাদের ওপর আলোকপাত করলাম :—(১) নামাজের প্রয়োজন নাই, জেকের করলেই হবে। (২) শরীয়ত হতে মারেফাতকে পৃথক জানা—এজন্য এরা বলে থাকে যে, কোরান হাদিসের শিক্ষার প্রয়োজন নাই। (৩) কোন কোন বেদাতী সুফী হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে মানুষ রূপী খোদা বলে মনে করত। (৪) বে-শরা সুফীদের ধারনা আল্লাহ নূরময়। তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত, কারন নুরের বিপরীত অন্ধকার, এবং নুরের লয়, ক্ষয়, বৃদ্ধি আছে, আল্লাহ পাক লয়, ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং প্রতিদ্বন্দ্বি হতে পবিত্র। (৫) আল্লার নুরে আসমান জমিন সৃষ্টি। (৬) আল্লাহ্‌কে দুনিয়াতে দেখা যায় বলে বিশ্বাস করা। (৭) কোরান চল্লিশ পারা, তিরিশ পারা কেতাবে, দশ পারা সিনায় সিনায় আছে। (৮) ইমাম হোসায়নের দরগা তৈয়ারী কর। (৯) পাঁচ পাঞ্জাতনের পূজা করা। (১০) একমাত্র হজরত আলীকে বেলায়তের সম্রাট ধারণা করে অন্য সাহাবাদের প্রতি খারাপ ধারণা করা। (১১) নবীকে এবং পীরকে হাজের নাজের মানা। পীরের কবরকে গোসল দিয়ে সেই পানি পান করা। (১২) গোর পূজা, পীরের দরগায় শিন্নী এবং মানত করা। (১৩) পীরকে সিজদা করা এবং পীরের ছবি রাখাকে বৈধ

জানা। (১৪) কাওয়ালীর মজলীস করা (১৫) পীর সাহেবের জন্য বেগা৷ স্ত্রী লোকের সঙ্গে নির্জনবাসকে বৈধ মানা। (১৬) পীরের নামে ওজিফ পড়া। (১৭) মাছ ও গরুর গোস্ত ফকিরকে খাওয়া নিষেধ করা (১৮) উত্তর পশ্চিম কোনে বাগদাদী সিজদা করা। (১৯) জীন হামজাত হাসিল করে গায়েবী কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা (২০) সৈয়দ ছাড়া কেহ পীর হইতে পারে না এরূপ ধারনা করা (২১) অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, কিংবা পীরের মৃত্যু জন্ম দিনে, স্ত্রী এব পুরুষ সম্মিলিত হয়ে 'ওরশ' অনুষ্ঠান করা। এইরূপ শতশত অনৈস লামিক প্রথা তাদেরমধ্যে বিরাজমান ছিল।

বাউল ফকিরদের জঘন্য কাণ্ড কারবারের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাউ ধ্বংস ফতওয়া' পুস্তিকা হইতে নিম্নে নকল করিতেছি। " তাহার হায়েজ, বীর্য্য, মল, মূত্র, গর্ভপাত, শিশুর মাংস, গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি নাপাক জিনিষ ভক্ষণে রিপু দমন করে। স্ত্রীজুনি, অগ্নিকে সেজদ করে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ একত্র উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহি কাম রিপু দমন হইয়াছে কিনা তার পরীক্ষা করে। তাহাতে যে বীর্য্যপাত হয় তাহা ময়দার সহিত মিলাইয়া রুটি বানাইয়া প্রেম ভাজা নামক উত্তম মায়রেফতি খানা খায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীকে ব্যবহার করিয়া হিংসা রিপু দমন করে ও স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া খঞ্জরী, জুড়ি, খমক বাজাইয়া দেহতত্ত্ব ফকিরী গান করতঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।"[১] বাউলদের সাধনা প্রধানতঃ অপবিত্র জল অর্থাৎ বীর্য্যের। বাউল সাধনায় সিদ্ধি লাভের প্রধান উপায় হতেছে নারী সাধিকা।

এছাড়া ন্যাড়ার ফকিরদের কিছু জঘন্য কর্ম কাণ্ডের পরিচয় দেওয়া

---

(১) হাকিকাতে ইনসানিয়াৎ—ইব্রাহিম তর্কবাগীশ

হল। এরা বিশ্বাস করে পঞ্চরসই শক্তির আধার। পঞ্চরস হল, মল, মুত্র, বীর্য্য, ঋতুর রক্ত, শেষ্মা।, 'ইচ্ছাপুরণ ভজন' নামে এক বিশেষ রীতি আছে এদের মধ্যে। এর বৈশিষ্ট্য হল : কেহ যৌন আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করতে দলের মধ্যেম যে কোন পুরুষ বা নারী ইতস্ততঃ বা লজ্জা বোধই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রুটির লক্ষ্মণ। ইচ্ছা পুরণের অসম্মতি জ্ঞাপন মহাপাপ।[১]

লা মোজহাবি বা আহলে হাদিসদের ফেতনা—গোটা অবিভক্ত বাংলা ও আসাম জুড়ে এক বিরাট প্রচার জাল বিস্তার করেছিল আহলে হাদিস সম্প্রদায়। আহলে হাদিস মৌলানাদের পত্রিকা, পুস্তক এবং বক্তৃতার দ্বারা আহলে সুন্নত আল জামাতের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন হতে বসেছিল। এ সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আহ্লে হাদিস সম্প্রদায়ের মত ও পথ ভারতীয় উপ-মহাদেশে একটি আন্দোলনের আকারে বিস্তার লাভ করে; ফলতঃ দিল্লীতে "অল ইণ্ডিয়া আহ্লে হাদিস কনফারেন্স" নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা তারা তাদের আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তোলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে বঙ্গ আসামে "আহলে হাদিস জমিয়াত" নামক একটি প্রতিষ্ঠান উক্ত কাজে নিয়োজিত ছিল।[২] আহলে হাদিসদের প্রচারের মাধ্যম স্বরূপ প্রচার পত্রিকা ছিল মাসিক 'আহলে হাদিস', পরে সাপ্তাহিক হয়েছিল। মোহাম্মদি সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং হানাফি মতের তীব্র বিরোধিতা এর বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রকাশ কাল ১৯১৫, সম্পাদক আব্দুল হাকিম ও বাবর

(১) হাকিকাতে ইনসানিয়াৎ—ইব্রাহিম তর্কবাগীশ

(২) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (Encyclopeadia of Islam) ১৯৮২

আলি।[১] এছাড়া আরও দুটি প্রচার মাধ্যম তাদের ছিল তা মাসিক মহাম্মদী (১৯০৩), এবং 'সাপ্তাহিক মহাম্মদী' (১৯০৮), সম্পাদক মৌলানা আকরাম খাঁ। সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির উপর আলোচনা করার জন্য আত্মপ্রকাশ করলেও প্রধানতঃ দলের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২] এছাড়াও তারা মাজহাবকে বিপন্ন করার জন্য ২০ খানারও অধিক কেতাব প্রচার করেছিল।

গোটা অবিভক্ত বাংলা ও আসাম জুড়ে আহ্‌লে হাদিসদের এই উৎপত্তি এবং ব্যাপক প্রচার ইতিপূর্বে ছিল না, এছাড়া তারা তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য হানাফি মতাবলম্বীদের সাথে নানারূপ ঝগড়া গণ্ডগোলেও লিপ্ত ছিল। এ সম্বন্ধে 'মাসিক শরিয়ত' পত্রিকার (১৩৩২ সাল, ২বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) বক্তব্য, "এদেশে একশত বৎসর পূর্বে মাজহাব বিদ্বেষী মোহাম্মদী নামধারী সম্প্রদায়ের নাম মাত্র ছিল না, কেবল হানাফি ও সুন্নী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন · এরূপ অনেক গ্রাম ছিল যেখানে ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে মোহাম্মদী দলের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, আর এখন সেখানে একটি হানফিও নাই। · বঙ্গদেশে কোন হানাফি মাওলানা মৌলবী প্রথমে কলহ বা বাহাছ বাধাইয়াছেন, ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। উগ্র মূর্তি মহাম্মদী মুন্সি ও মৌলবীগণ ইহার একমাত্র কারণ।"

(১) সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত—মুস্তাফা নূরুল ইসলাম—বাংলা একাডেমি ঢাকা
(২) ঐ

নিম্নে আহাল হাদিসদের ভ্রমাত্মক মতবাদগুলির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হল।

১। মাজহাব বা চার ইমামের যে কোন একজনের অনুসরণকে শিরক্ বলে জানা—এই কথা অনুযায়ী বিশ্বের ৯৫ শতাংশ মাজহাব অনুসরণ কারি মুসলমান যার মধ্যে মহাদ্দেশগণ, পীরানপীরগণ এবং ওলামা সম্প্রদায় সকলেই এদের এই কথা অনুযায়ী মোশরেক সাব্যস্ত হন। (দ্রঃ ফেকাহে মোহাম্মদীয়া, তরীকায়ে আহম্মদীয়া)। বিশ্ব মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ ইমাম, ইমাম আজম আবু হানিফা সম্বন্ধে এদের মতবাদ হল, 'তিনি মাত্র ১৭টি হাদিস জানতেন এবং শরীয়তকে নষ্ট করেছেন।'

২। এজমা কেয়াস অমান্য করা।

৩। তাসাওফ অস্বীকার করা।

৪। কেয়াম, মিলাদ, এবং ইসালে সওয়াকে নাজায়েজ ও হারাম বলা।

৫। সুদ, সঙ্গীত, প্রভৃতি ছলে বলে কৌশলে বৈধ করা, এবং পর্দা প্রথার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা।

এ সম্বন্ধে তাদের পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মোঃ আকরম খাঁর (১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ১৩৩৫) বক্তব্য "...ত্রিশ পারা কোরান শরীফের মধ্যে এরূপ একটি আয়াত ও খুজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।"

এছাড়া 'সাপ্তাহিক হানাফি' (৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৫) পত্রিকা দ্বারা জানা যায় যে, তারা সুদ, সঙ্গীত, জায়েজ, পর্দ্দা বর্জন করা ইত্যাদির পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল।

উল্লেখ থাকে যে, আজকের 'জমায়াতে ইস্‌লাম' এবং গোলাবী

ওহাবী সম্প্রদায় আহাল হাদিস, বা লা-মোজহাবী সম্প্রদায়ের নতুন সংস্করণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

খৃষ্টান মিশনারীদের ফেতনা—সমকালীন ইস্‌লামের উপর খৃষ্টান মিশনারীরা বিভিন্ন রকম ভুল প্রচার এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে নিরীহ অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষিত করার প্রচেষ্ট চালিয়ে অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। নদীয়া এবং যশোর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর ও শিক্ষিত মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুন্সি জমিরউদ্দিনও কিছু দিনের জন্য খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের এই প্রচেষ্টা অবিভক্ত বাংলা ও আসামে সর্বত্র সমান উদ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল।

এ সম্বন্ধে ১২৯৮ সালের মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ভাদ্র থেকে উদ্ধৃতি— "...... ইহারা ধর্মের প্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থ বৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আড্ডা করিয়া গরীব লোক দিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে; এই উপায়ে নদীয়া যশোহর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর গরীব মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই "ইশাই দীন" কবুল করিয়াছে।"

আরও উল্লেখযোগ্য যে, মুন্সি জামরউদ্দিন, শাহ-আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ এহসানুল্লহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে পাদ্রিরূপে পরিচিত হলেও এবং ধর্মবিষয়ে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কিছুদিন লেখালেখি করিলেও পরবর্তী সময় উহারা আবার ইস্‌লাম গ্রহণ করে খৃষ্টান

পাদ্রিদের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করে ইস্‌লামের অনেক উপকার সাধন করেছিলেন।[১]

খৃষ্টানদের প্রচার কৌশল আরও এক ভাবে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের বিব্রত করেছিল, যাহাতে বাইবেলের কোন বিশেষ কোটেশন দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষিত মুসলমানদের নামে নাম ঠিকানা বিহীন পত্র আসত, এবং বলে দেওয়া থাকত যে আপনিও ঐ রূপ ভাবে নয় জন বন্ধুর নিকট ঐ কোটেশন দিয়ে পত্র লিখুন ইত্যাদি। বস্তুতঃ ঐ কোটেশন খৃষ্টানদের বাইবেলের প্রচার ছাড়া কিছু নয়। এসম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'মোসলেম হিতৈষী' (১৩১৮ সাল) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "......বেনামি চিঠি ডাক যোগে মুসলমানদের মধ্যে আদান প্রদান হইতেছে।...এই সব কোন পাদ্রি সাহেবের চাতুরিই হইবে, নচেত আল্লাহ্ শব্দ ছাড়া লর্ড শব্দ দ্বারা উপাসনা করিতে তোমাকে আর কে শিক্ষা দিবে?"

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, খৃষ্টান পাদ্রিরা ইস্‌লামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 'ইস্‌লাম্ দর্শন', 'মিজানুল হক', 'তালিমে মোহম্মদী', 'ইস্‌লাম দর্পন', 'তাহকিকল ইমান', এবং এই শ্রেণীর প্রাণজুড়ান বহু ইস্‌লামী নামের আবরনে নানা কেতাব প্রচার করে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে ইহার তীব্র হলাহল উদগীরন করে ছিলেন।[২]

এইরূপ বিভিন্ন চাতুরিতে খৃষ্টান মিশনারীরা সমগ্র বাংলা জুড়ে কয়েক হাজার মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল।

---

(১) ঊনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ৬৫ পৃঃ ডঃ ওয়াকিল আহমদ—ঢাকা।

(২) কর্মবীর মুন্সি মেহেরুল্লাহ—লেখক সেখ হবিবর রহমান

কাদিয়ানীদের ফেতনা ঃ পাঞ্জাব অঞ্চলের কাদিয়ান গ্রামনিবাসী মির্জ্জা গোলাম আহমদ নামক একজন মোঘল পুত্র এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন, এই ধর্মাবলম্বী গণকে কাদিয়ানী বলা হয়। আসলে গোলাম আহমদ নিজেকে নবী দাবী করেছিল, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত। অন্যান্য ফেতনার মত কাদিয়ানী ধর্মের ফেতনাও সে যুগের মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিল।

এস্থলে আমরা মুজাদ্দেদে জামানের অন্যতম খলিফা সুফী তোজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী সাহেবের লিখিত 'কাদদিয়ানী রহস্য' (বাং ১৩৩৩) নামক পুস্তক হতে জানতে পারি, "মির্জ্জাই কাদিয়ানীগণ বাংলাদেশে কলিকাতায় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আড্ডা গাড়িয়া অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ও ইস্‌লামী-দিনে অনভিজ্ঞ ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানগণকে প্রতারিত করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মে আনিবার জন্য বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা ও ইস্তাহার ছাপাইয়া কোরাণ হাদিসের উল্টা অর্থ করিয়া মুসলমানগণকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া হইতে "আহমদী" নামক একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছে।"

'আহমদীয়া বুলেটিন' (১৯২২) এবং 'আহমদী' (১৯২৫) ও আল্-বুশরা (১৯২১) নামে ৩টি প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করে তারা তাদের ভ্রান্তিমূলক মতবাদকে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়।

নিম্নে 'আহমদী' (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৩৩) পত্রিকার একটি ভ্রান্তিমূলক প্রচারের নমুনা পেশ করা হল ঃ "তিনি (আল্লাহাতালা) মানবের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে নিজ অবতার বা নবি প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার সে অনুগ্রহ কোন এক দেশ বা এককালে আবদ্ধ নহে। তিনি পূর্বে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবুদ্ধ বা হজরত মোহাম্মদ বা

অন্যান্য অবতার বা নবী প্রেরণ করিয়াছেন, বর্তমান যুগেও তিনি তেমনই হজরত আহমদকে প্রেরণ করিয়াছেন।...হে দেশবাসী, হজরত আহমদ মুসলমানও বটেন হিন্দুও বটেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগের অবতার বা নবী।"

শিয়াদের ফেতনা :—সমকালীন অবিভক্ত বাংলা ও আসামে শিয়াদের প্রচার এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল। বাংলা চিরকালই সুন্নিপ্রধান দেশ, কিন্তু এদেশে নবাবদের এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষিত শিয়া মুসলমানের পুস্তকের প্রভাবে সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানরা শিয়াদের অনুকরণে 'মহরম' ও বেরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত।

এ সম্বন্ধে আমরা ১৩১৮ সালের 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার দ্বারা জানতে পারি যে, হুগলী জেলার শাহবাগ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সুন্নি মুসলমানরা এইরূপ তাজিয়া ও বেরা'র সাহায্যে মহরম উদ্‌যাপন করত।

এছাড়া ১৩২২ সালের 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকা আমাদের মতকে সমর্থন করে কি বলছে দেখুন : "কিন্তু কলিকাতা, হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি নগরের সুন্নি নামধারী মুসলমানগণ এই ঘটনা উপলক্ষে যে সকল ঘৃণিত অনুষ্ঠান করে, তাহা মুসলমান জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক ও ধর্মের হিসাবে শেরক্ এবং মারাত্মক বেদয়াত কার্য্য।.. তাজিয়ায় পরীমূর্তি আরও কত কি মূর্তি দৃষ্ট হয়।"

শিয়াদের ভ্রান্তিকর মতবাদের কিছু নমুনা পেশ করা হল—

ইমামে তরীকাত হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলেন :— "শিয়া সম্প্রদায় ২৩ দলে বিভক্ত। সকলের আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস

ভিন্ন ভিন্ন—(১) কারও কারও বিশ্বাস, হজরত জিবরাইল (আঃ) ভুলবশতঃ অহী নিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট পৌঁছেছিল আসলে এর প্রকৃত হকদার হজরত আলী (রাঃ)।

(২) কোন দলের আকিদা--হজরত আলীর মধ্যে আল্লাহ হোলুল করেছিলেন (৩) কোন দলের আকিদা হল হজরত আলী আসমানে আজও জীবিত আছেন, বিদ্যুৎ চমকালে এরা ইহা মনে করে হজরত আলীর চাবুকের আওয়াজ। ঐ সময় এরা বলে, ওয়াআলাই কুমাস সালামইয়া আমিরুল মোমেনীন। (৪) অনেকে আল্লাহকে এক নূরানী মানুষের আকৃতীরূপে কল্পনা করে থাকে। (৫) কোন দল একমাত্র হজরত আলীকে নবীপাকের খালিফা হবার যোগ্য এবং অন্য সকল সাহাবীহে রসুলকে অযোগ্য ধারণা করে থাকে ইত্যাদি। [তায়েদে আহলে সুন্নত] জাদোলমায়াদের ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮১ পৃঃ শিয়াদের তাফসিরে সাফির ২২৬ পৃঃ হজরত আবুবাকার সিদ্দিকী (রাঃ) হজরত ওমর (রাঃ) হজরত ওসমানগানী (রাঃ) কে মোনাফেক, মালাউন, জাহান্নমী ইত্যাদি বলা হয়েছে। (৭) তাজিয়া, গোঁয়ারা, বেরা ইত্যাদি করা জায়েজ পূন্যের কার্য্য মনে করা। (৮) জারী মুরছিয়া গাওয়া কে পুণ্যের কাজ মনে করা (৯) পাঁচ পাঞ্জাতানের পূজা করাকে জায়েজ ধারণা করা। (১০) মহরমের চাঁদ উদয় হলে পান আহার, গোসল মাথায় তৈল ব্যবহার না করে শোক পালন করা। (১১) ইমাম হোসেনের দরগা তৈয়ার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্যক ভ্রান্তিকর ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদ শিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান।

উল্লেখিত পাঁচ ধরনের ফেতনার প্রভাবে মুসলিম সমাজের রন্ধে রন্ধে

শেরক, বেদাত, কুফর প্রবেশ করা ছাড়াও বহু অনৈস্লামিক কুপ্রথার প্রচলন হয়েছিল।

তাছাড়া মুসলমানদের আরও একটা বড় দৈন্যতা এই সময় প্রকট হয়েছিল তা হচ্ছে সাহিত্যিক বা ভাষা সংক্রান্ত দৈন্যতা। মাতৃভাষা বাংলায় কোরান হাদিস এবং মসলা মসায়েলের কেতাব ছিল খুবই নগণ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, যাহা কিছু ইস্কুল, মাদ্রাসা সমূহে পঠিত হত, বেশীর ভাগই অন্য সম্প্রদায়ের লেখা ও তাদের মহাপুরুষ বা রাজা, মহারাজাদের প্রশংসাসূচক এবং এই সমস্ত পুস্তকে মুসলমান যুগের নির্মল চরিত্র 'সুলতান', 'বাদশাদের' হেয় প্রতিপন্ন করে দেখান হয়েছিল। এস্থলে আমরা মাসিক আল্-এসলাম (২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৩২) পত্রিকার লেখা তুলে দিলাম—"হিন্দু সাহিত্য আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মনেও আত্মসম্মানের ভাব এমনই করিয়া কমাইয়া দিয়াছে, ও মুসলমানের হীনতা মনের মধ্যে এমনই করিয়া গাঁথিয়া দিয়াছে যে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষদিগের, বাদশা এবং বেগম ও শাহজাদীদিগের কল্পিত ও অতি জঘন্য জুগুপ্সিত চরিত্রের নাটক, থিয়েটার ও অভিনয় দেখিয়াও ইহাদের ধমনী পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয় না।"

বাংলা আসামের ধর্মীয় অবস্থার পরিবর্তন

চতুর্থ অধ্যায়

বায়হাকী শরীফের একটি হাদিসের মর্মার্থ হইতে জানা যায়, হজরত নবীপাক বলেন যে, 'প্রত্যেক পরবর্তী সম্প্রদায় হতে তাদের বিশ্বাসভাজন লোকেরা এই এলেমের উত্তরাধিকারী হবেন, যার দ্বারা

তাঁরা বেদাতি মতাবলম্বীগণের শরীয়ত পরিবর্তন, বাতেল মতধারীগণে মিথ্যা দাবী ও অজ্ঞ লোকদিগের কোরাণ হাদিসের অর্থ পরিবর্তন, করে দেবেন।'

মৌলবী আব্দুস সাত্তার সাহেবের লিখিত ফুরফুরার হজরতে জীবনী পুস্তক হতে জানা যায় যে, "একদা পীর কেবলা মুরাকাব বসিয়া দেখিলেন যে, হজরত নবী করিম (সঃ) তাঁহার হাতে একখা তলোয়ার দিয়া বলিলেন—এই লও, ইহার দ্বারা ইস্‌লাম ফতেহ্‌ করি এবং হুজুর (পীরসাহেব) কেবলা (রঃ) উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

হজরত মেজলা হুজুর পীর কেবলার লিখিত ফুরফুরার হজরতে জীবনী পুস্তক হতে জানা যায় যে, ফুরফুরার হজরতের খলিফা, বিহারে গয়া জেলার অন্তর্গত বিকুয়া গ্রাম নিবাসী মরহুম হাজি শাহ্‌ মী মহম্মদ বলেন, একদা আমি স্বপ্নে হজরত নবি করিম (সঃ) কে জিজ্ঞা করি যে, আমার পীরের দরজা কোন স্তরে, তদুত্তরে নবী করি (সঃ) বল্লেন "তোমার পীর আমারই কায়েম মোকামের কা করিতেছে"।

প্রকাশ থাকে যে, মুজাদ্দেদগণ জাহেরী বাতেনী এলেম পূর্ণলা করতঃ বিরাট প্রতিভা ও ক্ষমতা সম্পন্ন নবীর প্রতিনিধিস্বরূপ, নবী এ মোজাদ্দেদের কাজ একই; পার্থক্য হল নবুয়ত এবং বেলায়াতের, সম্বন্ধে মুহাদ্দেস হজরত আঃ আজিজ (রঃ) এর একটি সুন্দর উপ স্মরণে এসে যায়, তা হল নবুয়ত হচ্ছে সূর্য্যের ন্যায় আর বেলায়ে চন্দ্রের ন্যায়, চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই সে সূর্য্যের আলোয় আলোকি হয়, রাতে সূর্য্যের অবর্তমানে চন্দ্র তার প্রতিনিধি হয়ে আলোক দা করে থাকে। অর্থাৎ নবীর উত্তরাধিকারি হিসাবে যে জ্ঞানের আলো

মুজাদ্দেদগণ প্রাপ্ত হন সে আলোর সাহায্যে নবীর প্রতিষ্ঠিত দিন ইস্লামের মধ্যে প্রবেশিত কুসংস্কারগুলির সংস্কারের মাধ্যমে ঐ দিনের অনুসারীদিগকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

আবুদাউদ শরীফের একটি হাদিসে জানা যায় যে, হুজুর নবীপাক (সঃ) বলেন—"যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখিবে অনতিবিলম্বে সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখিবে। আমার আকৃতি শয়তানে ধরিতে পারিবে না।" আরও একটি হাদিসে আছে নবীপাক (সঃ) বলেন—"যে আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে ঠিকই দেখিল, আমার আকৃতি শয়তান ধরিতে পারিবে না।"

উপরিউল্লিখিত স্বপ্ন ও হাদিসগুলির মর্মার্থ পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) র মহান কর্মময় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্বের অধ্যায় তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা ও আসামে যে সমস্ত ফেতনা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের ভ্রান্তিমূলক মতবাদ প্রচারের ফলে ধর্মের যে, মহা সর্বনাশ হয়েছিল এবং আহ্‌লে সুন্নাত্ ওয়াল জামায়াত বা চার মাজহাব প্রায় বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছিল, তৎকালীন প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সেগুলির মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মুজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল আলম, হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর সংগঠন বা মিশন কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঐ সকল ফেতনার প্রতিরোধ ও গতিরোধ করে আহ্‌লে সুন্নত আলজামায়াত বা হানাফি মাজহাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং বাংলা আসামের মুসলমানের ইমানের বনীয়াদকে মজবুত করেছিলেন, যার ফল স্বরূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বাংলা আসামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ হানাফি মাজহাবের

অনুসারী। তা নাহলে আমরা আজ কেহ হয়ত কাদিয়ানী, ওহাবী, লামজহাবী, খৃষ্টান, শিয়া, এবং বেদয়াতী পীর ফকিরের ঘরের সন্ত হতাম এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার উপর আলোকপাত করা হল।

মুজাদ্দাদে জামান, কুতুবুল আলম, ফুরফুরার হজরত তার সংগঠন ও মিশনের মাধ্যমে সংস্কারের যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, মোটামুটিভাবে সেগুলি তিনভাগে বিভক্ত প্রথমতঃ ওয়াজ বা বক্তৃতার মজলিস, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, তিনি চিন্তা করেছিলেন, যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মের আলো মানুষের অন্তরে পেঁৗছালে মানুষ শেরেকী, বেদায়াতী, কুফরী প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে। এজন্য তার প্রচেষ্টায় অখণ্ড বাংলা আসামে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ লেখনীর দ্বারা প্রচার, ইহা দুই প্রকার, এক—পুস্তক পুস্তিকা, দুই—পত্র-পত্রিকা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি দুইভাগে ভাগ করা যায় এক, প্রতিবাদমূলক পুস্তক, যাহা খৃষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী, লা-মোজহাবী, শিয়া প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। দুই, সাধারণ মানুষ যাহাতে মাতৃভাষায় ইস্‌লামের জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে লিখিত পুস্তক সমূহ।

উল্লেখ থাকে যে, মুফ্‌তিয়ে বাংলা, আসাম, হজরত পীর মেজ হুজুর কেবলার লিখিত তাঁর (দাদা হুজুরের) জীবনী পুস্তক হ

আমরা জানতে পারি যে, ফুরফুরার হজরতের মিশন বা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ এবং আপ্রাণ চেষ্টায় যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তার সংখ্যা প্রায় ২ হাজারের কম নহে। আরও উল্লেখ্য যে, ফুরফুরার হজরতের পূর্বে মাতৃভাষা বাংলায় এত ব্যাপক হারে পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক—আহলে সুন্নাত অল্ জামাতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ার কোন ঐতিহাসিক দলিল নাই। সাধ্যমত কিছু পুস্তকের নমুনা পরবর্তী বিবরণীতে পেশ করা হবে। দুই, পত্র-পত্রিকার দ্বারা প্রচার—ফুরফুরার হজরত ও তাঁর মিশনের পৃষ্ঠ-পোষকতায় আহলে সুন্নত অল্ জামাত এর মুখপত্র হিসাবে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক বলিষ্ঠ পত্র-পত্রিকা, সেগুলি হল 'মোসলেম হিতৈষী' (১৯১১) সম্পাদক সেখ আব্দুর রহিম, 'ইস্‌লাম দর্শন' (১৯২০) সম্পাদক আব্দুল হাকিম ও নুর মহাম্মদ, 'ইসলাম দর্শন' (১৯১৬) সম্পাদক আব্দুর রহিম, আল্‌মুসলিম' (১৯২৮) সম্পাদক ফজলুল হক শেলবর্ষী, 'তরুণের ডাণ্ডা ইসলামের ঝাণ্ডা' (১৯৩০) সম্পাদক অজ্ঞাত, 'শরীয়ত' (১৯২৪) সম্পাদক আহমদ আলি এনায়েতপুরী, 'হানফি' (১৯২৬) সম্পাদক মৌলানা রুহুল আমিন পরে মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও সামসুর রহমান চৌধুরী, 'সুন্নাত অল্ জামাত' (বাং ১৩৩৯) সম্পাদক মৌলানা মহাম্মদ রুহুল আমিন, 'হেদায়েত' (১৩৪২) সম্পাদক মৌলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী, 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১) সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সুন্নতুল জামাত পত্রিকা, সম্পাদক রুহুল আমিন।

মুখপত্র ছাড়াও—তাঁর ভক্তদের দ্বারা যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এখানে তাঃ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। 'সোলতান' (১৯০২)

সম্পাঃ মোহাঃ রেয়াজুদ্দীন, 'সোলতান' (১৯২৬) সম্পাঃ মৌঃ মনি-রুজ্জামান এসলামাবাদী, 'হানাকি জামাত' (১৯২৬) সম্পাঃ শেখ হবিব-রহমান, মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫) সম্পাঃ শেখ আব্দুর রহিম, 'নবনূর' (১৯০৩) সম্পাঃ সৈয়দ এমদাদ আলি, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', (৯১৮) সম্পাঃ ডাঃ শহীদুল্লাহ ও পরে কবি মোজাম্মেল হক এছাড়া মোজাফ্ফার আমেদ (পরে কমরেড) পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) সম্পাঃ মোজাম্মেল হক, আরও উল্লেখ্য যে, কবি নজরুল ইসলাম পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। 'মোসলেম প্রতিভা' (১৯০৭) সম্পাঃ শেখ আব্দুর রহিম ও সেখ মোজাম্মেল হক, মাসিক হাফেজ (১৮৯৭) সম্পাঃ সেখ আব্দুর রহিম, 'পাক্ষিক হাফেজ' (১৮৯২) সম্পাঃ সেখ আব্দুর রহিম।

পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আহলে সুন্নাত অল জামাতের মতবাদ জনসমক্ষে তুলে ধরে সমকালীন বাতেল ফেরকা (দল) গুলির প্রতিবাদ করা ও তাদের স্বরূপ মানুষের নিকট প্রকাশ করা, এছাড়া মুসলমানদের অভাব অভিযোগ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং মুসলিম বাংলার সাহিত্যিক অগ্রগতি ঘটান।

ফুরফুরার হজরত ও তার মিশন বিভিন্ন বাতেল ফেরকা সমূহের বিরুদ্ধে যেভাবে মোকাবিলা করে আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামায়তকে তাদের প্রকোপ থেকে মুক্ত এবং মাজহাবে হানাফিকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃত এল্‌মে তাসাউফকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন, নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা করা হল।

বেদাতী পীর ফকিরদের গতিরোধ ঃ

তৎকালীন বাংলা ও আসামের ঘরে ঘরে যে সমস্ত বেদাতী পীর ফকিরদের দল কোরান ও হাদিস বহির্ভূত মতবাদ সৃষ্টি করে ইস্‌লামের আলোকদীপ্ত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তাসাওফ তত্ত্বকে বিকৃত করেছিল এবং পীর মুরীদির নামে যে ভণ্ডামির সৃষ্টি করেছিল, ফুরফুরার পীর মুজাদ্দাদে জামান হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এবং তার মিশন বাহাছ, বক্তৃতা, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করেন।

এখানে মুজাদ্দেদে জামান এর মিশন কর্তৃক, ভণ্ড পীর-ফকিরদের বিরুদ্ধে লিখিত এবং প্রকৃত তাসাওফের বিবরণী সংক্রান্ত কিছু পুস্তকের নমুনা দেওয়া হল। (১) আকায়েদে ইস্‌লাম, (২) তালিমে তাসাওফ (৩) এলমে তাসাওফ (৪) হাকিকাতুল মায়েরেফাত (উর্দূ) (৫) ওজিফা শিক্ষা এরসাদে সিদ্দিকীয়া (৬) বাতেল দলের মতামত বা বেদয়াত খণ্ডন (৭) নূরুল হেদায়াত বা বাতেল ফকিরের ধোকা ভঞ্জন (৮) দাফেয়ে জুলমাত ও দীন ও দুনিয়ার শান্তি (৯) চার পীরানপীরোঁ কি নসিহত (উর্দূ) (১০) পীর মুরীদি তত্ত্ব (১১) রদ্দে বেদয়াত (১ম—৪র্থ) (২) কাঙ্গনা জাভারি পাড়ার বাহাস (১৩) মায়েজ ভাণ্ডারীর বাহাস (১৪) রদ্দে আজান গাছিয়া (১৫) সত্য প্রচারক নামের অসারতা নামক পুস্তক (১৬) বাংলাদেশের বাতেল ফেরকা (১৭) সেরাজুস সালেকিন (১৮) মায়রেফাত দর্পণ (১৯) রাহনামায়ে আবরার (২০) বাগমারির ধোকা ভঞ্জন (২১) জরুরী মসলা দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি। এছাড়া আল্লামায়ে হেন্দ হজরত মৌলানা রুহুল আমিন

সাহেব (রঃ) বলেন "একদল বেশরা ফকির ও বেদাতী পীর কল্পিত বিষয়কে 'তরিকাত মায়রেফাত' বলিয়া দাবী করিয়া এবং কতগুলি মৌলবী পীর তত্ত্বের শর্তগুলি আয়ত্ব না করিয়া সুন্নতের অনুসরণ না করিয়া এবং হালাল হারাম বাছবিচার না করিয়া সবচেয়ে বড় পীর হওয়ার দাবি করিয়া এবং কতগুলি নেচারি দলের লোক তরিকাত ও মায়রেফাত কিছুই নহে বলিয়া দাবি করিয়া বাংলা আসামের মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছিল, এই হেতু হজরত পীর সাহেব আমাকে 'তরিকাত দর্পণ' কেতাবখানা ছাপাইতে আদেশ দেন, ইহা হজরত পীর সাহেব কেবলার উপদেশাবলিতে পূর্ণ রহিয়াছে। ইহার এক নাম মলফুজাতে সিদ্দিকিয়া।"—এজন্য বিখ্যাত আলেম হজরত মৌলানা মইজুদ্দিন হামিদী সাহেব, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের জীবনী পুস্তকে লিখেছেন 'তরিকত দর্পণ' বা তাসাওফ তত্ত্ব' মুজাদ্দেদে জামানের মলফুজাত। উপরিউক্ত পুস্তকগুলি প্রচারের ফলে সমাজ থেকে সূফি সাধনার বহুপ্রকার গলদ্ দূরীভূত হয়।

এছাড়া বেদাতী পীর ফকিরদের গতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সময় বাহাস বা তর্কযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বাহাসের উল্লেখ করা হল।—জনাব হজরত পীর মেজলা হুজুর কেবলার লিখিত মুজাদ্দেদে জামানের জীবনী পুস্তক হতে আমরা জানতে পারি 'দাদা হুজুর কেবলা কর্তৃক বর্ণীত আছে, ফুরফুরা শরীফের উত্তরদিকে এক বেদায়াতি পীর শেরেক বেদেয়াত প্রচার করিত, সে শাকশব্জি সিদ্ধ খাইত এবং 'হামজাত' আমল করিত। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে তাহার হিন্দু মুসলমান বহু ভক্ত মিলিয়া তাহার সর্ব শরীরে তেল মাখাইয়া মাথায় ৮০ কলসি পানি ঢালিয়া স্নান করাইত,

তাহার ভক্তগণ সেই স্নানের পানি শিশিতে ভরিয়া লইয়া যাইত, এবং ব্যেরামীদিগকে ফল পাইবার নিমিত্ত খাওয়াইত। সে বলিত আমার ৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ পর্য্যন্ত কোন আলেমই সক্ষম হয় নাই, পীর কেবলা তাহার সহিত বাহাস করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই বেদাতি পীর মুজাদ্দেদে জামানের ক্ষতি করার মানসে পর পর কয়েকটি বান মারিতে শুরু করে, পীর কেবলা তাঁর কামালিয়াত শক্তি দ্বারা বাণগুলি কাটান, অবশেষে একটি বাণ উল্টা তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে সে ছুটিয়া পলায়ন করে। পরবর্তীকালে সে তার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া হুজুরের নিকট তওবা করিয়াছিল।

আল্লামায়ে হেন্দ হজরত মওলানা রুহুল আমিন সাহেব বর্ণনা করেন—'বেশরা মৌলবী ও পীরগণ সঙ্গীত বাদ্য হালাল। পীরের সেজদা হালাল, অতি উচ্চস্বরে জেকের, নর্ত্তন কুর্দ্দন, মুরীদা স্ত্রী লোকের খেদমত হালাল প্রচার করতঃ বহুদেশকে গোমরাহ করিতেছিল, পীর সাহেবের আদেশে তাহাদের প্রতিবাদে রদ্দে বেদায়াত বাগমারির ধোকা ভঞ্জন জরুরী মসলা দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করি, এবং নদীয়ার ঘোষবিলাতে এক বেদায়াতির সহিত বাহাস করিয়া তাহাকে পরাস্ত করি, এই বাহাস 'মাইজ ভাণ্ডারের বাহছ' নামক কেতাবে প্রকাশিত হয়।

উক্ত মৌলানা সাহেব আরও বলেন যে, "ফরিদপুরের শাহ নেজামুদ্দিন অতি উচ্চস্বরে জেকের নর্ত্তন কুর্দ্দন ও স্ত্রীলোকের উচ্চস্বরে জেকের ইত্যাদি কয়েকটি বাতেল কার্য্য নিজের মুরীদদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিল, পীর সাহেব কেবলা (রঃ) ফরিদপুরের এক সভাতে এই কার্য্যগুলি না যায়েজ হওয়ার কথা প্রকাশ করে আসেন, ইহাতে

উক্ত বেদায়াতি দলের দুজন মৌলবি বিদ্বেষ বশিভূত হইয়া হজরত পীর সাহেব কেবলার এই ফতওয়ার বিরুদ্ধে 'সত্যপ্রচার' নামক একখানা বাতেল বিজ্ঞাপন দেশে প্রচার করে, পীর কেবলার আদেশে আমি 'সত্যপ্রচারক নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা' নামে কেতাব লিখি।"

এছাড়া তিনি বলেন বেদাতী আজানগাছির পীর "মুন্সি আফসারুদ্দিন একখানা জাল পাথর ও কয়েক খণ্ড হজরতের পেটে বাঁধা পাথর ও আবু জেহেলের হস্তস্থিত কলেমা উচ্চারণকারী কয়েক খণ্ড পাথর বলিয়া দাবি করিয়া তৎসমস্তের পুজা করার প্রথা প্রবর্ত্তন করে। এমামতি আজান, মোদাররেসগিরি, ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা নেওয়া হারাম বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। তাদের মজলিসে, জীবহত্যা, মন্দ বলিয়া জানিয়া থাকে। সেই সময় 'রদ্দে আজান গাছি' মৌঃ ইয়াদ আলি' 'দ্বিনের আলো' মৌঃ আহমদ আলি এনায়েত পুরী 'দাফেয়ে জুলমাত' ছাপাইয়া প্রচার করেন। আমি ২৪ পরগণা বেঁকি শ্রীনগরে ও ময়মন সিংহ কিশোরগঞ্জে বাহাস করিতে উপস্থিত হই প্রথম স্থলে তারা অনুপস্থিত হয়, দ্বিতীয় স্থানে তারা পরাজিত হয়।"

মোজাদ্দেদে জামান দাদা হুজুর কেবলা বিভিন্ন সময় তার খলিফা ও যোগ্য মুরিদদের বিভিন্ন স্থানে বেদাতী পীর ফকিরদের মোকাবেলা করতে পাঠাতেন—এই প্রসঙ্গে আমি (দ্বিতীয় লেখক) হজরত পীর মেজলা হুজুর কেবলা (মাঃ) র বর্ণীত একটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি—একসময় হজরত মোজাদ্দাদ জামান দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) র নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের কোন একটি স্থানে জনৈক বেদাতী পীরের মোকাবেলায় উপস্থিত হন, ঐ পীর সাহেবের মুরীদরা তাকে সেজদা করত, এই সেজদা নিয়ে হুজুর কেবলার সঙ্গে তার বাহাস হয়, এবং

সে পরাজিত হয়, ফলে ঐ পীরসাহেবের মুরীদগণ আবার মুজাদ্দেদে জামানের হক্ সিলসিলা ভুক্ত হয়। এইরূপ বহুবার তিনি বেদাতি পীর ফকিরদের মোকাবেলা করেছিলেন। ঐ সময় তিনি (মেজলা হুজুর কেবলা) 'বাংলাদেশের বাতেল ফেরকা' নামে একটি পুস্তক লেখেন, যাহাতে তৎকালিন অখণ্ড বাংলা ও অসমের প্রায় শতাধিক বেদাতী পীর ফকিরদের মত ও পথ সন্নিবেশিত হয়েছিল।

এইভাবে মোজাদ্দাদেজামান দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) তাঁর বিভিন্ন খলিফা, যেমন মৌলানা নেসারুদ্দিন, মৌলানা আবুল আজিজ কনকপুরী, মৌলানা আফসারুদ্দীন, মৌলানা আহমদ আলী এনায়েত পুরী, শাহ. সুফী সদরুদ্দিন প্রভৃতি অসংখ্য খলিফাগণের দ্বারা অবিভক্ত বাংলা আসামের বিভিন্ন প্রান্তে বেদাতী পীর ফকিরদের মোকাবেলা করে প্রকৃত তাসাওফের নির্মল ধারা অব্যাহত রাখেন, যার ফলে লক্ষ পথভ্রান্ত মানুষের অন্তর তাসাওফের আলোয় আলোকিত হয়ে সুপথ প্রাপ্তি ঘটেছিল।

মুজাদ্দেদে জামানের সংগঠন বা তার মিশনের পক্ষ থেকে 'শরীয়তে ইস্ াম,' 'শরীয়ত', ইসলাম প্রচারক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত', ইসলাম দর্শন', হানাফি, প্রভৃতি পত্র পত্রিকাগুলির দ্বারা এই সমস্ত বেদায়তি পীর ফকিরদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লেখনী প্রকাশ হতে থাকে, নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। মাসিক 'শরীয়তে ইসলাম' (১৯৩১) ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় দাদাহুজুর কেবলার বক্তব্য, " বর্তমান জমানার কতগুলি মৌলবি, মওলানা, পীর, লেখক, ওয়ায়েজ-বক্তা এবং নেতার কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা ইহারা নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিবার

জন্য হারামকে হালাল, নাজায়েজকে জায়েজ বলিয়া ফৎওয়া দিতেছে। বে-পরওয়া খেলাফশরা কাজ করিয়া যাইতেছে। খোদা-রসুলের খওফ, যেন ইহাদের দেলে একেবারেই নাই।...ইহাদের কেহ কেহ পীর সেজদা, কবর পুজা, গান-বাজনা, কাওয়ালি, মহরমের দরগা ও তাজিয়া পরস্তি প্রভৃতি হারাম ও শেরেকি কাজকে জায়েজ বলিয়া ফতওয়া দিতেছে। সুদ, জীব জন্তুর ছবি, বে-পর্দ্দা, জেনা প্রভৃতি স্পষ্ট হারামকে হালাল করিবার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে।.... গরু জবেহ না জায়েজ হইবার ফতওয়া বাহির করিতেছে। আবার কেহ কেহ আল্লার কোরান, রসুলের হাদিশ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের মত অনুসারে নূতন ধর্ম তৈয়ার করিতে চাহিতেছে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি এস্‌লামী কাজকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সমাজের উন্নতি চাহিতেছে। এই সমস্ত গোমরাহ দলের অনেকে তাহাদের মনগড়া ফৎওয়ার দলীল পেশ করিতে যাইয়া কোরাণ, হাদীস, ফেকাহ, ওসুল প্রভৃতির উল্টা অর্থ, ফেরেবীপূর্ণ মতলব এবং মিথ্যা রেওয়ায়েত সমূহ প্রকাশ করিতেছে।”

‘শরীয়তে ইস্‌লাম’ (১৯৩১) ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মুজাদ্দেদে জামান এর বক্তব্য—“...প্রত্যেক মোসলমানকে একান্ত আবশ্যক যে, তাঁহারা যাহার নিকট মুরিদ হইবেন এবং যাহার এত্তেবা করিবেন তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। যদি তাহার কাজ ও কথার মধ্যে শরিয়তের খেলাফ কিছু পাওয়া যায় এবং তিনি ঐ খেলাফ-শরা কাজ পরিত্যাগ না করেন, তবে তাহার নিকট মুরীদ হওয়া অথবা তাহার নিকট এত্তেবা করা জায়েজ হইবে না। বেশরা, বেদয়াতী এবং বে-এলেম পীর নামধারী ব্যবসায়ী লোকের দাগাবাজীতে আজ সমাজ

ছারেখারে যাইতেছে।”

‘ইস্‌লাম দর্শন’ (১৯২০) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় মুজাদ্দেদে জামানের খলিফা আল্লামা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বর্ণনা করেন—“বর্তমান সময়ে যেখানে সেখানে পীর নামধারী লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা প্রায় সকলেই পীর নামের কলঙ্কস্বরূপ। ইস্‌লামের ধর্মতত্ত্বে ইহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ। শরীয়তের কোন বিষয়ই ইহারা অবগত নহে। ইহারা প্রবঞ্চনা পূর্বক লোকের ইমান নষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করে মাত্র। এল্‌মে তাসউফের এই ভণ্ড ব্যবসায়ী দিগকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগনের একান্ত কর্তব্য।…বাংলার মুসলমান সমাজ পীর ফকিরের নাম শুনিলেই আত্মহারা হইয়া পড়ে। ধর্ম ও ইমান রক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।”

ইস্‌লাম প্রচারক প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৮৯১) মুজাদ্দেদে জামানের বিশিষ্ট মুরিদ মুন্সি রেয়াজউদ্দিন আহমদ প্রত্রিকার সূচনায় বলেন—“কিন্তু যাহারা ইহাদের (ভণ্ডপীর ফকিরদের দল) বিষয়ে অবগত আছেন তারা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, ইহাদের ন্যায় নর-পিশাচ মনুষ্যজাতির মধ্যে আর নাই, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর, খুলনা জেলায় এই শ্রেণীর নর-প্রেতের সংখ্যা ন্যূন কল্পে ৪'৫ লক্ষ হইবে। ক্রমশঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এই বেলা সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত।”

এছাড়া মুজাদ্দেদে জামান এবং তার বিশিষ্ট খলিফা এবং মুরীদ বৃন্দ গ্রামে গঞ্জে ওয়াজ নসিহত-এর মাধ্যমে এই সমস্ত মতবাদের প্রতিরোধ করেছিলেন। একটি মাত্র মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম

গিরী কান্তার পল্লিতে বেদয়াতের উৎখাত ও দিনের প্রচার প্রসারে উল্কার ন্যায় ছুটে ছিলেন অর্ধশতাব্দিরও অধিককাল ধরে।

আল্লামা হজরত রুহুল আমিন (রঃ) ফুরফুরার হজরতের জীবনীতে লিখেছেন,—'হজরত পীর সাহেব বঙ্গ আসামের বড় বড় শহরে, মফস্বলের সহস্র সহস্র স্থলে অর্ধ-শতাব্দির অধিককাল ধরিয়া ইসলামের প্রচার ওয়াজ নসিহত করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁর সভাতে ২০ হাজার হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাগত হইত। আমি পূর্ববঙ্গে প্রথমে নওয়াখালির বেগমগঞ্জের সভাতে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলাম, তথায় অনুমান লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল, চাঁদপুর, হাজিগঞ্জ, কেরওয়ারচর, রূপসা, নাঙ্গলকোট, নোওয়াখালি ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ফেনি, বেদকাশী, কালনা, ঝাপালি, শখিপুর, গদাইপুর, দরগাপুর, জালগাঁও, রাধানগর, চৌধুরানী, বিস্কুট, বশিরহাট, সাতক্ষীরা, শর্ষিনা, মাগুরা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, চন্দ্রগঞ্জ, ছয়আনি, চৌমহানি, আবুরহাট, চট্টগ্রাম, সুকিয়া মাদ্রাসা, মিরআহমদপুর, রামপুর শ্রীনদি, চরশাহী, কুনিয়ানগর, লক্ষীপুর, দাত্ররা, কল্যানর্দি, অশ্বদিয়া, ফজিলের ঘাট, ধামতী, ভাবানিয়াচর, আক্কেলপুর, বগুড়া, নেঙ্গাপীর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা, ও মাঠের বাজার ইত্যাদি স্থান ২০ হইতে ৭০ কিংবা ৮০ হাজার লোকের জামায়াত দেখিয়াছি। দশ, বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ক্রোশ হইতে লোক পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার মুবারক চেহারা দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিত। ...অন্যান্য আলেমের দশ কিংবা বিশ ঘণ্টা ব্যাপি ওয়াজ নসিহত করিলেও যেরূপ আসর (প্রভাব) না হইয়া থাকে, তাঁহার পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতাতে সেরূপ আসর হইত। অন্যান্য আলেমগণ যুগব্যাপি সাধ্য সাধনা করিয়া যেরূপ হেদাএত করিতে না

পারেন, তাঁহার এক সভাতে অনেককালের ওয়াজ নসিহতে মধুর উপদেশে তদপেক্ষা অধিকতর হেদায়ত হইত। তাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর উপদেশে কত মোশরেক, বেদয়াতি শেরেক বেদয়াত পরিত্যাগ করিয়াছে, কতলক্ষ বেনামাজী বে-রোজাদার নামাজ রোজা শুরু করিয়াছে ··কত সুদ খোর, ঘুসখোর, পণখোর, হারামখোর ঘুষ, পণ ও হারাম পরিত্যাগ করিয়াছে, কত শহর, পল্লী ও বন্দরে মাদ্রাসা, মোক্তব ও শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে।"

এখানে মোসলেম হিতৈষী ২৮শে মাঘ বাংলা ১৩২২ সালের (১৯১৫) পত্রিকা হইতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ওয়াজের বর্ণনা তুলে ধরা হল—

জনাব মৌলানা শাহ আবুবকর সাহেবের ওয়াজ—"বঙ্গের অদ্বিতীয় তাপস ও অদ্বিতীয় ওয়ায়েজ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর মোরশেদ জনাব মৌলানা শাহ মুহাম্মদ আবুবকর সাহেব এই কয়দিনের মধ্যে কলিকাতার খিদিরপুর, কড়েয়া, শিয়ালদহ, চাঁদনিচক, প্রভৃতি স্থানে ওয়াজ নসিহত করিয়া মুসলমানদিগকে ধর্মপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মৌলানা সাহেবের এক এক ওয়াজের সভায় ৫।৬ হাজার হইতে ১০।১২ হাজার পর্য্যন্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার জ্বলন্ত ওয়াজে যেন সুধাধারা বর্ষিত হয় কলিকাতাবাসী তাঁর বক্তৃতা সুধা পান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং পথভ্রান্ত বেদাতীগণ সুপথ লাভ করিতেছে। কলিকাতায় তিনি আরও কতগুলি সভায় ওয়াজ করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভায় "ইস্‌লাম দর্শনের" গ্রাহক হইবার জন্য মুসলমান ভ্রাতৃমণ্ডলিকে অনুরোধ করিতেছেন। তদনুসারে বহুলোক আনজুমানে ওয়ায়েজনের এই মাসিক পত্রখানির গ্রাহক হইতেছেন।

আবার সভাস্থলে বহু পত্রিকা নগদমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মৌলানা সাহেবের উপযুক্ত শিষ্য মৌলবী আহমদ আলি সাহেব ও মৌলবী রুহুল আমিল সাহেব প্রমূখ বঙ্গের গৌরবস্থানীয় হানাফী আলেমমণ্ডলীও মৌলানা সাহেবের সঙ্গে থাকিয়া বিভিন্ন সভায় ওয়াজ করিতেছেন। জনাব মৌলানা সাহেব বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এইরূপ সর্বগুনালঙ্কৃত তাপস ও ওয়ায়েজ এযাবৎ এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।"

প্রকাশ থাকে যে, তৎকালীন বঙ্গ আসামে বেদয়াতী পীরফকিরদের মধ্যে যে কু-প্রথা ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল, পীরের মাজারকে কেন্দ্রকরে পীরের জন্মমৃত্যু উপলক্ষ্যে ওরসপ্রথা, এবং নর্তন, কুর্দন, স্ত্রী পুরুষ, নির্বিশেষে উচ্চস্বরে জেকের করা। মুজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল আলম, ফুরফুরারার হজরত তার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুক্ষ চিন্তা ধারার মাধ্যমে কোরাণ হাদিস ভিত্তিক এমন এক মহফিলের প্রবর্তন করেছিলেন যার দ্বারা জীবিত মানুষ উপকৃত হয় ওয়াজের মাধ্যমে, সমানভাবে উপকৃত হয় মৃত মানুষ সওয়াবরে সানির মাধ্যমে, এই হিসাবে এর এক নাম দেওয়া হয় মাহ্‌ফিলে ওয়াজ দরজেমনে আঁ ইসালে সওয়াব। আজ বাংলা আসামে গ্রামে গঞ্জে ব্যাপকহারে যে ইসালে সওয়াবের প্রচলন আছে, তা ফুরফুরার পীর আবুবকর ও তাঁর মিশনের একক প্রচেষ্টার ফল।

বাতেল পীর ফকিরদের যে জেকের পদ্ধতি ছিল, ফুরফুরার হজরত তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সম্পূর্ণ কোরাণ হাদিস ভিত্তিক জেকের এর মজলিস প্রবর্তন করেন। তাঁর বহুসংখ্যক যোগ্য খলিফারা গ্রামে গঞ্জে জেকের এর মজলিসের মাধ্যমে এল্‌মে তাসাওফের শিক্ষা দান করতেন।

তিনি যে ওরস প্রথার উচ্ছেদ করেছিলেন এখানে তার একটি নমুনা পেশ করা হল, "ফুরফুরা শরীফের নিকটবর্তী দলপতিপুর গ্রামে হজরত শাহ মুনির (রঃ) এর মাজার ও দরগাহকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে বিরাট মেলা হইত সেখানে বেশরীয়তি কার্য্য যথা—নাচ, গান, ঢোল, তবলা, বাঁশি, বাজনা ও স্ত্রী লোকের সমাগম এবং দরগাহ সেজদা ইত্যাদি হইত। সেই মেলা এত বড়রূপ ধারণ করিয়াছিল যে, তাহা উঠিয়া যাওয়া বা উঠাইয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ফুরফুরার পীরসাহেব বাধা বিপত্তির কোনরূপ চিন্তা না করিয়া সদর্পে উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময় কিছু মুসলমান তাহার কথায় রাজি হইয়া উক্ত মেলার মুলোৎপাটন করিতে চেষ্টিত হয়। কিন্তু বেশীরভাগ মুসলমান ভয়ে পড়িয়া কোন কথায় থাকিত না। কিন্তু পীর সাহেব কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবশেষে স্বয়ং মেলাটি উঠাইয়া দিলেন। সেই বৎসর হইতে পীর কেবলা উক্ত স্থানে ইসলামি জলসা কায়েম করেন।" (জীবনী দ্রষ্টব্য)

"—একদা কলিকাতা ও শহরতলির ন্যূনাধিক ২৪টি মহরমের দরগাহ একই দিনে তাহারই চেষ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।" (জীবনী দ্রঃ)

এ সম্বন্ধে তাঁর ওসিয়ত পুস্তকের ২৭ নম্বর ওসিয়তে মৃত্যুর পূর্বে তিনি সতর্ক করেছেন—"বাজে পীরের দরবারে অমাবস্যা পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া উরুশ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমন কি জামায়াতে নামাজ পড়েনা, তথায় মেয়ে লোক যায়। তাহারা হাল্‌কা করে, বেপর্দা চলে, উহা হারাম। ঐ মজলিসে কেহ যাইবেন না। যেরূপ সুরেশ্বর মইজভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবে উরুশ করা বেদাত ও হারাম।"

লা মাজহবী বা আহলে হাদিস ফেতনার গতিরোধ

সে সময়ে অবিভক্ত বাংলা ও আসামে লা মাজহাবী বা আহলে হাদিস সম্প্রদায় যেরূপভাবে সংখ্যাধিক্য হানাফি মাজহাবকে বিলুপ্ত করতে তৎপর হয়েছিল, এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ফুরফুরার হজরত ও তাঁর মিশন কিভাবে তাদের গতিরোধ করে মাজহাবের বনিয়াদকে মজবুত করেছিলেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তা তা তুলে ধরা হল।

ফুরফুরার হজরতের মিশন তাদের গতিরোধ করার জন্য যে সমস্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হল — 'বাহাসের আহ্বান', 'ওয়াজ', পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন পুস্তক প্রণয়ন।

তাঁর বাহাসের মাধ্যমে প্রতিবাদ সম্বন্ধে তৎকালীন বিখ্যাত মৌলানা আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ), ফুরফুরার হজরতের জীবনীতে বর্ণনা করেছেন— "যে সময় মাজাহাব অমান্যকারী ওহাবীদল ......। রাশি রাশি মিথ্যা অপবাদ প্রচার করতঃ এবং সভাস্থলে হানাফিদের গাড়ী গাড়ী কেতাব দেখাইয়া বিতাড়ীত করিতেছিল। এবং সহস্র সহস্র নিরক্ষর হানাফিদিগকে ভ্রান্ত মতের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে মৌখিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার আদেশ দেন। আমি ২৪ পরগণার মাজমপুর, খুলনার ঝাউডাঙ্গা, মামুদপুর, রংপুর টাউন, বগুড়ায় হানাইল, খুলনায় কালিগঞ্জে, হুগলী জেলায় নবাবপুরে ও যশোহর জেলায় লক্ষিপুরে ওহাবী মৌলবী এফাজুদ্দিন, মৌঃ বাবর আলী, মৌঃ লোৎফর রহমান, মৌঃ আব্দুলনূর, মৌঃ আকরম খাঁ, মৌঃ

আহম্মদ আলী, মৌঃ আব্দুল গফুর মৌঃ আবত্বল্লাহেল কাফী, ও মৌঃ আবত্বল্লাহেল বাকী, প্রভৃতি ওহাবী আলেমদিগের সঙ্গে বাহাস করিতে যাই। ইহাতে কতকস্থলে তাহারা পরাজিত হয় এবং কতকস্থলে তাহারা বাহাসের সভাতে উপস্থিত হইতে সাহস পায় নাই, ফলে সহস্র ওহাবী হানাফী মত অবলম্বন করিয়াছেন।"

তিনি আরও বলেন—"অধুনালুপ্ত ইস্‌লাম দর্শনে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বাহাসের শর্ত্তনামা ছাপাইয়া প্রচার করি, ইহাতে তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া যায়। ইহা হজরত পীর সাহেব কেবলার এলমে লাত্বন্নির ফয়েজ ও কারামতের ফল।"

'শরিয়ত' পত্রিকা (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা জৈষ্ঠ্য, ১৩৩২) র দ্বারা এইরূপ আরও একটি বাহাসের বিবরণী আমরা পাই—"গত ২৭।২৮।২৯ বৈশাখ বগুড়া জেলার জয়পুর হাটের অন্তর্গত হেছেমি হাটে হানাফি ও মোহাম্মদি সম্প্রদায়ের বাহাছ সভার কথা স্থির হইয়া উভয় পক্ষ হইতে সংবাদাদি প্রচারিত হইয়াছিল।......সভায় উক্ত (মোহাম্মদী) মৌলবীগণ উপস্থিত হইলেন না বা তাহাদের উপস্থিত হইবার সঠিক সংবাদ মোহাম্মদী দলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণও দিতে পারিলেন না।... ...২৯ তারিখে দশজন ও তৎপরে আরও অনেক মোহাম্মদী তওবা করিয়া হানাফি মাজহাব গ্রহণ করেন।"

বাংলা ১৩৩০ সালের ২৪শে কার্ত্তিক হুগলী জেলার নবাবপুর (গুড়গুড়ি পাতা) স্থানে হানাফিদের সহিত মোহাম্মদীদের যে বিরাট বাহাছ হয়েছিল তাতে মোহাম্মদীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হওয়ার পর ২৪টি মোহাম্মদী পরিবার হানাফি মত অবলম্বন করে। (দ্রঃ নবাবপুরের বাহাছ, ১৩৩০)

যে সময় মোহাম্মদী বা লা-মোজহাবি সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা মাজহাবকে ধ্বংস করার জন্য ২০টির ও অধিক পুস্তকাদি প্রচার করেছিল, সেই সময় তাদের প্রতিবাদে ফুরফুরার হজরতের মিশন এর পক্ষ হতে বহুসংখ্যক কেতাব প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, "মাজাহাব মিমাংশ," বা বোরহানল মোকাল্লেদীন," "কেয়াসের অকাটৎ দলিল", ""তরদীহুল মুবতালিন," "দাফেয়োল মুকাল্লেদীন," "ফেরকাতুন নাজিম," "কামেওল মুবতা-দেইন" (২য় ভাগ) "মাসায়েল খণ্ড" (৩য় ভাগ), "সায়েকাতুল মুসলেমিন," প্রভৃতি। প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত কেতাবের উত্তর আজও পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও ফুরফুরার হজরত ও তার মিশনের পক্ষ থেকে "ইসলাম দর্শন," 'শরীয়তে ইস্‌লাম," "হানাফি" সুন্নত অল্ জামাত" প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে মোহাম্মদীদের বহুপ্রকার বে-শরীয়তি কার্য্যকলাপ ও মসলার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে থাকে, যার দ্বারা মোহাম্মদী সম্প্রদায় ক্রমশঃ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তার কয়েকটি নজির পেশ করা হল: আল্লামায়ে হেন্দ হজরত মওলানা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ) বলেন—"পীর কেবলা রাগ রাগিনী সহ গজল সামা, কাওয়ালী ও গান বাদ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন এমন কি আজমীর শরীফে গিয়েও এর প্রতিবাদ করে ছিলেন। মাজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আকরাম খাঁ। সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়ার ফতওয়া মাসিক মোহাম্মদীতে প্রচার করতঃ সমস্ত বঙ্গ-আসামকে বিভ্রান্ত করিতে উদ্ধত হইয়াছিল। ইহাতে হজরত পীর কেবলা এই গুনাহগারকে উহার প্রতিবাদে 'ইস্‌লাম ও সঙ্গীত' প্রবন্ধ ছাপাইতে

আদেশ দেন ; আমি প্রথমে উহা সাপ্তাহিক হানাফিতে ছাপাইয়া প্রচার করি, পরে ইস্লাম ও সঙ্গীত প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করি, ইহাতে খাঁ সাহেব নিরুত্তর হইয়া যায়।”

এ সম্বন্ধে 'শরীয়তে ইসলাম' পত্রিকার ১৩৩৭ সালের ৫ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় ফুরফুরার হজরতের বক্তব্য—“মিথ্যাবাদী আলেমগণের আর এক দল আছে, যাহারা গান বাদ্য জায়েজ করিবার চেষ্টা করিতেছে।···কোরাণ হাদিসের উল্টা অর্থ এবং মনছুক হাদিস ও মনগড়া দলিল আনিয়া গান বাজনা জায়েজ বলিতেছে। ইহাদের প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত আলমগণ শরীয়তের দলীল প্রকাশ এবং গান বাদ্য হারাম ছাবেত করিয়াছেন। ··অথচ এই সমস্ত (মিথ্যাবাদী আলেমগণ) লোক শয়তানী ওছওছায় পড়িয়া মৎলব হাছেল করিবার জন্য উহাকে জায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। মোসলমানগণ ইহাদের ফেরেব হইতে হুঁশিয়ার থাকিবেন।”

এছাড়াও 'শরীয়তে ইসলাম' পত্রিকার ১৩৩৮ সালের ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফুরফুরার হজরতের হুঁশিয়ারী—“··হজরত রসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন 'সঙ্গীত জেনার মন্ত্র।' “মদ্খল্লে-এবনে আমীরে হাজ্জ” কেতাবে আছে যে, যখন মানুষ গান বাদ্য করে এবং অপর স্ত্রীলোকের দিকে বদ্ নজর করে ইবলিশ শয়তান সেই সময় তাহাকে গোমরাহ করিতে বেশী সুযোগ পায়। এমাম শাফী (রঃ) “আদাবুল কাজা” নামক কেতাবে বলিয়াছেন যে, গান গাওয়া না জায়েজ এবং বাতেল কাজ। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) “যেয়াদাত” কেতাবে গাণ হারাম বলিয়াছেন, “নেহায়া” কেতাবে আছে কোরান শরীফের আয়েৎ অনুযায়ী গান গাওয়া, তাম্বুরা দফ্ প্রভৃতি বাদ্য বাজান হারাম ও কঠিন

গোনার কাজ। "মোহিত" "জামেওল ফতোয়া" "ফতোয়ায়ে বায়হাকী প্রভৃতি কেতাবে আছে যে, গান বাদ্য করা হারাম উহাকে হালাল জানিলে কাফের হইবে।"

এছাড়া শরীয়তে এসলাম পত্রিকায় (৩য় বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৩৩৫ মৌঃ আফছারুদ্দিন আহমদ (ফুরফুরার হজরতের খলিফা) বলেন, "মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব·· সঙ্গীত জায়েজ হইবার অনুকূলে যে সব দলিল ও প্রমাণ পেশ করিয়াছেন তৎসমস্ত যে বহু ভ্রমাত্মক তাহা কোরাণ হাদিছে অভিজ্ঞ যে কোন আলেম বলিতে পারেন।"

এছাড়াও তারা যে সুদ, সঙ্গীত, যায়েজ এবং পর্দা ও যাকাত বর্জন এবং হানাফিদের ফারায়েজকে বাতেল প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি আন্দোলন চালু করেছিল* তৎসমূহের বিরুদ্ধে ফুরফুরার হজরতের মিশনের পক্ষ হতে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'শরিয়তে ইস্‌লাম' পত্রিকায় ১৩৩৭ সাল চতুর্থ সংখ্যায় ফুরফুরার হজরতের সাবধানবাণী "একদল আলেম বাহির হইয়াছে ···· ফতোয়া ফারায়েজ প্রভৃতিতে ইহারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী মসলা বলিয়া এবং পয়সা পাইলে হারামকে হালাল বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকে। ·· ইহাদের কেহ স্মুদ যায়েজ বলিতেছে। হিন্দুস্থানকে "দারুল হারব" বলিয়া কেহ কেহ স্মুদ লওয়া ও স্মুদ খাওয়া হালাল বলিতেছে। ·· ইহাদের কাগজপত্র ও বক্তৃতা সাধারণতঃ এই সমস্ত হারামকে হালাল বানাইবার এস্তেমাল হয় ····মোসলমান, এই সমস্ত দল হইতে হুশিয়ার থাকিবেন।"

---

* এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কলিকাতায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জমিয়তে ওলামা হিন্দের অধিবেশনে জনামধন্য আল্লামা সোলায়মান নদবী সাহেবের সভাপতিত্বে ও দেওবন্দের মওলানা আজিজুর রহমান, মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, মুফ্‌তি মওলানা কেফায়েতুল্লাহ (রঃ) প্রমুখের উপস্থিতিতে কতগুলি মওলানা ব্যাঙ্কের সুদ জায়েজ হওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করলে হজরত পীর সাহেব কেবলা তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন—"বড় শুকরটি যদি হারাম হয় তবে ছোট শুকরটি হারাম হবে না? লোকে একটুখানি ছিদ্র পাইলে বড় বড় কাজ করিয়া বসে।" উপস্থিত আলেমরা তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রশংসা করেন এবং প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় *

ফুরফুরার হজরতের বিশিষ্ট খলিফা আল্লামা মৌঃ রুহুল আমিন সাহেব (রঃ) র লিখিত ফুরফুরার হজরতের জীবনী হতে জানা যায়, বর্দ্ধমানের মৌলুবী মোসলেম সাহেব সুদ ও নানাবিধ বে-শরীয়তি কার্যকে জায়েজ করলে, পীর সাহেব কেবলার নির্দ্দেশে মৌলানা সাহেব তাদের বিরুদ্ধে কালনা জাবারি পাড়ায় বাহাস করে তাকে নিরুত্তর করেন। ঐরূপ ঢাকা জেলার বাচামারাতে আরও একটি বাহাছে এই শ্রেণীর লোকদের পরাজিত করেন, এ সম্বন্ধে তিনি "কালনা জাবারি পাড়ার বাহাছ" এবং "বাচামারার বাহাছ" নামক পুস্তক লেখেন।

উক্ত জীবনী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যে সময় লা-মোজহাবী মৌলানাগণ মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় হানাফি মাজহাবের ফারায়েজ

---

* শরীয়তে এসলাম ১৩৩৩ সাল ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রকে বাতেল প্রতিপন্ন করার সাধ্য সাধনা করেন, পীর সাহে
কেবলার নির্দেশে উক্ত মৌলানা সাহেব 'আহলে সুন্নাত অল্ জামায়া
পত্রিকায় তার ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রকাশ করলে, তারা নিরুত্তর হ
যায়। পরবর্তী সময়ে এ সম্বন্ধে "এসলাম ও মহামেডান-ল" না
একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

যে সময় লা-মোজহাবী মৌলানাগণ স্ত্রীলোকদিগকে ঈদের ময়দা
নামাজ পড়ার অনুমতি দান করে ফতওয়া প্রচার করেন, সে সম
ফুরফুরার হজরতের নির্দ্দেশে, মৌঃ রূহুল আমিন কর্তৃক 'ইদ ও নারী
নামক প্রবন্ধ 'সুন্নাত অল্ জামায়াত' পত্রিকায় প্রকাশ করে তাদে
নিরুত্তর করেন। (জীবনী দ্রঃ)

যে সময় লা-মোজহাবী মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব তার 'মোস্তফ
চরিত' পুস্তকে ও নিজের লিখিত তফসিরে নবীপাকের সশরীরে
মেরাজগমন, সিনাচাক, পয়দাএশ কালিন অলৌকিক কার্য্য, নবীগণের
মোজেজা অস্বীকার করে লোককে বিভ্রান্ত করছিল, সেই সময় পীর
সাহেব কেবলার নির্দেশে মৌঃ রুহুল আমিন সাহেব আহলে সুন্নাত
অল্ জামায়াতে এর ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। (জীবনী ও
আহলে 'সুন্নাত অল জামাত' পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

যে সময় লা-মোজহাবী মৌলানাগণ জাকাত বিধানের উচ্ছেদ
করতে সচেষ্ট হয়েছিল, সে সময় ফুরফুরার হজরতের বিশিষ্ট অনুগামী
মৌলানা মনিরুজ্জামন ইস্‌লামাবাদী কর্তৃক লিখিত 'প্রচারক' পত্রিকায়
'লা-মজহাবিগণের ধর্ম রহস্যভেদ' নামক বলিষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,
এবং এছাড়াও পীর সাহেবের অন্যান্য খলিফারাও ওয়াজ, এবং লেখনীর
মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—"যে সকল বস্তুর জাকাত আদায় করা ফরজ বলিয়া সমুদয় আলেম ও ইমামগণ আজ ১২।১৩ শত বৎসর হইতে মত দিয়া আসিতেছেন আজ লা-মজহাবিগণ, স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে বিরত থাকিলেন না।"

(দ্রঃ 'প্রচারক' ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৬)

মোজাদ্দাদে জামান, আমীরুশ শরীয়ত, কুতুবুল আলম, হজরত মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এবং তাঁর মিশনের এইরূপ দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে, লা-মোজহাবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং মাজহাবে হানাফির বনিয়াদ মজবুত হয়।

আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন (রঃ) বলেন :—"হজরত পীর কেবলা তাহাদের [লামাজহাবীদের] সহিত বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন। একসময় টীকাটুলি মসজেদে হজরত পীর সাহেবের নিকট মাজহাব অমান্য কারিদের নেতা মৌলভী আব্দুল্লাহ হেল বাকী ও মৌলুভী আকরাম খাঁ সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন কেন? পীর কেবলা তদুত্তরে বলিলেন, আপনাদের পাঠ্য পুস্তক 'ফেকহ মোহাম্মদী' প্রথমভাগে ও ঐদলের লিখিত 'দোররায় মোহাম্মদী' পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মাজহাব অনুসরণকারীগণকে মোশরেক বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে আর কোরআন শরিফে বলা হইয়াছে 'লাতুনকেহুল মুশরেকিন হাত্তা ইউমেনু'—এ আয়েতে মোশরেকগণের সহিত বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে।

আপনাদের নিজেদের ফৎওয়া অনুসারে আমাদের সহিত বিবাহ জায়েজ হইতে পারে না আর আমরা নিশ্চয় মুসলমান ঈমানদার নাজীফেরকা, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে মোশরেক বলায় নিজেরা কাফের হইয়া গিয়াছে, নবীপাক (সাঃ) বলিয়াছেন "একজন আর একজনকে কাফের বলা উচিত নয়, যাকে কাফের বলা হচ্ছে সে প্রকৃত কাজের কাজী না হলে বলনেওয়ালা কাফের হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, যে নির্দোষ লোককে কাফের বলে সে নিজে কাফের হইয়া যায়। কাজেই আমাদের মতানুসারে মাজহাব অমান্যকারী অহাবিদলের সহিত আমাদের বিবাহ জায়েজ নহে। মৌলবীদ্বয় বলেন এর মীমাংসার কি কোন উপায় নাই? হুজুর বলেন যে, যে কেতাবে কাফের মোশরেক বলা হইয়াছে যদি আপনারা সেই কেতাবের নাম উল্লেখ করতঃ এই মর্মে একখানা বিজ্ঞাপণ করিতে পারেন যে, আমাদের এই লেখাটি ভুল হইয়াছে, নূতন সংস্করণে উহা বাদ দেওয়া হইবে, তবে আমরা এ সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য তাহা চিন্তা করিতে পারিব। তখন তাহাদের একজন অন্যকে বলিয়া ছিলেন, ইহাতে পীর সাহেবের কোন দোষ নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দোষ।" [পীর কেবলার বিস্তারিত জীবনি মৌঃ রুহুল আমিন রঃ দ্রঃ]

খৃষ্টান মিশনারিদের ফেতনার প্রতিরোধ—

খৃষ্টান মিশনারীরা যখন বিভিন্ন মিথ্যা প্রচার এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে বাংলার বহু সংখ্যক মুসলমানকে ধর্মান্তরীত করছিল, তখন ফুরফুরার পীর সাহেব এবং তার অনুগামীরা তাদের এই প্রচেষ্টার

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান,—প্রধানতঃ বাহাস বা তর্কযুদ্ধ, পুস্তক প্রকাশ, এবং পত্র পত্রিকার প্রচারের মাধ্যমে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, ফুরফুরার হজরত এই অভিযানে তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত এবং অনুগামী মুন্সি মেহেরুল্লাহ এবং মুন্সি জমিউদ্দিনকে বিভিন্নভাবে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

মুন্সি মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ, এবং মুন্সি জমিরউদ্দদ (ইনি একবার খৃষ্টান হয়ে পরে আবার মুসলমান হয়ে কওমের অনেক কাজ করেন) বিভিন্ন সময় খৃষ্টান পাদ্রিদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের পরাস্ত করেন।[১] এ সম্বন্ধে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার (প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৯৮) বিবরনীতে জানা যায়—"পিরোজপুরের পাদরী এটিসমান সাহেবের সহিত মৌলবী ইব্রাহিম সাহেবের ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, একটি প্রকাশ্য সভায় উভয় পক্ষের প্রাধান্য রক্ষার প্রস্তাব সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ২১শে আশ্বিন,… ইংরাজী ৭ই অক্টোবর তর্কসভার দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট তারিখে উভয়পক্ষ পিরোজপুরে সমাগত হন। মুসলমান পক্ষ হইতে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব তাদের প্রশ্নের অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। মুন্সি সাহেব পাদ্রী পক্ষের সকল প্রশ্নেরই সুন্দররূপ উত্তর প্রদানে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষ সময়ে মুসলমান পক্ষ পাদ্রীগণকে প্রশ্ন করেন যে, হজরত ইসা (আলা) যে স্বয়ং খোদাতালা, আপনারা একবার একথা প্রমাণ প্রদর্শন করুন। পাদ্রীগণ তাহাকে খোদা বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিয়া অগত্যা

---

(১) উনবিংশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

মনুষ্য বলিয়াই স্বীকার করেন। শেষে পাদ্রী আর, এ, স্পার্জন, পাদ্রী হাশন আলি ও পাদ্রী ঈশান মণ্ডল "আমাদের আর সময় নাই, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদিগকে ক্ষমা করুন," এই কথা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তর্কসভার কার্য্য শেষ হয়।"

ফুরফুরার হজরতের আদেশে ও সহযোগীতায় মুন্সি জমির উদ্দিন মুন্সি মেহেরউল্লাও খৃষ্টান মিশনারীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে বিভিন্ন সময় বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করেছেন।

মুন্সি জমিরউদ্দিন প্রথম জীবনে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতঃ মুন্সি মেহেরউল্লার ধর্ম প্রচারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আবির্ভূত হন, পরে তাঁরই (মেহেরউল্লার) প্রধান সহচররূপে ইসলাম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন।[২]

মুন্সি জমিরউদ্দিন সাহেব কতগুলি পুস্তক খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, এবং এর দ্বারা কওমের কিরূপ কাজ হয়েছে? এ সম্বন্ধে সাহিত্য রত্ন কবি হবিবর রহমান "মেহেরউল্লাহ্ চরিত" নামক পুস্তকে মুন্সি জমিরউদ্দিন সম্পর্কে বলেছেন—"জনাব মুন্সি সাহেবের কাছে শুনিয়াছি, এই পুস্তক প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ১৩৪২ জন খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বসমেত ১০৮ খানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।" এই সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশে ফুরফুরার পীর হজরত আবুবকর সাহেব তাঁকে বিশেষ সহযোগীতা দান করেছিলেন, সংখ্যায় অনেক হলেও বর্তমানে তা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য, এবং অধিকাংশই বিলুপ্তপ্রায়।[৩]

---

(২) 'মুন্সি মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্ দেশকাল, সমাজ, মুহাম্মদ আবু তালিব। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

(৩) ঐ

এখানে মুন্সি জমিরউদ্দিনের কয়েকটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হল ; যথা —

(১) শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোকাভঞ্জন ; (১৯১৩)

(২) ইস্‌লামী বক্তৃতা। (১৯০৭)

(৩) ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও পাদরী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (১৯২৫)

(৪) রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান (১৯২৫)

(৫) 'পাদরী মনরো সাহেবের ধোকাভঞ্জন'—(১৯২৭)

৬। মাসুম হজরত মহাম্মদ (সঃ) (১৯২৯)

৭। রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জামিরিয়া

৮। হজরত ইসা কে ? (১৯০০)

৯। ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পর ধর্মাবলম্বীদের মন্তব্য। (১৯০১)

পুস্তকগুলি একত্রে রদ্দে খৃষ্টান নামে পরিচিত এবং ফুরফুরার হজরতের আদেশে প্রচারিত।

রদ্দে খৃষ্টান সিরিজের পুস্তকে ফুরফুরার হজরতের বক্তব্য—"সংবাদ পত্রে দেখা যায় যে, খৃষ্টান পাদ্‌রা ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য··· কেতাব লিখিয়াছেন। সম্প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কুৎসা করিয়া ও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ৫২ খানা কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে এই সকল কেতাবের প্রতিবাদ না লিখিলে ইস্‌লামের বিশেষ ক্ষতি হইবে।·· আমি উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ ৫২ খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করিয়াছি।"*

* ইসলামী বক্তৃতা—১৯০৭

একদা ইসলাম প্রচারক জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেব পীর সাহেবের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন যে—"হুজুর আমি খৃষ্টান মিশনের প্রকাশিত গিরিশ চন্দ্রের লিখিত কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি আমার সেরূপ সঙ্গতি নাই, যে ক্রয় করি। অতএব মেহেরবানী করিয়া আপনি অবিলম্বে উহা ক্রয় করিয়া দিন, না করিলে আমাদের কওমের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"

ফুরফুরার হজরত এই পত্র পেয়ে জনৈক মুরিদের নিকট ধার করেও মুন্সি সাহেবকে উক্ত কেতাব কেনার টাকা দিয়াছিলেন।[১]

মৌলানা রুহুল আমিন (রঃ) সাহেব তাঁর ফুরফুরার হজরতের জীবনীতে লিখেছেন যে, এক সময় পাদরীরা কিছু পুস্তক প্রকাশ করে প্রচার করে যে, হজরত ইসা (আঃ) ছাড়া সমস্ত নবীগণ ও হজরত মোহাম্মদ (সঃ) গোনাহগার ছিলেন, কোরাণের তফসির পরিবর্তন হইয়াছে তাওরাত ইঞ্জিল প্রভৃতি কেতাবগুলি পরিবর্তন হয় নাই। তাওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি মন্দুক হয় নাই। মুন্সি জমিরুদ্দিনসাহেব মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে তার প্রতিবাদ লিখিতে বলায়, তিনি 'নবীগণের পবিত্রতা', 'কোরাণের তাহরিফ না হওয়া', 'তাওরাত ও ইঞ্জিলের ইসলাম তাহরিফ হওয়া', 'তাওরাত ও ইঞ্জিল মনসুখ হওয়া',— এই প্রবন্ধগুলি ইসলাম দর্শনে প্রকাশ করেন। মুন্সি জমির উদ্দিন সাহেব তাঁর মাসুম মোহাম্মদ নামক পুস্তকে প্রবন্ধগুলির কতকাংশ সংযোগ করেন।

উক্ত মৌলানা সাহেব আরও বলেছেন যে, পাদরি গোল্ডসেক সাহেব যখন বাংলা ভাষায় ৩০ পারা কোরাণ শরীফের অনুবাদ করে, নবীপাক (সঃ) এবং কোরাণ শরীফকে অযথা দোষারোপ করে প্রচার

(১) ফুরফুরার হজরতের জীবন চরিত সেজ হুজুর কেবলা

করেন, তখন ফুরফুরার হজরতের আদেশে মৌলানা সাহেব উহার প্রতিবাদে তফসীর প্রকাশ করেন।

এছাড়া ফুরফুরার হজরতের সুহৃদ মুন্সি মহাম্মদ মেহেরউল্লাও খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

১। খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬)

২। রদ্দে খৃষ্টান (১৮৯৫)

৩। রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম

৪। মেহেরুল ইস্‌লাম (১৮৯৫)

৫। বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদভাণ্ডার (১৮৯৭)

৬। জওয়াবুন্নাছারা বা খৃষ্টানদের প্রশ্নোত্তর

মুন্সি মেহের উল্লাহর জীবনী লেখক, আবুতালিব সাহেব ডক্টর আনিসুজ্জামান, ঢাকা, সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব মুন্সি সাহেবের কর্ম প্রচেষ্টাগুলিতে সহায়তা করেছিলেন।

কাদিয়ানী ফেতনার গতিরোধ

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবি করে যে নতুন মত পথ প্রচার করছিল, তার ঢেউ আমাদের বাংলায় এসে বহুসংখ্যক মুসলমানকে বিধর্মীতে রূপান্তরিত করছিল। ফুরফুরার হজরত ও তাঁর মিশন এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে তাদের প্রতিরোধ করা হয়।

"একদা পীর সাহেব কেবলা স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবী (রঃ) এর চেহারা মুবারক কাল দেখাইতে ছিল, তখন পীর কেবলা ক্রন্দন

করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন 'হুজুর আমার অন্তর কলুষিত হইয়া গিয়াছে এই জন্য হুজুরের চেহারা মুবারক কাল দেখিতেছি' তখন তিনি এরশাদ করিলেন—না, তা নয়, কাদিয়ানী নামক একটি দল বাহির হইয়াছে তাহারা কোরান শরীফের বিকৃত অর্থ করিয়া আমার উম্মত দিগকে গোমরাহ করিতেছে সেই চিন্তায় আমার চেহারা কাল দেখাইতেছে।

তিনি উক্ত স্বপ্নদর্শন করিবার পর হইতেই কোরাণ শরীফের যত প্রকার তফসীর বাহির হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বসমেত ৫২ খানা কোরাণ শরীফের তফসীর সন্ধানে পাওয়া গেল। তাহাতে দেখিলেন, প্রত্যেক তফসীরের মধ্যে কিছু না কিছু ভ্রান্ত কথা রহিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার অন্যতম খলিফা হিন্দুস্থান বঙ্গের সেঠ আলেম ও বিখ্যাত ওয়ায়েজ ও হাদী হজরত মৌলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন (রঃ) সাহেবকে উক্ত ভুল তফসীর সমূহের ভুলভ্রান্তির প্রতিকার করতঃ কোরান শরীফের সঠিক তফসীর বাহির করিতে আদেশ দিলেন এবং উক্ত মওলানা সাহেবের দ্বারা 'কাদিয়ানী রদ' নামক ছয় খণ্ড কিতাব লিখাইয়া মুসলমান সমাজে প্রচার করতঃ কাদিয়ানীদের চক্রান্তময় ধোঁকাজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।"[১]

পীর কেবলার আদেশে ইনস্পেক্টর মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব 'কাদিয়ানী রহস্য' এবং বাংলাদেশের পাবনা হাদলের হাজি মৌলবী ইব্রাহিম সাহেব কয়েকখানি কাদিয়ানী রদ নামে পুস্তক প্রচার করেন।[২]

(১) ফুরফুরার হজরতের জীবনী হজরত মেজলা হুজুর কেবলা।

(২) ফুরফুরার হজরতের বিস্তারিত জীবনী—হজরত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ)।

এছাড়াও ফুরফুরার হজরতের বিশিষ্ট খলিফা হজরত শাহ্ সুফী তজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী সাহেব তাঁর নির্দেশে 'কাদিয়ানী রহস্য' নামে একটি পুস্তক প্রচার করেন।

ফুরফুরার হজরতের মিশনের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পুস্তক পুস্তিকা ছাড়াও পত্র পত্রিকা, বাহাস, ওয়াজ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার চালান হয়।

ফুরফুরার হজরতের বিশিষ্ট ভক্ত সাহিত্যরত্ন হাবিবর রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গনুর' পত্রিকার (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩২৮) প্রতিবাদের অংশবিশেষ "...বিশেষতঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায় এক্ষণে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া এবং কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মকেন্দ্র সমূহের বুকের ওপর স্থায়ী আস্তানা গাড়িয়া বিপুল উদ্যমে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।...কাদিয়ানী মতের বিশেষত্ব এই যে, উহা ইস্‌লাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া ছদ্মবেশে ইস্‌লামেরই সংস্কারের অভিনেতারূপে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছে।"

এছাড়া আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ) ও মৌলানা আহম্মদ আলী এনায়েত পুরী (রঃ) সম্পাদিত 'সুন্নাত আল্‌জামাত' শরিয়তে এসলাম' পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে।

ফুরফুরার হজরতের আদেশে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ)

ফুরফুরার হজরতের বিস্তারিত জীবনী – মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ)
· আল্লামা মৌলানা রুহুল আমিনের জীবনী মৌলবী আব্দুল মাজেদ

রংপুর ও পটুয়াখালিতে দুইবার তাদের সাথে বাহাছ করতে যান, কিন্তু তারা অনুপস্থিত ছিল।

মৌলবী আব্দুল মাজেদ সাহেব লিখিত হজরত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব (রঃ) এর জীবনী হতে জানা যায়, ইংরাজি ১৩৩১ সালের দিকে যখন রংপুর টাউন ও তৎপার্শ্বস্থ পল্লিতে কাদিয়ানী মতবাদের জোর প্রচার হতে থাকে, তখন তিনি (মৌলানা সাহেব) কতিপয় লোকের মাধ্যমে একটি তর্কসভার আয়োজন করে তাদের লা-জাওয়াব করে দেন, এবং পল্লী অঞ্চল গুলিতেও প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে উহার স্বরূপ বুঝিয়ে দেন। এতেও অনেক লোক কাদিয়ানী ধর্মে দিক্ষিত হতে থাকে, তখন হুজুর পীর কেবলাকে (ফুরফুরার হজরত) আনিয়া একটি সভার ব্যবস্থা করা হয়, ইহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তা পরে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে থাকে। মৌলানা রুহুল আমিন (রঃ) ফুরফুরার হজরতের খাস দোয়ায় বিপুল শক্তি অর্জন করে বেশ কিছু কাদিয়ানীকে আবার ফিরিয়ে আনেন।

মুজাদ্দেদে জামান, তাঁর খলিফা এবং যোগ্য মুরীদদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ করায় তাদের অস্তিত্বের ক্রমশঃ বিলুপ্তি ঘটে।

শিয়াই ফেতনার প্রতিরোধ

বাংলা ও আসামের নব্বই শতাংশ মুসলমান 'সুন্নি' মাজহাবলম্বি, কিন্তু বাংলার নবাবগণ ছিলেন 'শিয়া' যার ফলে সুন্নি লোকেরা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে শিয়াদের অনুকরণ করত।

শিয়াদের সংখ্যা নগন্য হলেও এই সময় তারা তাদের প্রচার কার্য্য চালানর জন্য বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে 'সুন্নি' মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছিল হজরত পীর সাহেব কেবলা ও তাঁর মিশন ঐ সমস্ত পথভ্রষ্ট সুন্নি মুসলমানদের সুপথে আনার ব্যাপক প্রচেষ্টা করেছিলেন।

'শিয়া' রাফেজী দল যখন কিছু পুস্তক পুস্তিকা ছাপিয়ে হজরত নবী পাক (সঃ)—এর প্রথম তিন খলিফার বিরুদ্ধে দুর্নাম ও কুৎসা রটিয়ে সমাজকে কলুষিত করছিল, সেই সময় পীর সাহেব কেবলার আদেশে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব 'রদ্দে শিয়া' নামক দুইখণ্ড পুস্তক প্রচার করেন। মৌলানা সাহেব (রুহুল আমিন রঃ) একবার বসিরহাটে শিয়াদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহাছ সভার আহ্বান করেন, তথায় লক্ষ্ণৌর মৌলানা আবুস শুকুর সাহেব আগমন করেন, কিন্তু শিয়াদল উপস্থিত হয়েও বাহাস করতে অস্বীকার করে চলে যায়, এই বাহাছ সভার আলোচনা ইস্‌লাম দর্শনে মুদ্রিত হয়েছিল।[১]

সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত শিয়াই ধারণা প্রবেশ করেছিল, ফুরফুরার হজরত ও তার মিশন কর্ত্তৃক গ্রামে গঞ্জে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে কিভাবে তার উচ্ছেদ সাধন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত হল হুগলী জেলার মায়াপুর পোষ্ট অফিসের অধিন শাহবাগ গ্রাম। বাংলা ১৩১৮ সনের ২রা চৈত্র 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকায় জানা যায়। "এই গ্রামের কতিপয় জাহেল লোক কাহারও নিষেধ বার্ত্তায় কর্ণপাত না করিয়া, পবিত্র মহরমের সময়—শাস্ত্রসম্মত কার্য্য না করিয়া—তাজিয়া, গান বাজনা, নাচ ইত্যাদি সরা বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। .. বিগত বৎসর মহরমের সময় জানাব সুফি তজাম্মল হোসেন সাহেব

(১) ফুরফুরা হজরতের বিস্তারিত জীবনী—আল্লামা মৌলানা রুহুল আমিন (রঃ)

ও ফুরফুরা জুনিয়ার মাদ্রাসার হেড মৌলানা শাহ আহমদ আলী সাহেব ঘটনাক্রমে উক্ত গ্রামে উপস্থিত থাকায় উহারা তাজিয়া করে নাই। জনাব সুফি সাহেব ও মওলানা সাহেব মহরমে কোন্ কোন্ কাজ করা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল…বড়ই আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয় এ বৎসর পুনরায় তাজিয়া হইল।…বৃদ্ধ শেখ জয়নুদ্দিন শাহবাগের একজন প্রধান মোড়ল।…নিজেই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে "জেন্দাখানা" করিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া বিগত ৩রা ফাল্গুন খানার দিন স্থির করে, এবং গ্রামস্থ লোককে একস্থানে আহ্বান করতঃ —তাঁহাদিগকে দাওয়াত করে। কিন্তু তাজিয়ার বিপক্ষ দল অর্থাৎ যাহারা তাজিয়া করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, তোমার বাড়ীতে তো আমরা কেহ যাইব না। কারণ মহরমের সময় তুমি আমাদের কথা রক্ষা কর নাই,…বঙ্গবিখ্যাত পীর ও মোরশেদ জনাব হজরত মৌলানা শাহ্ সুফি মোহম্মদ আবুবকর সাহেবের নিকটেও তোমরা দুই দফা অবনত মস্তকে তওবা করিয়া ছিলে… তৎশ্রবনে শেখ জয়নুদ্দিন আরও অস্থির, ব্যাকুল হইয়া পড়িল।' 'গ্রামে তাজিয়া আর কখনও হইবেনা' বলিয়া অনেক কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল"—এরপর তারা তওবা করে একরারে আবদ্ধ হয়েছিল।

উক্ত প্রবন্ধ 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ার পর উক্ত গ্রামে সৎকার্য্যের বিপুল সাড়া পড়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ 'মোসলেম হিতৈষীর ১৩১৯ সনের ১৩ই বৈশাখ জনৈক পাঠকের মন্তব্য হতে জানা যায়—"বিগত ২রা চৈত্র তারিখে আমাদের সাধের 'মোসলেম হিতৈষী' হুগলী জেলার অন্তর্গত শাহবাগ গ্রামে 'জেন্দা খানা' প্রবন্ধটি

সাধারণের নয়ন গোচরে আনয়ন করায়, এ অঞ্চলের জাহেল ও অর্ধশিক্ষিত লোকের হৃদয়ে কি এক অভাবনীয় শক্তির সঞ্চার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সকলেই অপকর্ম ত্যাগ করিবার জন্য স্ব স্ব আত্মীয়বর্গের নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে উদ্যত হইয়াছে, সকলেই ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বদ্ধমূল হইতেছে, সকলেই আত্ম উন্নতি ও জাতীয় উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হইতেছে।"

এইভাবে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে ফুরফুরার হজরত ও তাঁর মিশন বাংলা আসামের শেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে যে বিশাল কর্মভিযান চালিয়েছেন, তার দ্বারা এই অসাড় বঙ্গে এসেছিল নবজাগরণের জোয়ার, এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নাই।

মুজাদ্দেদেজমান কুতুবুল আলাম, আমীরুশ শরীয়ত হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) র ইন্তেকালের পর, প্রখ্যাত আহলে হাদিস নেতা মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তিনি সত্যের অপলাপ করেন নি।

সংক্ষিপ্তভাবে তার উদ্ধৃতি—"মাওলানা আবুবকর সাহেবের ইন্তেকালে, অন্ততঃ অর্ধশতাব্দি ব্যাপি একটা কর্মজীবনের ও ধর্মসাধনার অবসান ঘটিল।...সবসময় তাঁহার সকল কাজ ও মতামতের সহিত সকলের তত ঐক্য হয় তো নাও থাকিতে পারে, কিন্তু একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, জনাব মৌলানা সাহেব মরহুমের অর্ধ-শতাব্দি ব্যাপি সাধনা ও প্রচারের ফলে বাংলার আত্মবিস্মৃতি, স্বধর্ম বিমুখী, ও পর ধর্মের প্রবাহ হত লক্ষ লক্ষ মুসলমান আচার সত্যিকার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে।"

তিনি জীবিত থাকাকালীন তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের গতি লক্ষ্য করে 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকায় ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল— " জনাব মৌলানা সাহেব (ফুরফুরার হজরত) বঙ্গদেশ এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এইরূপ সর্বগুনালঙ্কৃত তাপস ও ওয়ায়েজ এযাবৎ এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।"

উপসংহারে বলি যে, মুজাদ্দেদেজামান ও তাঁর মিশন ছাড়া সমকালীন অন্য কোন আলেম ইসলামের জন্য কিছুই করেন নি এই কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে যেটা চির শাশ্বত সত্য কথা যাহা স্বীকার করতেই হবে যে, আল্লাহ পাক তাকে যতটুকু ক্ষমতা ও প্রতিভা দান করেন সে তার ঐ ক্ষমতা বা প্রতিভা বলে ততটুকু খেদমত করতে সক্ষম তার অধিক নহে। ফুরফুরার হজরত ছিলেন যুগের মুজাদ্দেদ, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিভা অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ফলে মুজাদ্দেদ জামানের খেদমতের পাশাপাশি অন্য কোন মৌলানা ও পীরসাহেবের খেদমত খুবই সামান্যতম যাহা দৃষ্টিগোচর না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

হজরত খাজা বাকীবিল্লা বলেন—"যুগের মুজাদ্দেদগণ সূর্যের ন্যায়। অন্যান্য ওলীগণ তারকা বা নক্ষত্রের ন্যায়" সূর্য্য যখন উদয় হয়, সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি বিস্তারের ফলে তারকারাজী দৃষ্টিগোচর হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

ফুরফুরার হজরতের হিন্দুস্তান সফর

১৩৪১ সালে ইং ১৯৩৪ সালে ১৩ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে মুজাদ্দেদে জামান হিন্দুস্থান ভ্রমণে রওনা হন। উক্ত ভ্রমণে প্রায় শতাধিক লোক তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আওলীয়াগণের বিশেষ করে ইমামে তারীকাতগণের জিয়ারত, তদসহ হিন্দুস্থানের মাজার সমূহের বেদাত কার্যগুলির প্রতিবাদ করা। যে কারণে বেদয়াত দমনের এশতেহার সমূহ ও আবশ্যকীয় কিতাবাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন।

এই সফরের বিস্তারিত ঘটনা জীবনী পুস্তকে উল্লেখ আছে। এই স্থানে শুধুমাত্র আজমির শরীফের ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল।

"পীর কেবলা যখন তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া আজমীর ষ্টেশনে পেঁীছালেন তখন সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়া গিয়াছে। মাজার শরীফের জনৈক খাদেম সৈয়দ হোসেন বখ্‌শ সাহেব পীর সাহেবের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া লোকজনসহ ষ্টেশনে আসিয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনার সহিত তাঁহার নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন।...তথাকার বাৎসরিক ওরস উক্ত দিবসের মাত্র ২/৩ দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু লোকের ভীড় প্রবলরূপেই ছিল। ...সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারতের সময় যে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। উক্ত মাজার শরীফে অজ্ঞ মুসলমানগণ ফুল শিরণী চড়াইয়া, সিজদা বুসা দিয়া যেমন শিরক্ বেদায়াতের গুনাহে লিপ্ত হইতেছিল তেমনি মাজারের বাহিরে গানবাদ্য, কাওয়ালী করতালী ইত্যাদি নানা প্রকার জঘন্য শয়তানী প্রক্রিয়ায় নৃত্যগীত করিয়া

যথেষ্ট গুনাহের ভাগী হইতেছিল।...... স্ত্রীলোক পুরুষদিগের ভীড়ভেদ করিয়া মাজার শরীফে ঢুকিতে সমর্থ হইলে তথাকার খাদেমগণ তাহাদিগের মাথা নীচু করিয়া মাজার শরীফের চাদর ঢাকা দিতে লাগিল এবং জোরপূর্বক তাহাদিগকে সেজদা করাইয়া বিদায় দিল এইরূপ নানাপ্রকার বীভৎস কাণ্ড তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উহার প্রতিকারার্থে তুমুল আন্দোলন, অবশেষে তনি জিহাদ ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।.....হাজার হাজার লোকের সম্মুখে গুরুগম্ভীর স্বরে সেই জঘন্য কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে বেদয়াত দমনের এশতেহার সমূহ বিতরণ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য লোক তাঁহার ওয়াজের মহফিলে যোগদান করিতে লাগিল। ধর্মভীরু ব্যক্তিগণ অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁহাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু ধর্মঅন্ধ বহু লোক হুজুরের সহিত মুকাবেলা করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু কেহই মুজাদ্দেদে জামান (রঃ) কে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইল না। যাহাকে যেরূপভাবে বুঝাইলে সে বুঝিতে পারে, পীর কেবলা তাহাকে সেইভাবেই বুঝাইতে তৎপর হইলেন। আলেমগণকে কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও তাসাওয়াফের কিতাবাদি দেখাইয়া স-প্রমান করা মাত্র তাঁহারা অম্লান বদনে সমর্থন করিতে লাগিলেন। যাহারা মাজারে ফুল-শিরণী চড়াইয়া সওয়াব হাসিল কামনা করিতেছিল তাহাদিগের ভ্রান্তমত দূর করিবার মানসে দুই খাঞ্চা মিঠাই খরিদ করিয়া উপস্থিত গরীব মিসকীনদিগের নিকট বিতরণ করিলেন এবং তাহার সওয়াব খাজা সাহেব (রঃ) এর পাক-রূহের উপর বখশাইয়া দিলেন। এইরূপভাবে একদিকে যেমন দান-খয়রাত অপরদিকে তেমন তর্ক জিহাদের বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া তিনি

প্রকৃত নায়েবে নবী মুজাদ্দাদে জামানের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্বরে সকলকে বলিলেন কেবল বাংলা আসাম কেন বহু স্থানের মুসলমানগণ এই স্থানে আসিয়া অধিকাংশ গুমরাহ হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে হেদায়াত করিবার জন্যই আমার এই স্থানে আগমন। যখন তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহাকে প্রতিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন তাহারা সৈয়দ হোসেন বখ্‌শ সাহেবের শরণাপন্ন হইল। সৈয়দ বখ্‌শ সাহেব মাজার শরীফের অন্যতম খাদেম। যাহাতে তিনি অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে [মুজাদ্দেদে জামান] বেদাত দমন হইতে বিরত রাখিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সৈয়দ সাহেব জন সমক্ষে সগর্বে দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"জনাব পীর সাহেব কেবলা (রঃ) এ জামানার মুজাদ্দেদ ও হাদী। সর্বসাধারণকে হেদায়াত করাই তাঁহার প্রধান কাম্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি বাংলাদেশ হইতে আজমীরে তশরীফ আনিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কোরআন, হাদিস দলিলাদি দ্বারা এই সমস্ত কুসংস্কারের যেরূপ মুণ্ডপাত করিতেছেন তাহা যদি কাহারও খণ্ডন করিবার যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে প্রমাণাদিসহ সম্মুখে অগ্রসর হইতে পার। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত থাকিতে বলার শক্তি আমার নাই। আর আমি বলিলেই বা তিনি শুনিবেন কেন? সুতরাং যদি তোমরা অন্যায়ভাবে কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি কর তাহা হইলে আমি শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে নিজের জীবন বিপর্য্যস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।" এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল।····হুজুর

কেবলা যে দুই তিনদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, অনবরত ওয়াজ নসিহত করিয়া কাটাইয়াছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথা হইতে ফিরিবার পূর্ব দিবস বৈকালে যখন পুনরায় মাজার শরীফে গমন করিলেন তখন দেখা গেল –সেই গান, বাজনা, শিরক, বেদাত ইত্যাদি সবই রহিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহারা জাহেলিয়াতের চরম সীমায় পেঁ ৗছিয়া পীর সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহারাই পুনরায় হুজুরকে দর্শন করিয়া মোসাফেহা কদমবুসী, অবশেষে মুরীদ হইয়াছিল" [হজরতের জীবনী দ্রঃ] পরবর্ত্তীকালে আজমিরে পুনরায় শেরেক, বেদাত সেজদা সজুদ চালু হইবার পর বিহার ইউপির খ্যাতনামা মৌলানা কিংবা পীর সাহেব ঐ জঘন্যতম শেরেক ও বেদাতকে উৎখাত করতে মুজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার হজরতের ন্যায় কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নাই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ফুরফুরার হজরতের সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব আজও যে বিদ্যমান তা আমরা বহুবারই প্রত্যক্ষ করেছি।

সেখানকার বর্তমান রেওয়াজ বা প্রচলন হিসাবে মাজারের খাদেম গণ জোরজবরদস্তী করে খাজা সাহেবের মাজারের গ্রাফের মধ্যে মাথা প্রবেশ করিয়ে সেজদা করিয়ে থাকে, কিন্তু যখনই তারা জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি ফুরফুরা সেলসেলার অনুগামী সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে সতর্ক করে দিয়ে বলে থাকে 'ইনকো ছোড় দো ইয়ে ফুরফুরা সেলসেলা কা মুরিদ হ্যায়' (একে ছেড়ে দাও এই ব্যক্তি ফুরফুরা সেলসেলার মুরিদ) অতএব: ইহা ফুরফুরার হজরতের বেলায়েতে মুজাদ্দেদীয়ার প্রভাব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফুরফুরার হজরতের বেলায়েতের আলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল

প্রকাশ থাকে যে, মুজাদ্দেদে জামান কুতুবুল আলম হজরত পীর আবুবাকার সিদ্দিকী (রঃ) এর বেলায়াতের আলো শুধুমাত্র বাংলা আসামেই নয় ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি এবং তাঁর বিশিষ্ট খলিফাগণের দ্বারা, যথা—(১) মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসেন মক্কী (২) মাওলানা বদরউদ্দিন মাক্কী মেছফালা (৩) মৌঃ মোহাম্মদ ওমর বোখারী বোখারা শহর (রাশিয়া) (৪) মাওলা না বাদখ্শানী (পারস্য) (৫) মাওলানা আব্দুল মুজিদ, (পেশওয়ার)। আরও উল্লেখ থাকে যে, মুজাদ্দেদে জামান যে সময় সেরহেন্দ শরীফে জিয়ারতে গিয়েছিলেন মুজাদ্দেদে জামানের পৌঁছাবার পূর্বে হইতেই বহু দূর-দূরান্তর যথা—পেশওয়ার, কাবুল, বাদখশান, সামারকন্দ, কান্দাহার টকো প্রভৃতি স্থান হতে লোকজন তথায় মুজাদ্দেদে জামানের প্রতীক্ষা করছিলেন। এদের মধ্যে কেহ স্বপ্নযোগে কেহ বা স্বয়ং মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর তরফ হইতে লেকায়ে রূহানী তে ফুরফুরার হজরতের আগমনের ইশারা পেয়েছিলেন। ঐ সময় ফুরফুরার হজরতের নিকট এরা খাসভাবে তালীম, তাওয়াজ্জহ নিয়ে কেহ মুরিদ আবার কেহ বা তাঁর খলিফাস্বরূপ দেশে ফিরে যান। ভারতের বাহিরে বহু এমন খলিফা ছিলেন তাঁদের নাম এখনও পর্যন্ত অজানা। ভারতের অন্য প্রদেশে ছিলেন (৬) হাজী সুফী মীর

মোহাম্মদ (বিকুয়া গ্রামবাসী, জেলা গয়া)। (৭) মৌলবী শাহ আব্দুলওয়াজেদ (দ্বারভাঙ্গা বিহার) (৮) মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব দিল্লী, এছাড়া কানপুর, রামপুর, মোরাদাবাদ, বেরিলী, ইত্যাদি বড় বড় শহর এলাকায় মুজাদ্দেদে জামানের তরীকাগুলি প্রচার হয়েছিল।

আল্লামায়ে হিন্দ রুহুল আমিন (রঃ) ফুরফুরার হজরতের জীবনী পুস্তকে লিখেছেন—হজরত শাহ্ সুফী আব্দুল মোমেন সাহেব (রঃ) তাতার, চীন, জাপান গিয়ে বহু বৌদ্ধকে মুসলমান করেছিলেন। বর্মা, মুলমীন প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক লোক সুফী আব্দুল মোমেন সাহেব (রঃ) এর নিকট বায়াতের মাধ্যমে মুজাদ্দেদে জামানের সেলসেলা ভুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন।

শাহ্ সুফী সদরুদ্দিন সাহেব (রঃ) বার্মাদেশে হাজার হাজার মানুষকে মুজাদ্দেদে জামানের প্রতিনিধি স্বরুপ আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করে ছিলেন।

একই সূর্য হইতে যে রূপ সাত রঙের আলো প্রকাশ হয়ে থাকে। বেলায়েতে মুজাদ্দেদীয়া এইরূপ সূর্যের ন্যায় বিভিন্ন প্রতিভা সম্পন্ন খলিফাগণ নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে বেলায়েতে মুজাদ্দেদীয়ার নানা প্রকার সাক্ষ্য দান করেন। তাই হজরত আব্দুল হকমোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) 'আশায়াতুল্লামাত' কিতাবে বলেন—মুজাদ্দেদগণের খলিফাদিগের খেদমত বা কাজ কামালাতে বেলায়েতে মুজাদ্দেদীয়ার বহিঃপ্রকাশ।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফুরফুরার হজরত

তৎকালীন মুসলমান জাতি ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় মুর্খতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনের যুগে দুরদর্শী উলিল আমর বা ধর্মনেতা ফুরফুরার হজরত ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সচেষ্ট হন। মুসলমানদের ধর্মীয় অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে এবং তাদের চিন্তা ও চেতনার ধারার পরিবর্তন ঘটাতে তাঁর ও তাঁর মিশনের প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলা ও আসামে ছোট বড় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ কায়েম হয়েছিল। কারণ মুজাদ্দেদে জামান চিন্তা করেছিলেন যে মাদ্রাসা স্থাপন ব্যতীত হেদায়েতের আলো চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম থাকতে পারে না তাই বাংলা আসামের গ্রামে গঞ্জে শহরে, নগরে নিজ হস্তে শতশত মাদ্রাসার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে ৯০ বছর বয়সে তিনি ছুটেছিলেন সুদুর আসামে হেদায়েতের আলো পৌঁছে দিতে, আসামের যোগাযোগ অবস্থা ছিল তখন দুর্গম প্রকৃতির। হেদায়েতের আলো যাতে স্থায়ীভাবে কায়েম থাকে তারই জন্য সেদিন আসামের মহেন্দ্র গঞ্জে দ্বীনি মাদ্রাসার নিজ হস্তে ভিত্তি স্থাপন করে আসেন যা আজও বিদ্যমান।

পথের বর্তমান অবস্থা দেখে সে সময়ের অবস্থা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়।

ইহা যে বেলায়েত মুজাদ্দেদীয়ার বৈশিষ্ট্য তা স্বীকার করতেই হবে। এক সময় কুচক্রকারীগণ দ্বীনি মাদ্রাসা গুলির উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হলে মুজাদ্দেদে জামান বজ্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেন। এই সম্বন্ধে আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) ফুরফুরার হজরতের জীবনী পুস্তকে লিখেছেন—

"মৌলুভী আবুনসর আহিদ সাহেব যে সময় ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলি উঠিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা ঘোর প্রতিবাদ করে তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করেছেন। দ্বিতীয়বার মোমেন কমিটি ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করলে ফুরফুরার পীর কেবলার তীব্র প্রতিবাদের ফলে দেশে ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলি বিদ্যমান থেকে যায়।"

মুজাদ্দেদে জামানের উল্লেখযোগ্য অবদান গুলির মধ্যে এটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। "জনাব হজরত পীর সাহেব কেবলা কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ও হুগলী মুহসেনিয়া মাদ্রাসার একজন 'একজিকিউটিভ' মেম্বর ও মুসলিম শিক্ষাবোর্ডের একজন 'এডভাইসারী' সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গভর্নমেণ্ট 'টেক্সটবুক' কমিটীর ও একজন সদস্য ছিলেন, মুসলিম সমাজের শিক্ষার সৎপরামর্শ দানের জন্যই তিনি আগ্রহের সহিত এই সমস্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত বহু বেসরকারী শরীয়ত সঙ্গত প্রতিষ্ঠানকেও যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন।"

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবাবলী

যশোহর জেলার ঝিকড়গাছা বাজারে, নদীয়া জেলার কলাবাড়ী রামনগর জুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে, ফরিদপুর জেলার মিরকী কাছারী

প্রাঙ্গনে, যশোহর জেলার ভদ্রভাঙ্গা জুনিয়ার মাদ্রাসার প্রাঙ্গনের সভায় ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট বঙ্গব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন বিষয়ক যে বিল সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করিয়াছেন, উক্ত বিল আইনে পরিণত করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি পথ মুক্ত করিতে এই সভা সদাশয় গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে।

(২) বঙ্গদেশের হাইস্কুল সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু গভর্ণমেন্ট বেশীর ভাগে আটলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু মাদ্রাসা সমূহের বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হয় নাই। ইতি পূর্বে শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে মাদ্রাসা সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু গভর্ণমেন্ট মোট ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবেন। তাহার পর বিশ হাজারের ও তৎপরে সতেরো হাজারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সমস্তের মূলে কোনটা সত্য তাহা জনসাধারণ এখনও জানিতে পারে নাই। এই সভা মাদ্রাসা সমূহের প্রতি গভর্ণমেন্টের এরূপ উদাসীনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাসা সমূহের যথাযোগ্য বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করিবার জন্য গভমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে।

(৩) জুনিয়ার মাদ্রাসার উর্দ্ধতন তিন ক্লাসে অন্ততঃ ২০ জন ছাত্র না হইলে উক্ত মাদ্রাসাকে ডিপার্টমেন্ট মঞ্জুর করিবে না এবং তাহাতে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইবে না বলিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছে, এই সভা উক্ত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহা প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।*

*(শরিয়তে এসলাম পত্রিকা : তৃতীয় বর্ষ ১০ম সংখ্যা)

পীর সাহেব কেবলার শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবাবলী পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

শরিয়তে এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা হইতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"হিন্দু সমাজের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও "বঙ্গীয় প্রাইমারী শিক্ষা বিল" বেঙ্গল কাউন্সিলে পাশ হইয়া গিয়াছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যেরূপ তীব্র প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া বিল-খানা পাশ করাইয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসীর নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয় জনসাধারণ, বিশেষভাবে বাংলার মোসলমানদিগের পক্ষে শিক্ষা বিল যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় ও সাময়িক তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। · সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, মক্তবগুলির কল্যাণে মোস্‌লেম বালক বালিকাগণ ইসলামের সহিত প্রাথমিক পরিচয় এবং নিজদিগকে মোসলমান বলিয়া প্রকাশ করিবার সহজ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।···মক্তব-সমূহকে যাহাতে প্রাইমারী স্কুল শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সাহেব এবং সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।"

সমাজের সর্বস্তরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের কথা চিন্তা করে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। '১৩৪০ সালের জমায়েতে তোলাবায়ে আরবীয়া বাংলা ও আসাম' এর তৃতীয় বার্ষীক অধিবেশনে তাঁর ভাষণ হতে এই বিষয়ে তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উক্ত অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তিনি যে ভাষনদান করেছিলেন

শরিয়তে ইসলাম ৮ম বর্ষ ১১ সংখ্যা হ'তে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হল। "বর্তমান জামানায় কোন প্রকার তালিম হাসিল করিতে হইবে, ইহাই আমাদের সামনে সব চেয়ে জরুরী মসলা। কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ের শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিতে চাহেন। আমার মতে বর্তমান সময়ে যে যে ভাষা বাংলা ও আসামে প্রচলিত আছে, সেইসব গুলি জরুরী, কারণ আমাদিগকে এই প্রকার তালিম পাইতে হইবে যাহাতে আমরা রাজ-দফতরে কাজ করতে পারি এবং স্বাধীনভাবে পার্থিব উন্নতিও করিতে পারি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর পাক নবীর অনুসরণ হইতে বিচ্যুত না হই। বাংলা ও আসামের ইংরাজী ও আরবী উভয় দিকের ছাত্রগণের বড় একটা ভুল আমার চক্ষে পড়ে যে তাহারা জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট মকসুদ ঠিক করিয়া তালিম গাহে যান না। ইহাতে ফল এই হয় যে, কোন কোন স্থানে দরকারী লোকের চেয়ে পদপ্রার্থীর সংখ্যা অধিক থাকায় অনেক মোসলমান প্রার্থীকে নাউম্মিদ হইয়া বেকার ভাবে জীবন যাপন করতে হয়। আবার কোন কোন বিভাগে উপযুক্ত মুসলমান না থাকায় গায়ের মোসলিমগণ মুসলমানের হক্ক আত্মসাৎ করতে থাকে। তাই আজ বাংলা ও আসামের আরবী ও ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্রগণের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে, জামানার জরুরৎ অনুসারে যে যে বিভাগে যত লোক দরকার আপন আপন মাদ্দা ও রুচী বুঝিয়া সেই সেই বিভাগে তত লোক গমন করুন। শুধু একটা সহজ দিকে ভীড় করিয়া বেকার দল বাড়াইয়া অযথা আপনাদের কওমী মর্যাদা খর্ব করিবেন না। আমাদিগকে চার দলে বিভক্ত হইতে হইবে, একদল জামানার শাহী দফতরে কাজ করিবেন, দ্বিতীয় দল কৃষি, শিল্প এবং তৃতীয় দল

ইঞ্জিনিয়ারীতে এবং চতুর্থ দল কোরআন শরীফের হুকুম মত ওয়াজ নছিয়ত, দরস, তদরিম বা স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষকতার কাজে এবং এশায়াতে ইসলাম ও দ্বীনী আদবের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিবেন। এই প্রকার হাদীরাই প্রকৃত পীর বা পথ প্রদর্শক। দ্বীন-দুনিয়ার কাজের জন্য ভাল স্বাস্থ্যের দরকার, এই জন্য কেহ পড়িবেন ডাক্তারী কেহবা তিব্ব কেহবা কবিরাজী, বর্তমান কল-কারখানার জামানা হিকমত বা ইঞ্জিনিয়ারী জানা একান্ত আবশ্যক। এই সকলের জন্য আমাদের ওল্ড স্কীম নিউ স্কীম উভয় প্রকার মাদ্রাসা এবং স্কুল কলেজ সবই চাই। স্কুলে কলেজে মুসলমানের জন্য আরবী সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রূপে থাকবে। .. বর্তমান নিউস্কীম ও ওল্ডস্কীম উভয় প্রকার মাদ্রাসার নেছাব ছাত্রগণের পক্ষে বোঝার মত হইয়াছে। উহাতে তালিম ভাল হয় না। অবশেষে আরবীতে পারদর্শিতার জন্য হিন্দুস্থানে যাইতে হয়। তাহা ছাড়া আজ কালকার এই নেছাবে পাশ করা মৌলবীরা দ্বীনী আকায়েদে রূহানী জোশ ও কর্ম শক্তিতে সবদিক দিয়াই কাঁচা থাকিয়া যাইতেছেন।" নিউস্কীম, ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা সমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিনীত আরজ যে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন, মাদ্রাসা সমূহের 'নেছাবের তারমিম' বা সংস্কার করুন।' ওল্ডস্কীম মাদ্রাসায় যাহাতে শীঘ্রই হাকিমী শিক্ষা দেওয়া হয় তাহারও ব্যবস্থা করুন। ওল্ডস্কীম ও নিউস্কীম ছাত্রগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্প বিভাগে অধ্যয়ণ করিতে এবং চাকুরী করিতে পারে তজ্জন্য ঐ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী নবাব ফারুকী সাহেব শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশা আমরা সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট আবেদন করি।" এইভাবে মুজাদ্দেদে জামান দ্বীনি শিক্ষা তৎসহ আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য

বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিকগুলি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হল না।

অষ্টম অধ্যায়

কতকগুলি প্রতিবাদ

"১৩৩৬ সালের ২১শে ২২শে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে হুগলী জেলার ফুরা শরীফে অনুষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসামের পঞ্চম বার্ষিকী অধিবেশনে আল্লামা নেসারউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রায় পক্ষে দুই হাজার আলেম ও পঞ্চাশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে—আলেমদিগের এই সমবেত কনফারেন্স এসেম্বিলীর অধিকাংশ মোসলেম মেম্বর ও জামিয়তে ওলামা প্রভৃতি মুসলমানদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের ঘোষণা বাণী অবহেলা করিয়া বড়লাট সাহেব অন্যায়ভাবে সারদা বিবাহ বিল মোসলমানদের উপর চাপাইয়া দিয়া ধর্মবিশ্বাস ও মজহাবের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিতেছে এবং একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে এই অন্যায় ও অবৈধ আইন প্রচারের ফলে দেশে যদি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য কেবল গবর্নমেন্টই দায়ী হইবেন। মুসলমান সমাজ এই এসলাম-বিদ্বেষী আইন মানিয়া লইতে কখনও প্রস্তুত নহেন।"

[শরিয়তে ইসলাম পত্রিকা ৩য় বর্ষ]

মুজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার হজরত সারদা আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলে মনুমেন্টের পাদদেশে বিরাট প্রতিবাদ সভা করে ঘোষণা করেন—"মহারাণী ভিক্টোরিয়া কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এই সারদা বিলে উহা ভঙ্গ করা হইয়াছে ; এক্ষণে আমাদের উপর দুইটি কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, হয় সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া নাহয় হেজরত করা। কোরআন শরীফ আমার সম্মুখে, হাদিস শরীফ ডাহিন পাশে, ব্রিটিশ আইন বাম পার্শে, যদি ব্রিটিশ আইন আমাদের কোরআন ও হাদিসের বিপরীত না হয়, তবে আমরা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য, আর উহার বিপরীত হইলে, রাজদ্রোহিতা হইলেও আমি উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।" [ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত দ্রঃ]

"সারদার সর্দ্দা আইন, মোরা
কভু মানব না,
এ আইন হলে জারি, অনাচার যাবে
বাড়ি,
পাপের হবে ছড়াছড়ি, মান ইজ্জত আর
রবে না,
সারদার সর্দ্দা আইন মোরা কভু মানব না,"

দেওয়ান শামসউদ্দীন আহমদ নীতপুরী শরিয়তে ইসলাম পত্রিকা ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৩৬।

১৩৪০ সালে বঙ্গীয় ওয়াকফ বিল পাশ হয়। ফুরফুরার হজরত ওয়াকফ বিলের [কিয়দংশ] কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন এবং তা

মধ্যে যে শরীয়াত বিরোধী আইন তাহা মুসলমান জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

গ্রামোফোনে কোরআন ও আজানের প্রতিবাদ

"বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা নিবাসী আমাদের যে সকল মুরিদান এবং আজিজান আছেন, তাঁহারা এক একটি সাব কমিটি বা আঞ্জুমান সমিতি হইতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সমীপে একটি আবেদন নিম্নোক্ত দুই বিষয়ের জন্য অবশ্য পাঠাইবেন, আজিম নেকী হইবে—

(১) হেফজুল কোরআন যাহাতে মাদ্রাসা সমূহে সত্তর জারী হয় (২) কোরআন ও আজান যাহাতে ভবিষ্যতে গ্রামোফোন রেকর্ডে আইনত শীঘ্র বন্ধ হয়।

দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে—

সেক্রেটারী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা।

প্রকাশ থাকে যে ৯।১০ মাস আগে জামিয়তে ওলামা বাংলার পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ইহাতে মদিনা শরীফ, আরব, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের বড় বড় আলেমগণের এবং সমাজের মাননীয় ব্যক্তিগণের এবং এসেম্বলীর ও কাউন্সিলের মেম্বার সাহেবদের দস্তখত রহিয়াছে। মোঃ আবুবকর (শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা ৮ম সংখ্যা)

সুন্নত অল্-জামাত পত্রিকা ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যার মাধ্যমে জানা যায় যে ফুরফুরার হজরত হিফজুল কোরআনের সমর্থন করিতেন তাঁহার সভাপতিত্বে উহার প্রয়োজনীয়তা ও প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়া প্রস্তাবরূপে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।"

ইউনিভারসিটী ইনস্‌টিটিউটে মুসলমান মেয়েদের নাচ গানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৯৩২ সালে কলিকাতায় কতকগুলি মুসলমান উচ্চ কর্মচারী নিজেদের মেয়েছেলেদের দ্বারা নাচগান করাবার উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটে এক সভার আয়োজন করেন এবং ইহার বিজ্ঞাপন শহরময় বিতরণ করেন। শনিবারে নাচ-গানের তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পূর্বে এই সংবাদ ফুরফুরার হজরতের কর্ণগোচর হয়। হুজুর কেবলা মৌলানা এনায়েত পুরী ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার তাঁর অন্যতম খলিফা মৌঃ আব্দুল খালেফ সাহেব দ্বয়কে ইহার প্রতিবাদে উর্দ্দু ও বাংলায় বিজ্ঞাপন লিখতে আদেশ দেন। হুজুর কেবলা (রঃ) নিজে টাকা দিয়ে উহা ছাপাবার জন্য প্রেসে পাঠালে, কোন প্রেসের লোক উহা ছাপাতে রাজী হয়নি। কারণ সেই সময় উপর হইতে উহার প্রতিবাদে বিজ্ঞাপন ছাপাতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল। তাহা ছিল নাচ গান উদ্যোগকারীগণের ষড়যন্ত্র। ঐ সময় ফুরফুরার হজরত সকলকে বিজ্ঞাপন হাতে লিখতে আদেশ করেন। কারণ পেপারের সাহায্যে অল্প সময়ে বিজ্ঞাপন লিখা হয়। শুক্রবারে কলিকাতায় প্রত্যেক মসজিদে ২।১ জন করে লোক পাঠালেন ফলে ঘরে ঘরে বিজ্ঞাপনের মর্ম পৌঁছে যায়। আল্লার অশেষ রহমতে তাদের নাচ-গানের আসর জমতে পারেনি। তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। হিন্দু পত্রিকাগুলি পর্য্যন্ত হজরতের এই প্রতিবাদ সমর্থন করে প্রশংসা করেছিল।

উক্ত বিজ্ঞাপনের নকল—“সমস্ত মুসলমানগণকে অবগত করান

যাইতেছে যে, একদল নামধারী মুসলমান নিজেদের কন্যাদিগের দ্বারা নৃত্য-গান করাইবার উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে এক সভার আয়োজন করিয়াছে। ইহাতে যুবতী মেয়েছেলেদিগকে বিরাট জন-সভার মধ্যে দাঁড় করাইয়া নাচাইবে ও কির্তন সুরে গান করাইবে। সাবধান! কোন মুসলমান তথায় গমন করিবেন না। উহা কঠিন হারাম যে ব্যক্তি হালাল জানিয়া তথায় গমন করিবে বা হাততালি দিয়া বাহাবা দিবে তৎক্ষণাৎ তাহার ঈমান যাইবে, নেকাহ বাতিল হইয়া যাইবে, যতক্ষণ তওবা না করিয়া বিবাহ না দোহারাইবে যত ছেলে হইবে হারামজাদা হইবে।' [ফুরফুরার পীরকেবলার জীবনী মোঃ আব্দুল হালিম আরামবাগী]

থিয়েটার হলে মিলাদ—১৩৪০ সালে শ্রাবণ মাসে ৫নং ধর্মতলা করিন্থেন থিয়েটার হলে কয়েকটি লোক অর্থলোভী নামধারী মৌলুবীকে লইয়া মিলাদের সভার আহ্বান করে এবং শহরময় বিজ্ঞাপন বিতরণ করে। ফুরফুরার হজরত ইহা শরীয়ত বিরোধী গুনাহের কার্য্য বলিয়া সেকালে মিনিষ্টার গজনবী সাহেবকে ইহার প্রতিবাদের জন্য পত্র দেন। তিনি পুলিশ কমিশনারকে উহা জানাইয়া ঐ সভা বন্ধ করিয়া দেন। ('ফুরফুরার হজরতের জীবন চরিত' মুফতীয়ে বাংলা ও আসাম হজরত মেজলা হুজুর পীরকেবলা দ্রঃ]

মসজিদের সামনে বাদ্যের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের সামনে প্রতিবাদ

কলিকাতায় মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোর জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। হ্যারিসন রোড

মেছুয়া বাজারে…তখন উহার মীমাংসার জন্য গভর্নমেন্ট একটি কমিটি গঠন করেছিলেন, তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্য থেকে বহু নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ফুরফুরার হজরতও আমন্ত্রিত হন।

মাননীয় গভর্নর বাহাদুর প্রস্তাব করেছিলেন যে, নামাজের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত বড় বড় মসজিদ সমুহ বাদ দিয়ে ছোট ছোট মসজিদ গুলির সামনে দিয়ে বাদ্য বাজাইয়া যেতে পারবে। যখনি মুসলমান কোন নেতা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করছেন না। দেখে পীর সাহেব উঠে মাননীয় গভর্নর বাহাদুরকে বলতে আরম্ভ করেন— আল্লার "এবাদতের ঘর সব সমান। ছোট বড় বলে কোন ভেদাভেদ নাই। আমাদের নামাজের নির্দিষ্ট সময় থাকলেও সর্ব সময়ই মসজিদে নামাজ হয়ে থাকে। যথা ছোবেহসাদেকের সময় হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামাজ। সূর্যোদয় হলে 'এশরাক' বেলা এক প্রহরের সময় "চাশত' দ্বি প্রহরের পর 'জোহর' তিন প্রহরের পর 'আসর' সন্ধ্যায় 'মাগরীব', সন্ধ্যা, কেটে গেলে দ্বি প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত 'এশা' তারপর হতে সোবেহ-সাদেক পর্যন্ত 'তাহাজ্জত' এই সময়ের মধ্যে যাহার যখন সময় ও সুবিধা হয় তখন সে তাহার নামাজ সম্পাদন করে থাকে। মোট কথা মসজিদে দিনরাত সব সময়ই এবাদত হয়ে থাকে। অতঃপর আরও বললেন— সকল জাতিরই ইবাদতের সময় নীরবতা বিশেষ প্রয়োজন, যারা মসজিদের সামনে বাদ্য বাজাইবে বলে জেদ ধরেছেন তাঁদের প্রার্থনার সময়ও বাদ্য বাজান নিষিদ্ধ। হিন্দু ভাইরা যদি বলেন বাদ্য বাজানাই একমাত্র এবাদত, তাহলে তাঁরা মিথ্যা বলবেন। কেন না আমি জানি তাঁরা যদিও তাদের পূজায় বাদ্য বাজাইয়া থাকে, তথাপি যখন পূজার মন্ত্র পঠিত হয় তখন বাদ্য বাজান

একেবারে বন্ধ করতে হয়। এইরূপ সকল জাতিরই ধর্মানুষ্ঠানে বাদ্য নিষিদ্ধ।... অতএব যাতে মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য বাজাইতে দেওয়া না হয় তার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। ফুরফুরার হজরত আরও বলেছিলেন—ইংরেজ রাজত্ব একটি বৃক্ষ স্বরূপ। সেই বৃক্ষের তিনটি শিকড় যথা—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। বৃক্ষটিকে রক্ষা করিতে হইলে এই তিন জাতিরই ন্যায্য দাবী সমূহ সমান অংশে পূরণ করে শিকড়দ্বয় সুদৃর রাখতে হবে। অন্যথায় বৃক্ষ স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব। অতঃপর কোন মসজিদের সম্মুখেই বাদ্য বাজান যেতে পারবেনা বলে সদাশয় গভর্নমেণ্ট একটি নোটীশ জারি করে দিয়েছিলেন [আব্দুর সাত্তার কৃত পীর কেবলার জীবনী] ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৩ এর হানিফী পত্রিকা হতে জানা যায় যে, "১১ই কার্ত্তিক বেলা ১০টায় একদল ইংরাজ সৈন্যদল ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়া কেল্লার দিকে চলিতেছিল,... সৈন্যদল (ধর্মতলা) মসজিদের প্রায় ৪০০ হাত দূরে লরোটো স্কুলের নিকটবর্তী হইয়াই বাজনা বন্ধ করিয়া দেয় এবং মসজিদ অতিক্রম করিয়া ঐরূপ দূরবর্তী স্থানে যাইয়া পুনরায় বাজনা আরম্ভ করে।"

গো-কুরবানীর বিষয়ে প্রতিবাদ

গো-কুরবানীর বিষয়ে একদল মুসলিম বিদ্বেষী, এবং সেই সঙ্গে সুর মিলিয়ে কতক স্বার্থান্বেষী মৌলুভী, তদসহ সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটি গো-কোরবানীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপণ জারী করে। বিষয়টি এক আন্দোলনের রূপ নিলে পক্ষে ও বিপক্ষে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়। ফুরফুরার হজরতের পক্ষে আজমনে ওয়ায়েজীনের ১৯২০ ২৯শে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। "কোরবানী মুসলমানগণের ধর্ম বিষয়ক কর্তব্য (ওয়াজেব) কার্য্য। গো-কোরবানী ইহার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং রাজনীতিক স্বার্থ সাধনের জন্য যাহারা গো-কোরবানী বন্ধের ফৎওয়া বা মত প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছে, "এই আজমন তাহাদের সেই ধর্ম বিরোধী কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে" [ইসলাম দর্শন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১৩২৭ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] মুজাদ্দেদে জামানের পক্ষ হতে ধারাবাহিক ইসলাম দর্শন ও অন্যান্য পত্রিকায় ঐ সকল বিদ্বেষী, তৎসহ অদূরদর্শী স্বার্থান্বেষী মৌলানাগণের ফৎওয়ার প্রতিবাদ প্রকাশ হতে থাকে।

"মোসলিম হিতৈষী পাত্রকা" ২১শে শ্রাবণ ১৩২৭ সনের ফুরফুরার হজরতের একটি বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উক্তি—"বঙ্গের সর্বজন মান্য ধর্ম নেতা লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর ও মোরশেদ পরম ভক্তিভাজন জনাব মাওলানা শাহ সুফী মোঃ আবুবাকর সাহেব জানাইতেছেন যে, আগামী ঈদোজ্জোহার সময় কতিপয় স্বার্থান্ধ ও ধর্মদ্রোহী মুসলমান অন্য ধর্মের লোকদিগের সহিত মিলিয়া গো-কোরবানী বন্ধের যে আন্দোলন চালাইতেছে, ঐ পাপ-আন্দোলনের সহিত বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করাও মুসলমানের পক্ষে হারাম এবং কুফরী কার্য্য। কোরবানী করা মুসলমানদিগের পক্ষে 'ওয়াজেব' অর্থাৎ অবশ্য করণীয় ধর্মকার্য্য। স্বেচ্ছায় যে কোরবানী হইতে বিরত থাকিবে সে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে মহাপাপী ও ধর্মচ্যুত হইবে।"

এ স্থানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, প্রতিবাদের নামে অশান্তি সৃষ্টি করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করার একটিও নজির তাঁর মহান কর্মময় জীবনে কেহ প্রমান দিতে পারবে না। আর তিনি

ছিলেন 'মুজাদ্দেদ', তাঁর দূরদর্শীতা, কর্মদক্ষতা, কোন বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদের ধারার সঙ্গে আজকের কোন মৌলানা বা পীর সাহেব-এর কোন বিষয়ের তুলনা করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ একজন মুজাদ্দেদের বা যুগ সংস্কারকের সাথে একজন সাধারণ পীর সাহেব বা মৌলানা সাহেবের কোন অংশেই তুলনা হতে পারে না। তিনি ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব. তাঁর মহান কর্মময় জীবনের অনেক ঘটনাই তার সাক্ষ্য। হুগলীর উত্তরপাড়া রিষড়া অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হলে, হুগলী উত্তর পাড়ার খ্যাতনামা ব্যক্তি রাজা পীয়ারীমহন লাল-এর আহ্বানে হিন্দু মুসলিম মিলিত এক শান্তি সভার আয়োজন হলে মুজাদ্দেদে জামানকে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি রূপে রাখা হয়। তিনি উক্ত সভায় উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি কায়েমের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভাটি বাংলা ১৩১৬ সালে হয়।

লর্ড কার্জনের সময় যখন দেশে অরাজকতা, অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তখন কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভা হয়। উক্ত সভায় বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তার, মধ্যে ঢাকার মাননীয় নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব অন্যতম। সেই সভায় ফুরফুরার হজরত এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন—যার ফলে ভাবে দেশের অরাজকতা অশান্তি দূরীভূত হয়ে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করেছিল। মুজাদ্দেদে জামানের সেই বক্তৃতার রিপোর্ট পাঠ করে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তার তরফ থেকে মুজাদ্দেদে জামানকে একখানা 'সনদ' প্রদান করা হয়েছিল। সনদের মর্ম এই ছিল যে—তিনি সমস্ত বাংলা ও হিন্দুস্থানের যে কোন স্থানে সভা-সমিতি করতে পারবেন,

তাতে কেহ তাঁকে বাধা প্রদান করতে পারবে না, অথবা তাঁর কার্য্যের কেহ প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। [আব্দুস সাত্তার কৃত পীর কেবলার জীবনী] বিঃ দ্রঃ—উক্ত 'সনদ' আজও সংরক্ষিত আছে।

নবম অধ্যায়

বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত

ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থে প্রকাশ থাকে যে, ফুরফুরার হজরত ছোট, বড় বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আনজুমানে ওয়ায়েজীন'—এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি তিনি নিজেই। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ফুরফুরার হজরত পরাধীন বাংলার আত্মবিস্মৃত ও স্বধর্ম বিমুখ মুসলমানদের ধর্মভাব ও স্বাধীন সত্তা উদ্দীপিত করে তুলবার উদ্দেশ্যে আন্‌জুমানে ওয়ায়েজীন গঠন করেন। এতে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলমানদের যে উপকার হয়েছে তা আজকের চিন্তায় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর এই সংস্থার কার্য নির্বাহের বা প্রচারের জন্য দুশ্রেণীর কর্মী ছিল। বেতন ভোগী ও অবৈতনিক—এই দুয়ে মিলে বহু প্রচারক এই সংস্থায় কাজ করতেন। বিশেষ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল।

(১) মুজাদ্দেদে জামান নিজে
(২) আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ)
(৩) আল্লামা নেসার উদ্দিন (রঃ)
(৪) " আহমদ আলী এনায়েত পুরী।
(৫) " আফসার উদ্দিন ফরিদপুরী।

(৬) মৌঃ ফজলোর রহমান নিজামী চট্টগ্রাম।

(৭) মৌঃ মোজাফ্‌ফ্‌র হোসেন রংপুর।

(৮) মৌঃ মকবুল হোসেন আক্কেল পুরী রাজসাহী

(৯) মৌঃ ফজলুর রহমান কুষ্টিয়া

(১০) মৌঃ মোজাহার আলী বগুড়া—প্রভৃতি অসংখ্য প্রচারক ছিলেন, এঁরা বিভিন্নভাবে ধর্ম ও জাতীয় কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় সংগঠন হল—"জামিয়তেও লামায়ে বাংলা ও আসাম" এই সংগঠনটিও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংগঠনের সভাপতি হিসাবে তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সুদক্ষ কর্মবীর, দূরদর্শী হজরত পীর আবুবাকার সিদ্দিকী (রঃ) পরাধীনতার নাগপাশ থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে এমন মৌলানাকেও তিনি এই সংগঠনে নিয়েছিলেন যাদের সাথে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য ছিল। এখানে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাধারা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবীপাক থেকে শুরু করে ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু নজিরই দৃষ্ট হয়।

জমিয়তে ওলামা বাংলা ও আসাম নামকরনের কৈফিয়ৎ

"যাহাতে বাংলা ও আসামে জমিয়তে ওলামার কার্য ভালভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। বাংলা ও আসামের বহু আলেমের মতানুসারে আসামকে বাংলার জমিয়তে ওলামার সহিত একত্র করিয়া জিমিয়তে ওলামা বাংলা ও আসাম করা হইয়াছে। জমিয়তকে শক্তিশালী ও ভালভাবে

কার্য্যকরি করিবার জন্য আমি নিজে বৃদ্ধ বয়সে গত কয়েক মাসে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় বহু সভা করিয়া আসিয়াছি। প্রত্যেক স্থানেই জমিয়তে বাংলা ও আসামের সহানুভূতি ও সহযোগীতা পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কতিপয় জেলায় উহার শাখা জামিয়তে ওলামা কায়েম হইয়াছে।

আহকারুননাস—

মোঃ আবুবাকার

প্রেসিডেন্ট জামিয়তে ওলামা বাংলা ও আসাম।"

[শরিয়তে ইসলাম পত্রিকা ১১ বর্ষ]

তৃতীয় একটি সংগঠন—"নিখিল ভারত ইসলাম প্রচারক সমিতি" এটিও একটি বৃহত্তর ইসলাম প্রচারক সমিতি, এর মাধ্যমেও ধর্ম ও জাতির বহু কাজ সম্পাদিত হয়। এই সমিতিভুক্তগণের মধ্যে আলেম ওলামা ছাড়াও সমকালিন বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—

(১) ফুরফুরার হজরত (২) বদর উদ্দিন হায়দার (৩) নূর মোহাম্মদ জ্বাকারিয়া (৪) মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

[মুনশী মোঃ মেহের উল্লাহ : দেশ, কাল, সমাজ মোঃ—আবু তালিব]

এছাড়া "জামিয়েতে ওলামায়ে হিন্দের" তিনি বাংলা শাখার আজীবন সভাপতি ছিলেন। আল্লামা সোলায়মান নদবীর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সনে কলিকাতা মহানগরীতে জামিয়তের সপ্তম অধিবেশন হয়। জমিয়তের এই অধিবেশন পাক-হেন্দের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অধিবেশনে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ভারতের

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব কংগ্রেসের দু বছর এবং মুসলীমলীগের বার বছর আগে গৃহীত হয়। (স্বাধীনতার প্রস্তাবটির বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হল না। আগামী সংস্করণে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করার ইচ্ছা থাকল। (এই অধিবেশনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে ফুরফুরার হজরতের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর মাওলানা আহম্মদ সইদ সাহেব এবং ফুরফুরার হজরতের বক্তৃতা এই অধিবেশনে হৃদয়-গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী এবং জ্বালাময়ী ছিল।

[শরিয়তে ইস্‌লাম প্রথম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ও ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৩ সন হাকীকাতে ইনসানিয়াত দ্রঃ]

এছাড়াও বাংলা ও আসামের বহু ছোট ছোট সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এইসব সমাজ সেবামূলক সংগঠন, আনজুমনগুলিকে তিনি সাহায্য করেছেন।

দশম অধ্যায়

খেলাফত প্রসঙ্গে—ফুরফুরার হজরত

প্রকাশ থাকে যে, এই স্বল্প পরিসরে খেলাফত প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা যদিও সম্ভব নহে, তথাপি এই প্রসঙ্গে ফুরফুরার হজরত ব্রিটিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তুরস্কের বিপদগ্রস্থ মুসলমানের প্রতি যে সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন ইসলাম দর্শন পত্রিকা, মুসলিম হিতৈষী পত্রিকা হতে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করা হল। এবং মুসলমানের প্রতি ব্রিটিশ

প্রশাসনের স্বজন-পোষণ নীতির বিরুদ্ধে কলিকাতা গড়ের মাঠে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তৎকালীন মোহাম্মদী পত্রিকা হতে তাহা উদ্ধৃত করা হল।

ইনশাআল্লা দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা স্বরাজ ও খেলাফত প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখলাম।

"তুরস্কের মহামান্য সুলতান সমগ্র মুসলিম জগতের সর্ববাদী সম্মত প্রতিনিধি ও মনোনীত খলিফা।...শরিয়তের বিধান অনুসারে খলিফা নির্বাচন করা মুসলমানের পক্ষে ওয়াজেব। খলিফাহীন ইসলাম কর্ণধার-বিহীন তরণীর তুল্য বিপন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। এইজন্য মোসলেম জগতের পক্ষে খলিফা নির্বাচন করা ওয়াজেব হইয়াছে, উহা না করা পাপ ও ধর্মবিচ্যুতি এবং নির্বাচিত খলিফাকে না মানা ধর্মদ্রোহিতা। সুতরাং মহামান্য রুমের সুলতানকে খলিফা বলিয়া মান্য করা এবং তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য বিধিসঙ্গতভাবে চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।....কেহ কেহ মহামান্য সুলতানের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও খলিফা নির্বাচনের কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে করা উচিত ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।......যাহারা এইরূপ করিবে, তাহাদেরই ধর্মদ্রোহী ও গোনাগার হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। [খেলাফত প্রসঙ্গ : মাওলানা শাহ সুফী মোঃ আবুবকর সাহেবের অভিমত ইসলাম দর্শন ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩২৭ সন]

আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীন বাঙ্গালোর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে ফুরফুরার হজরত ব্রিটিশ প্রশাসনকে খেলাফত প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন।--"আমি বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হিতাকাঙ্খীরূপে বলিতেছি যে,...মোসলমান শান্তিপ্রিয়

নিরীহ জাতি। কিন্তু তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিলে তাহারা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টের উচিত যে, যে সমস্ত স্থান পূর্বে তুর্কী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং এক্ষণে তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশংকা আছে। ......আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই আশা রাখি যে, তাঁহাদের দ্বারা এমন কার্য্য হইবে না, যাহা দ্বারা আমাদিগের ধর্মে আঘাত লাগে এবং আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ ঘটে। যদি ভুলবশতঃ হইয়াও থাকে, তাহা শীঘ্রই সংশোধন করিয়া লইবেন। বর্ত্তমান সময় আমি সাধারণতঃ মোসলমানদিগের নিকট এবং বিশেষতঃ আমার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট এরূপ আশা রাখি যে, খেলাফত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সেই প্রকার কার্য অবলম্বন করিবেন, যাহা দ্বারা রক্তপাত বা শান্তিভঙ্গের আশংকা না থাকে।"

[ইসলাম-দর্শন ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩২৭]

মোসলেম-হিতৈষী পত্রিকা ৫ই পৌষ শুক্রবার ১৩১৯ এর মতে :—

"তুরস্কের আসন্ন বিপদে আমাদের পরম শ্রদ্ধাষ্পদ পীর ও মোরশেদ শাহ্ সুফী মৌলানা মোহাম্মদ আবুবকর সাহেবের হৃদয় যেরূপ বিগলিত হইয়াছে, এরূপ অন্য কাহারও হইয়াছে কি না সন্দেহ, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কখন পদব্রজে, কখন বা গাড়ী যোগে যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার সুদূর পল্লীতে গমন করিয়া সরল ভাষায় তুর্কির মোসলমানদিগের শোচনীয় অবস্থার বিষয় লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার যুক্তিসঙ্গত বক্তৃতা

৭

শ্রবণ করিয়া লোকে প্রাণ খুলিয়া রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটিতে যথাসর্বস্ব দান করিতেছেন। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে দুরন্ত শীতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তুরস্কের স্বধর্মাবলম্বী ভ্রাতাদিগের দুর্দশার দমন কল্পে যে রূপ আগ্রহে অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন, সেরূপ কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার ন্যায় স্বজাতির দুঃখ মোচনে যত্নবান পুরুষ আমাদের দেশে অতি বিরল এবং তাঁহার ন্যায় স্বজাতির উন্নতিকল্পে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গকারী মহাপুরুষ এদেশে আর দ্বিতীয় নাই,……পরম করুণাময় খোদাতালা এমন মহাপুরুষকে দীর্ঘজীবী করুন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।”

আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন (রঃ) ফুরফুরার হজরতের বিস্তারিত পুস্তকে লিখেছেন ঃ—

তিনি “তুরস্কের আহত সৈন্য ও তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যার সাহায্যার্থে অনুমান ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে প্রেরণ করেন। তিনি কলিকাতা চাঁদনি বাজার অঞ্চলে হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর হাটে ব্যবসায়ী মুসলমানদের নিকট হতে এক দিনেই ২০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন।” তুরস্কের সুলতান তখন সারা মুসলিম জাহানের খলীফা সুতরাং তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি আঘাত বিশ্ব-মুসলিম সংহতি শক্তির প্রতি আঘাত। সেই আঘাতের বেদনা যে কিভাবে অনুভব করেছিলেন ফুরফুরার হজরত তা সূর্য্য আলোকের ন্যায় প্রকাশ।

কলিকাতা গড়ের মাঠের বক্তৃতা

“ফুরফুরার মৌলানা হাজি শাহ্ সুফী আবুবকর সাহেব বঙ্গের বহুসংখ্যক মুসলমানের ধর্মগুরু। বাংলার নিরক্ষর মুসলমান সমাজে

যাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা দৃষ্টান্তে প্রকৃত ধর্মভাব সজীব রহিয়াছে হজরত তাহাদের অন্যতম। রাজনীতির সহিত তাঁহার বিশেষ সংস্রব নাই ; কিন্তু সেদিন গড়ের মাঠে সভায় তিনি যে সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দুরদর্শী গভীর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। যাহারা তাঁর নামের দোহাই দিয়া স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছিল তাহাদের সে ষড়যন্ত্র তিনি বিফল করিয়া দিয়াছেন। একটি সারবান কথায় তিনি ব্রিটিশ রাজত্বে দুই শতাব্দি ধরিয়া মুসলমানদের প্রতি অবিচারের ইতিহাস উজ্জ্বলভাবে লোকচক্ষু সমক্ষে উপস্থিত করেন। বেঙ্গল পাকৃট সম্পর্কে তিনি বলেন মিঃ সি, আর, দাশ ন্যায়পরায়ণ বলিয়াই তিনি বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মিঃ দাশের মত ন্যায়পরায়ণ হইতেন তবে দেড়শত বৎসর ইংরাজ রাজত্বের পর আজ মুসলমানগণকে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া, সহিস করিয়া দিন যাপন করিতে হইত না।” [মোহাম্মদী পত্রিকা ১৫ই চৈত্র ১৩৩০]

ফুরফুরার হজরত ভারত বিখ্যাত নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলিকে বলেছিলেন ঃ আমি আপনাকে এই উপদেশটি প্রদান করতেছি যে, যাহাই করুন বাবা “আগে দীন পরে দেশ।” দীন ছেড়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার করা আমার কাম্য নহে। আমার উপদেশটি স্মরণ রাখিয়া কাজ করিবেন।

[পীর কেবলার জীবনচরিত, আব্দুস সাত্তার]

পরবর্ত্তী সময় মোহাম্মদ আলী সাহেব বিশ্বের দিকে দিকে প্রচার করতেন যে আমি প্রথমে মোসলমান পরে ভারতবাসী। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ এবং খেলাফত আন্দোলনের নামে তৎকালিন সাধারণ

মুসলমান অনৈস্লামিক কাজকর্ম করলে, সমকালিন বড় বড় মৌলানগণ তার প্রতিবাদ না করায় ফুরফুরার হজরত ভীষণভাবে তার প্রতিবাদ করে সর্বসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এর বহু নজিরও রয়েছে এই স্বল্প পরিসরে তাহা উল্লেখ করা হল না তবে আল্লার ইচ্ছা থাকলে আগামী সংস্করণে তাহা বিস্তারিতভাবে পেশ করা হবে।

"অমুসলিমদিগের সহিত তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর।...সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, রাজনীতি যুক্তি পরামর্শের জন্য অনেক সময় মাননীয় সি, আর, দাস, মিঃ মুহাম্মদ আলী ও সওকাৎ আলী সাহেবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। মহাত্মা গান্ধীজীও একবার ৩।৪ নং টিকাটুলী কলিকাতাতে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।"

[হজরত মেজলা হুজুর কৃত ফুরফুরার হজরতের জীবনী দ্রঃ]

মুজাদ্দেদে জামানের ভক্ত ও অনুগামী

প্রকাশ থাকে মুজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল আলম, ফুরফুরার হজরতের ভক্ত বা অনুগামীরা সাধারণত উপর শ্রেণীভুক্ত। প্রথম—আলেম সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ের উচ্চমর্যাদসম্পন্ন কয়েকজন ফাক্‌হী ও আল্লামার নাম উল্লেখ করা হল।

(১) আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন (রঃ) [বসিরহাট] (২) আল্লামা নেসারউদ্দিন (রঃ) [শার্ষিণা, বরিশাল] (৩) আল্লামা আব্দুল আজিজ [কন্‌ক পুরী, হুগলী] (৪) আল্লামা আজিহুল্লাহ সান্দীপী (রঃ) [নাওয়াখালী] (৫) আল্লামা (রঃ) আহমদ উল্লাহ (রঃ) [নওয়াখালী] (৬) আল্লামা (রঃ) আহমদ আলি এনায়েত পুরী [যশোহর] (৭) আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাহেব [নওয়াখালী] (৮) আল্লামা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী [চট্টগ্রাম] প্রভৃতি। এরা যেরূপ

কোরআন ও হাদিসের অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন অনুরূপভাবে মুজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল আলম, ফুরফুরার হজরতের সাহচর্য ও কামালতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে পেঁ ৗছে ছিলেন। দ্বিতীয় হল—সুফী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের উচ্চমার্গের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল—(১) হজরত শাহ্ সুফী তোজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী (রঃ) নদীয়া (২) হজরত শাহ্ সুফী আব্দুল মোমেন সাহেব (রঃ) ইনি চট্টগ্রাম জেলার রাওজান থানার নওয়াপড়া গ্রামে বিখ্যাত কুলীন সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পূর্ব নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন। (৩) শাহ্ সুফী সদরউদ্দিন সাহেব (রঃ) [যশোহর] (৪) হাজী সুফী মীর মোহাম্মদ [বিকৃওয়া গ্রাম নিবাসী গয়া জেলা বিহার] (৫) মৌলুভী শাহ্ সুফী আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব [দ্বার ভাঙ্গা বিহার] (৬) শাহ্ সুফী জয়নাল আবেদিন [বগুড়া] (৭) সুফী মৌলুবী সাএমউদ্দিন সাহেব [খঞ্জনপুর বগুড়া] (৮) শাহ সুফী মোহাম্মদ আবুল্লাহ [সিলহেট] প্রভৃতিগণ আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে যেরূপ উচ্চমার্গের মানুষ ছিলেন অনুরূপ কোরআন হাদিসের জ্ঞানও এদের কোন অংশে কম ছিল না। ফুরফুরার হজরতের সাহচার্য বা সহবত ও তাত্তয়াজ্জহর ফলে এরা উভয় এলেমের অধিকারী হয়ে বহু নেয়ামতের হকদার হয়েছিলেন। তৃতীয় হল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ—যাদের মধ্যে কেহ হল শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি। এঁদের চিন্তা ও চেতনার ধারা প্রথম জীবনে যাই থাকুক না কেন, পরবর্ত্তীকালে ফুরফুরার হজরতের সাহচার্য এদের জীবনের পট পরিবর্তন করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয় আবার কেহ মুজাদ্দেদে জামানের সাহচর্যে এসে জাহেরী

বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তাঁর খলিফাস্বরূপ ইসলামের খেদমত করেছিলেন। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল। ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেব ফুরফুরা হজরতের খলিফা ছিলেন। (২) প্রোফেসার আব্দুল খালেক সাহেব খলিফা ছিলেন। ইনি "সেরাজুস সালেকিনের প্রণেতা" (৩) এ, কে, ফজলুল হক (৪) মিঃ সায়িদ সারওয়ারদী (৫) সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (৬) নবাব সালিমুল্লাহ সাহেব (৭) খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেব (৮) স্যার, আব্দুর রহিম (৯) নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (১০) ফজজুল হক, সেলবর্শী। (১১) নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া (১২) বদরউদ্দিন হায়দার (১৩) কবি মোজামেমল হক। (নদীয়া) (১৪) মোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদক ইসলাম প্রচারক। এঁর সম্পাদনায় বহুপত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। বরিশাল জেলায় কাউনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। (১৫) সেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, নদীয়া গাঁড়াডোব গ্রামে জন্ম। (১৬) সেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন। (১৭) মুনশী মোঃ মেহেরুল্লাহ, যশোহরের ছাতিয়ানতলা গ্রাম। (১৮) সেখ আব্দুর রহিম। ইনি মুজাদ্দেদে জামানের আদর্শে বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম নবী-পাকের জীবনচরিত প্রণেতা এর পূর্বে উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত প্রকাশ হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রভৃতিগণ। চতুর্থ হল নিম্নশিক্ষিত এবং সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়।

ফুরফুরার হজরতের মত ও পথ : লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন মেনে চলেছে

উল্লেখ থাকে যে, অবিভক্ত বাংলা ও আসামের দীশাহারা মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক শোচনীয় এবং সংকটময় অবস্থায় সেদিন

ইসলামের একমাত্র হকদল "আহলে সুন্নতুল জামাত' প্রায় বিলুপ্তির পথে আগিয়ে চলেছিল, দ্বীন ও ইমান হারাতে বসেছিল সাধারণ মুসলমান। যখন তৎপর হয়ে উঠেছিল পথ ভ্রস্টদলগুলি, সেদিন বাংলার মুসলমানের দুর্দশার কথা চিন্তা করে ভারতের সুদূর পাঞ্জাব, গুজরাট, দিল্লী, দেওবন্দ, বেরেলী হতে কেহ কি বাংলায় ছুটে এসেছিলেন? যেদিন ঈমানি অস্তিত্বের লড়াই ছিল, কোন সে ব্যক্তি যিনি বাংলা আসামের হাল ধরেছিলেন? যদি মৃত্যু-র পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় বর্তমানে ফেতনা সৃষ্টিকারী মৌলানাগণ তবুও এর জওয়াব দিতে পারবেন কি? একটিমাত্র মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম গিরি কান্তার পল্লীতে বেদাতের উৎখাত ও দিনের প্রচারে উল্কার ন্যায় ছুটেছিলেন অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে। সেই ফুরফুরার হজরতের মত ও পথ অবিভক্ত বাংলা আসামের মুসলমানের অগ্রগণ্য হবে, না বিহার, ইউপির আল্লামা সাহেব বা পীর সাহেবের মত ও পথ অগ্রগণ্য হবে? অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলমান এবিষয়টি ভালমতই উপলব্ধী করেছেন বলেই আজও উভয় বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান ফুরফুরার হজরতের মত ও পথকে অনুসরণ করে চলেছে। ফুরফুরার হজরত একজন সাধারণ মৌলানা সাহেব বা পীর সাহেব ছিলেন না তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গ আসামের ইমাম এবং 'উমিল আমর' তারই ওসিলাই যে আজ আমাদের হানাফা বলে পরিচয়, এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নাই।

ভারতের খ্যাতনামা আলেমগণের অভিমত

১। সুলতান আরেফীন, শামসুলওনামা, হজরত শাহ্ সুফী গোলাম সালমানী (রঃ) বলেছিলেন আমার দ্বারা সাধারণের খিদমত হচ্ছেনা; আবুবাকার ভাই সাহেব সাধারণের মধ্যে দ্বীনের প্রচার করছেন।

আল্লাহপাক! আমার হায়াত কমিয়ে ভাই আবুবাকারের হায়াত দীর্ঘ করে দাও।

২। কলিকাতা মাদ্রাসার ভুতপূর্ব হেড মৌলানা শামস্থল উলামা হজরত শাহ্ সুফী সাফিউল্লাহ (রঃ) [ইনিও একজন উচ্চ মার্গের ওলী আল্লাহ ছিলেন] বলেছেন—"ফুরফুরার পীর সাহেব (রঃ) বঙ্গদেশের হাদী, বড়দর্জার ইমাম ছিলেন।"

৩। জনাব হাফেজ, মাওলানা আব্দুর রহমান আবদাল মুরাদাবাদী (রঃ) [ইনি বায়তুল মুকাদ্দাসে বার বছর থেকে, সেখানে এক বুজর্গের নিকট মূরীদ হয়ে সাধ্য সাধনের মাধ্যমে আরেফ-রাব্বানী হয়েছিলেন] বলেন:—ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা হলেন মুজাদ্দেদে মায়েতা। একশত বছরের মুজাদ্দেদ।

৪। শামস্থলওলামা শাহ্ সুফী হজরত এসহাক সাহেব বর্দ্ধমানী (রঃ) [ঢাকা মাদ্রাসার তদানীন্তন হেড মৌলানা] "বঙ্গদেশে তাঁহার (দাদা হুজুর) ব্যক্তিত্ব স্পর্শমনি তুল্য।"

৫। আল্লামা আব্দুল্লাহ টঙ্কি [কলিকাতা অ্যালীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব হেড মৌলানা] বলেছেন:—"বঙ্গদেশে তাঁর [ফুবফুরার পীর সাহেব কেবলার] জাত গানীমত"।

৬। সেখুদ্দালায়েল আব্দুল হক মহাজের মক্কী (রঃ) এর খলিফা হজরত আল্লামা বদরুদ্দিন সাহেবের সহিত দাদা হুজুর কেবলার দ্বিতীয় বার হজ্জ গমনের সময় সাক্ষাৎ হয়। তিনি মুজাদ্দেদে জামানের হাতে নূতনভাবে মুরীদ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন:—"আপনি আরব ও আজমের মুর্শিদ হচ্ছেন।"

৭। ওলীয়ে বরহাক, আরেফে রব্বানী বিখ্যাত হাদী হজরত

আল্লামা আব্দুল মাবুদ মেদিনীপুরী সাহেব (রঃ) বলেন :—"পীর কেবলা জমানার কাইউম ছিলেন।"

৮। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত শাহার পাড় নিবাসী মৌলানা আব্দুল গফুর বলেন যে, আমি যখন বেরেলীতে অধ্যায়ণ করতাম ঐ সময় আল্লামা হজরত রেজাখান সাহেবের পুত্র মোস্তাফা রেজাখান সাহেবকে হজরার ফুরফুরার পীর কেবলার প্রশংসা করতে শুনেছি।

৯। নোয়াখালী নিবাসী জনৈক মওলানা সাহেব জনাব হজরত মেজ হুজুর পীর কেবলাকে বলেছিলেন যে, আমি যখন দেওবান্দ মাদ্রাসায় পাশ করে হজরত মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি তদুত্তরে তখন তিনি বলেছিলেন —"বঙ্গদেশে ভ্রাতা মাওলানা আবুবকর কি নাই? (যাও) তুমি তাঁর নিকট মুরিদ হও।"

১০। হজরত আল্লামা থানবী সাহেব (রঃ) এর খলিফা এবং মৌলানা এসহাক সাহেব বর্দ্ধমানীর ভাগিনা বলেছিলেন "ফুরফুরার পীর কেবলার কদমবুসীকরার সুযোগ আমার হয়নি।"

১১। হজরত মুজাদ্দেদেআলফেসানী (রঃ) এর বংশধর ও খলিফা পাঞ্জাব, সিন্ধু দেশের বিখ্যাত পীর কুতবেজামান মৌলানা হাসান জান সাহেব [টাণ্ডা সায়দাদ জেলা হায়দারাবাদ সিন্ধু) হতে ১২ই রবিউল আখের ১৩৪৮ হিজরীতে একটি পত্রে লিখেছিলেন—"এই দুর্দিনে এইরূপ খাঁটি বুজর্গ পাওয়া যায় না, এইরূপ দুর্লভ বুজর্গ স্পর্শমনি বুঝতে হবে।"

অন্য একটি পত্রে তিনি লিখছেন "হুজুরকে নিজের এই পত্রে গায়েবী তাওয়াজ্জই খাতেমা বিল খায়েরের জন্য আরজ করছি।"

পত্রদ্বয় জনাব হজরত মেজ হুজুর পীর কেবলার নিকট রক্ষিত আছে।

১২। আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রূহুল আমিন (রঃ) বলেন— "ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা জামানার মুজাদ্দেদ ছিলেন" [সুন্নতুল জামাত পত্রিকা ৯মঃ বর্ষ ৩য় সংখ্যা]

১৩। মৌলানা আবুবক্কার সাহেব ; "কর্মজীবনে ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম বিরোধী আক্রমণ প্রতিরোধ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।.. মুসলিম বাংলার পুর্নজাগরণের অগ্রদূতরূপী বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। [সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রধান সম্পাদক—শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত। এম. এ. পি, এইচ. ডি]

ফুরফুরার হজরতের সেলসেলা বা মত ও পথ

উল্লেখ থাকে যে, আজকাল এক শ্রেণীর গোলাবী ওহাবী মৌলানাদের বলতে শোনা যায়। সেলসেলা আবার কি? তাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, বেরেলী, দেওবন্দী, জামাতে ইসলামি, লামাজহাবী, ইত্যাদির সেলসেলা বা নিজস্ব মতবাদ থাকতে পারে, সে মতবাদ ঠিক হোক আর ভ্রান্ত হোক, তাহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু বাংলার দীশাহারা মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক শোচনীয় অবস্থায় যিনি বাংলার মুসলমানের দিশারী সেই ফুরফুরার হজরতের সেলসেলার মতবাদ কথাটি বললেই মহাপাপ হয়ে যায়। এ শুধুমাত্র ঐ শ্রেণীর মৌলুভীগণের মনের গো' নে প্রজ্জলিত হিংসার অগ্নিশিখা ছাড়া আর কি হবে?

এই স্বল্প পরিসরে 'সেলসেলা' সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা সম্ভব না হয়ে উঠলেও সেলসেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে জগত বিখ্যাত হজরত আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) এর বক্তব্য কি ছিল শুধুমাত্র তাহাই উদ্ধৃত করা হল, সেলসেলার শব্দগত অর্থ শিকল, সম্বন্ধ পদ ; "অতীতকালের যে সব মান্য বরেণ্য বোজর্গানেদ্বীন সমাজে থাকিয়া মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাদের কর্মময় জীবনে কোরআন হাদিস, এজমা ও কেয়াস মান্য করিবার পর অবস্থা কাল পরিস্থিতি বিচার করতঃ নিজের মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন দিয়া গিয়াছেন ; যেগুলি শরিয়ত বিরুদ্ধ না হইয়া নিছক মোস্তাহাব, মোস্তাহাসান ও আফজলের পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত বোজর্গানেদ্বীনের ভক্ত ও অনুগামীরা স্বীয় সেলসেলার নির্দেশিত নীতি, মত ও পথকে আফজল ও মোস্তাহাসান ধারণা করতঃ তকলীদে ইমামের মতই তাকলীদে শায়েখ হিসাবে একনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া থাকে" [তাফসীরে আজীজি হইতে উদৃত হজরত পীর মেজহুজুর কেবলার জীবন চরিত দ্রঃ] সকল বোজর্গানেদ্বীনের যে উক্ত আফজল বা ভাল নীতিসমূহ একই রকম হইবে তাহা জরুরী নহে।

সেলসেলার উসুলি কায়দার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণকারী বা "উলিলআমর" নির্বাচন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে ; মোস্তাহাসান বা কক্ষয়াত মাসালা মাসায়েল ও আফজল বা ভাল নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলা ও আসামের 'উলিল আমর' আমিরুশ—শরিয়ত মুজাদ্দেদে-জামান, কুতুবুল আলম শাহ্ সুফী হজরত আবুবাকার সিদ্দিকী (রঃ) এর নির্ধারিত ও অনুসৃত মতবাদই একমাত্র ফুরফুরা সেলসেলার মত ও

পথ, তবে ইহা কোন নতুন মত ও পথ নহে। অতীতকালের হাক্কানী। আলেমগণের তাহকীক বা তদন্তের কষ্টিপাথরে পরিমার্জিত এবং অবস্থা কাল পরিস্থিতি বিচার করতঃ এক বিশেষ মতাদর্শ। উল্লেখ থাকে যে, মুজাদ্দেদে জামানের নির্ধারিত ও অনুসৃত মতবাদ হল "বায়নাল এফরাত ওয়াত তাফরীত" অর্থাৎ চরম আদর্শবাদ ও শিথিল মতবাদের মাঝে এক সামাঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ নবী পাকের এরশাদ অনুযায়ী এই মধ্য পন্থাই হল উত্তম। আরও উল্লেখ্য যে, মুজাদ্দেদে জামানের পুত্র ও পৌত্র হোন বা অন্য কোন খলিফা তাঁর মতবাদের বিপরীত যদি কেহ কোন সময় কোন মত প্রকাশ করে থাকেন, কিংবা আগামীতে প্রকাশ করেন, তাহা ফুরফুরা সেলসেলার মত ও পথ বলে গন্য হবে না।

নিম্নে বর্ণিত মতবাদগুলি অভিভক্ত বঙ্গ ও আসামের মুজাদ্দেদ ও উলিল আমর হজরত আবুবকর সিদ্দিকির (রঃ) সিলসিলার মত ও পথ নামে প্রসিদ্ধ—

১। বিদয়াতে হাসানার অস্তিত্বস্বীকার করা। (ধর্মীয় নিত্য নতুন বিষয় সমূহ যাহা রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবা ও তাবেইনদিগের কালে ছিল না, পরে বাহির হইয়াছে। উহার মধ্যে ভাল ভাব থাকায় উহাকে বেদয়াতে হাসানা বলে)

২। মহফিলে ওয়াজ ও তদুপলক্ষ্যে ইসালে সওয়াব করা।

৩। মীলাদও কিয়াম করা।

৪। কবর জিয়ারত করা।

৫। বজর্গও হাক্কানী আলেমগণের কবর পাকা ও গুম্বুজ করা।

৬।। এলমে জাহেরী এবং বাতেনী শিক্ষা ফরজ ধারনা করা।

৭। যাহার মধ্যে জাহেরী ও বাতেনী এলম নাই, তাহাকে পীর ধারণা করা নাজায়েজ।

৮। মজলিসে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়া।

৯। কোন ওলীর মাজার জিয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া।

১০। আখেরী জোহর নামাজ পড়া।

১১। গ্রামে জুময়ার নামাজ পড়া।

১২। গোলটুপি পরিধান করা।

১৩। জুমআর আজান দ্বয়ের ও আক্কিয়া আজানের শেষে হাত উঠাইয়া দোওয়া চাওয়া।

১৪। নামাজে দোয়াল্লীন পড়া।

১৫। বজর্গগনের ওসীলা দিয়ে দোওয়া চাওয়া।

১৬। জুমআও ঈদের খুৎবাদ্বয় আরবী ভাষায় পড়া ও উহার অনুবাদ না করা।

১৭। মুরুব্বী বয়স্ক ও বুজর্গ ব্যক্তির পায়ে হাত দিয়া চুম্বন দেওয়া।

১৮। নতুন কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল পোতা।

১৯। এমত জলি জেকের না করা যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয় বা কোরআন শরীফ ও নামাজ পড়ায় বাধা ঘটে।

২০। এক মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা, বিনা আজান ও একামতে এবং ইমামের স্থান পরিবর্তন করে।

২১। হুক্কা বিড়ি পান করা মকরুহ তাহরিনা।

২২। ঈদের সময় মুসাফাহা করা।

২৩। তাবীজ লিখে ও ঝাড়ফুক করে ধার্য করা। ইত্যাদি ..

বর্ণিত মতবাদগুলি যে সব দল বা জামাত নাজায়েজ জানে, ঐ সবদল ও জামাতের তাবেদারী করা ফুরফুরা সিলসিলা ভুক্ত মুরিদ ও ভক্তগণের বর্জন করা উচিত। মুখে মুজাদ্দেদে জামানের সিলসিলার দাবীদার অথচ তাঁর মতবাদের খেলাফ জামাতের তাবেদারী করা উচিত না। ভাল করে অবগত হয়ে একটি মতবাদের উপর কায়েম থাকাই ভাল।

উপর উল্লেখিত মাসায়েলগুলি বিস্তারিত জানতে হলে ফুরফুরা সেলসেলার বই, পুস্তকাদি পড়ুন।

আরও কতকগুলি মাসালা যেগুলিকে ফুরফুরার হজরত জায়েজ বলতেন ও নিজেও আমল করতেন

কবর তালকীন করা, জানাজা নানাজের পর কাতার ভঙ্গ করিয়া মুর্দার জন্য মাগফেরাতের দোওয়া চাওয়া ও সওয়াবরেসানী করা, মিলাদের মহফেলে দাঁড়াইয়া ইয়া নবী সালামো আলায়কা পড়া, মুর্দার জন্য লাখ কলমা ও কোরআন খতম করিয়া সওয়াবরেসানী করা, কবর জিয়ারত করা, (ওহাবীগণ কবর জিয়ারত নাজায়েজ বলে) নবী ও অলীগণের অসিলা দিয়া খোদার নিকট দোওয়া চাওয়া, (ওহাবীগণ না জায়েজ বলে) ওয়াজের মহফিলে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়া, পীর অলীগণের লাস মাটিতে খায় না, জিয়ারতের সময় কবরের দিকে হাত উঠাইয়া দোওয়া চাওয়া, তারাবী নামাজে চারি রাকাতের পর হাত উঠাইয়া দোওয়া চাওয়া, বুজর্গ ব্যক্তির তাজীমের জন্য

দাঁড়াইয়া পড়া, কবরের নিকট কোরআন শরীফ পাঠ করা আখেরী জোহরের নামাজ পড়া ইত্যাদি।

আরও কতকগুলি মসআলা যেগুলিকে ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা (রঃ) নাজায়েজ বা হারাম বলিতেন। যথা— কবর সিজদাহ ও চুম্বন করা, বিনা জরুরতে কবরে বাতি জ্বালানো, কোন অলীর কবরে হাজত মান্নত দিয়া গান বাজনা করা বা শুনা কওয়ালীর মজলিস করা, গানের সুরে কবিতা পাঠ করা (তবে মিষ্টস্বরে কবিতা পাঠ জায়েজ বলিতেন) কবরে গোলাপ দিওয়া, ফুল ছড়ান, বেশরা ওরস করা (অর্থাৎ যেখানে গান বাজনা সিজদা, কবর চুম্বন ও স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়া থাকে)। মারেফাত বিদ্যাকে শরিয়ত হইতে পৃথক জানা, দাড়ি মুণ্ডন বা ছাঁটা, আলবার্ট কাটা, পিছনে ছোট সামনে বড় চুল রাখা, কোট, প্যান্ট, কলার উল্টানো জামা পরা ইংরাজী বা বুটজুতা ব্যবহার করা, মেয়েলোকদিগকে বেপর্দা করা, পীরের নামে মান্নত করতঃ মোরগ, মুরগী, খাসী ও ছাগল পীরের থানে জবেহ করা, শরিয়ত খেলাফ কার্যকারী ব্যক্তিকে পীর ধারণা করা, অতীতকালের আলেম ও বোজর্গদিগের তাবেদারী করাকে নাজায়েজ বলা (ওহাবীগণ এইরূপ বলিয়া থাকে) পীর অলী বাতেনী এলম, জেকর ও মুরাকাবা করা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা (ওহাবীগণ এইরূপ বলিয়া থাকে) পিতা মাতা পীর অলী ওস্তাদের সম্মান ও তাজিম করাকে নরপূজা বলা (ওহাবীগণ এইরূপ বলিয়া থাকে) পুরুষ লোক স্ত্রীলোকের ন্যায় মাথায় চুল রাখা, বিবাহের সময় পণ লওয়া, পণের টাকা দ্বারা ওলিমার খানা তৈয়ারী করা এইরূপ ব্যক্তির দাওয়াৎ গ্রহণ করা,

বিবাহ শাদীতে বোম বা বাজী পুড়ান ও গান বাজনা করা ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্বয়ং পীর সাহেবের লিখিত 'কাউলুল হক' এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার সুযোগ্য খলিফাগণের লিখিত পুস্তকাদিতে চূড়ান্ত ফয়সালা দেখিতে পাইবেন।

বাংলার আইন সভায় সদস্য প্রেরণে পীরসাহেব

ফুরফুরার হজরত একজন কৃষক দরদী মানুষ ছিলেন।

বাংলা দেশের অধিকাংশ কৃষক-প্রজা মুসলমান আর নমঃশূদ্র হিন্দু ছিল। এরা অত্যাচারে নিঃস্ব ও অশিক্ষিত হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিল। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু আর উচ্চ শ্রেণীর বা শরীফ মুসলমানের নিঃস্ব ও নির্য্যাতিত কৃষক ও মজুরদের আর্তনাদ ইংরেজ শাসকদের কানে পৌঁছে দিবার কোন উপায় ছিল না। প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রগুলি পরিচালিত হতো জমিদারদের খয়ের খাঁদের দ্বারা···এই সময় বাংলার একজন সু-সন্তান মৌলভী সৈয়দ আমির আলী প্রজার জন্য বহুচেষ্টা করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আইন সভায় শুধু ইংরেজী ছিল। তারা গরীব প্রজার অবস্থা জানতে পারতো না, তাই তাদের শাসনে বহু ভুল হতো। তারা একথা বুঝতে পেরে আইন সভায় এদেশের লোকের প্রবেশ অধিকার দিলো। তার ফলে যারা আইন সভায় প্রবেশ করেন, তারা ভারতীয় রাজা, মহারাজা জমিদার ইত্যাদিরা। তারা নিজেদের কথা ইংরেজকে বুঝিয়ে দিয়ে সব সুবিধা ভোগ করতো।

তৎকালের ইংরেজ লাট সভায় ১৩৯ জন মেম্বার ছিল। ১১৩ জন ভোটে হতো। ২৬ জন সরকারের মোননীত। ১১৩ জনের মধ্যে ৪ জন জমিদার প্রতিনিধি। ১৮ জন ইংরেজদের প্রতিনিধি, ৪জন মহাজন প্রতিনিধি। বাকি ৮৭ জন কৃষক-প্রজাদের ভোটে প্রতিনিধি হতো। যবন আর সুদ্ররাই বাংলা দেশের কৃষক প্রজা। জমিদার মহাজন ইজাদারদের ভয়ে, কেউ কেউ অর্থের লোভে ভোট দিত জমিদার, মহাজন, রাজা ইত্যাদি প্রার্থীকে। এরাও গিয়ে নিজ স্বার্থের কারণে প্রজার হাতে পায়ে শৃঙ্খল আরও ভাল করে এঁটে দিতো।

তৎকালে মুষ্টিমেয় কৃষক-প্রজা দরদীর মধ্যে ফুরফুরার হজরত ছিলেন একজন। তা বুঝা যাবে তার নিম্নলিখিত রেজলেশন থেকে।

১৩২৯ সালের ২৪শে বৈশাখ যশোহর জেলার দৌলতদিহি গ্রামে আন্‌জমানের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্বে সতরোটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। তার মধ্যে প্রজাস্বার্থের প্রস্তাবগুলি—

৬নং প্রস্তাব—যেহেতু বর্তমান প্রচলিত প্রজাস্বত্ব আইন আদৌ প্রজার অনুকুলে নহে। অতএব এই সভা গবর্ণমেন্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে, অতিসত্বর কাউন্সিল সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতঃ প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করা হউক যাহাতে উহা প্রজার প্রকৃত হিতকামী হয়।

৭নং প্রস্তাব—দেশবাসী আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে। জমিদার মহাজন যে পরিমানে তামাদির মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে

মনে হয়, বহু কৃষকের জমিজমা, ভিটামাটি বাড়ীঘর বিক্রয় হইয়া যাইবে। তার ফলে বহুলোকের বেকার সমস্যার কারণ হবে। অতএব এই সভা সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের সু-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার কল্পে সত্বর আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করিতেছে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত বর্তমান অর্থ কৃচ্ছতা দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজা সাধারণের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় যাতে না হয়, তার আইন প্রণয়ন করে প্রজা-সাধারণকে রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৮নং প্রস্তাব—এই সভা জমিদার, হাটের ইজারদার এবং তহশীল দার দিগকে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছে যে, বারোয়ারী, পূজা-পার্বনী প্রভৃতি ইসলাম বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য কোন প্রকার চাঁদা এবং আইন বিরুদ্ধ আবোয়ার প্রভৃতি প্রজা ও দোকানদারগণের নিকট থেকে নিতে পারবে না। যাহাতে এসব কার্য্য না হয় তার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি কামনা করছি।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার সাধিত হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশে আইনসভায় বাঙ্গালী মন্ত্রী জনসাধারণের মধ্য হতে গ্রহণ করা হয়। এই সময় সর্ব প্রথম স্যার সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী, স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, এবং নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রথম বাঙ্গালী মন্ত্রী হন।

১৯২৯ খৃঃ আইন সভায় কৃষক প্রজার মঙ্গলকামী সদস্য প্রেরণের ফুরফুরার হজরতের বিশেষ অবদান ছিল। এর জন্য যে, মুজাদ্দেদে জামান কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তা তৎকালীন পত্র পত্রিকার

মাধ্যমে জানা যায়। আগামী সংস্করণে বিস্তারিত আলোচনার আশা থাকল। [হাকীকাতে ইন্‌শানিয়াত, ইসলাম দর্শন পত্রিকা দ্রঃ] হুজরতের চেষ্টা সফল হবার পর তাদিগকে তাঁর পক্ষ হতে হুঁশিয়ার বাণী—পীর কেবলা সদস্যগণকে হুঁশিয়ার করে দেন—"আমরা বিজেতাগণকে স্মরণ করে দিতেছি যে শত অত্যাচার, অনাচারে জর্জরিত গ্রাম্য…ভোটারগণ তাঁদের অনুকৃপায় আজ আপনারা লাট সভায় সদস্য। তাদের কথা ও আপনাদের প্রতিজ্ঞার কথা যেন সব সময় মনে থাকে।" [শরীয়তে ইসলাম ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা, হাকিকাতে ইনসানিয়াতে দ্রঃ]

খাঁটি পীরের পরিচয়

পীর কে হইবে তাহার মধ্যে প্রধান গুণাগুণ বা শর্ত কি থাকা প্রয়োজন তাহা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ জরুরী। নচেৎ গোলক ধাঁধায় পড়িতে হইবে।

এ সম্বন্ধে ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার মতামত কি প্রকার ছিল তাহা নিম্নের বর্ণিত উক্তিগুলি হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যথা—

পীর সাহেবের অসিয়ত নামায় ৩৯নং অসিয়তে আছে—"আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস।"

পীর সাহেবের আদেশে লিখিত, মৌলানা রুহুল আমিন "পির মুরিদী তত্ত্ব" এর ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"হজরত মৌলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব জখিরায় কারামতের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"হজরত শেখ আহমদ সারহান্দী মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ) মকতুবাতের ১ম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এরসাদ করিতেছেন, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস হইতেছে, যে এল্‌ম নবীগণ কর্তৃক বাকী রহিয়াছে তাহা দুই প্রকার (এক প্রকার) এল্‌মে আহকাম, (দ্বিতীয় প্রকার) এল্‌মে আসরার। "এল্‌মে আহ্‌কামের অর্থ এল্‌মে ফেকাহ। এল্‌মে আসরারের অর্থ তাসাওউফ (বাতেনী এল্‌ম) ইহা হইতে বুঝা যায় যে ব্যক্তির মধ্যে দুই প্রকার এল্‌ম না থাকে, সে ব্যক্তি (প্রকৃত) আলেম নহে ও নবীর ওয়ারিশ নহে। যখন সে ব্যক্তি আলেম নহেন তখন তাহার মুর্শিদীর (পীর হইবার) দর্জালাভ হয় না।" (অর্থাৎ) পীর হইবার যোগ্য নহে।

পিরী মুরিদী তত্ত্ব পুস্তকের ২য় ভাগ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় আছে—

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বলেন—(হাদিসে আছে) পীর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেরূপ নবী নিজের উম্মতের মধ্যে।" (হইয়া থাকেন) (ইমদাদুসসলুক, জিয়াউল কলুব, সিহাবুস সাকিব দ্রঃ)

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় আছে—

"ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাসাওউফ (বাতেনী

এল্‌ম) শিক্ষা করিয়াছে এবং ফেকাহ ও শরিয়তের জরুরী মসআলা সমূহ শিক্ষা না করিয়াছে (আকায়েদের খেলাফ কার্য করিবে) এই হেতু সে ব্যক্তি কাফের হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি এল্‌মে ফেকাহ শিক্ষা করিয়াছে এবং তাসাওউফ (বাতেনী এল্‌ম) শিক্ষা না করিয়াছে, সে ফাসেক হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি উভয় এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে নিশ্চয় সে ব্যক্তি মুহাক্কেক হইয়াছে।" (মিরকাত দ্রঃ)

উল্লিখিত উক্তিগুলির দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উচ্চ—**শ্রেণীর পীর উহারা হইবেন,** যাহার মধ্যে জাহেরী এল্‌ম; যথা—কোরআন হাদিস, ফেকাহ্ এবং বাতেনা এল্‌ম যাহাকে এল্‌মে আস্‌রার বলে বর্ত্তমান থাকিবে এবং তদনুযায়ী আমল করিবে তবেই 'ত' তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীর ন্যায় হইবেন, নবীর ওয়ারিস এবং পীর হইবেন। এইরূপ পীরগণকে সৌভাগ্য স্পর্শমণী তুল্য মনে করিতে হইবে। যেহেতু ইহারা উচ্চ ধরণের এল্‌ম হাসিল করিয়াছে।

নিম্ন শ্রেণীর পীর সম্বন্ধে শেষ যুগের আলেমগণ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাহা, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব পির মুরিদী তত্ত্বের' ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

"হজরত মৌলানা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী কওলুল জামিলের ১৩,১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি বয়ত গ্রহণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ মুরীদ করিয়া থাকে) তাঁহার পক্ষে **কয়েকটি শর্ত** আছে তন্মধ্যে প্রথম **শর্ত**

কোরআন, হাদিসের এল্‌ম থাকা চাই (মোলানা শাহ অলীউল্লাহ সাহেব বলেন) আমার উদ্দেশ্য উচ্চ শ্রেণীর এল্‌ম নহে, বরং কোরআনের এল্‌ম ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, সে ব্যক্তি (আরবীর মাধ্যমে) তফসীরে মাদারেক ও তফসীরে জালালায়েন কিংবা এইরূপ কোন একটি তফসীর আয়ত্ব করিয়া থাকে। (আর হাদিসের মধ্যে) ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, 'মাসাবীহ, কেতাব আয়ত্ব ও তাহকীক করিয়া থাকে"। (অর্থাৎ ভালভাবে পড়িয়া থাকে)। উক্ত পুস্তকে আরও লেখা আছে—

"উহা অভাবে (উক্ত প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি না থাকায়) কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরহেজগার আলেম পীরের সঙ্গলাভ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আদব (তমিজ) শিক্ষা করিয়া থাকে হালাল হারামের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার কোরআন ও রসুলের হাদিসের সমধিক জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে"। **ইহারাও নিম্ন স্তরের পীর** হইবেন। হজরত পীর সাহেবের (রঃ) কামেল খলিফা মৌলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব (রঃ) পীর সাহেবের আদেশে লিখিত ও তাঁহার প্রশংসিত, 'একামাতুস সুন্নাত বা বেদআত খণ্ডন' নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

"মৌলানা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী পীরের পঞ্চম শর্ত ইহাই বর্ণনা করেন যে, (বর্ণিত পীর যাহারা হইবেন)। তিনি কোন কামেল পীরের খেদমতে (বহুকাল যাবৎ) থাকিয়া তাঁহার নিকট

হইতে (এলমে) মারেফাত শিক্ষা করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন" (এইরূপ কথা তরিকত দর্পণেও আছে)।

পীরের এজাজত না পাইলে মুরীদ করিতে পারিবে না। উক্ত পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় আছে।

মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে—"নিশ্চয় এই এল্‌মে দ্বীন হইতেছে, তোমরা যাহার নিকট হইতে এল্‌মে দ্বীন গ্রহণ করিবে তাহার অবস্থা ভাল করিয়া পরিদর্শন কর"।

মৌলানা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী সাহেব "কওলুল জামিল" পুস্তকে লিখিয়াছেন। পীর হইবার জন্য কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়া শর্ত নহে। এইরূপ কথা তরীকত দর্পণেও দেখিতে পাইবেন। কোরআন পাকে সত্যিকারের পীর কে হইবে, তাহার নিদর্শন স্পষ্ট বর্ণিত আছে, যথা খোদা পাক বলেন --- "হে নবী আপনি বলিয়া দিন তোমরা যদি খোদার ভালবাসা হইতে চাহ তবে আমার তাবেদারী কর, ইহাতে তোমরা খোদার ভালবাসার মধ্যে গণ্য হইবে।"

খোদার ভালবাসাগণের নাম আল্লার অলী বা পীর বুজর্গ হইয়া থাকে। ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায় হজরত নবী (দঃ)-এর লক্ষের উর্দ্ধে সাহাবী ছিলেন, মুষ্টিমেয় কতকগুলি সাহাবা (তাহাও তাহাদের কারামত সামান্য সংখ্যক) ব্যতীত কাহারো নিকট হইতে কারামত প্রকাশ পায় নাই। সাহাবাগণ সকলেই আরেফে রব্বানী ও পীরে কামেল ছিলেন। উহাদিগের দর্জায় কেহ পৌঁছিতে পারিবে

না। উহারা কারামতকে প্রাধান্য না দিয়া হজরতের তাবেদারীকে প্রাধান্য দিতেন। মুর্খগণ কারামতকে প্রাধান্য দিয়া বড় অলী বা পীর বলিয়া মনে করে ইহা ঠিক নহে।

হজরত বড় পীর সাহেব (বাগদাদী) হজরত খাজা আমজীর (রঃ) হজরত মুজাদ্দাদে আলফে সানী (রঃ) বা ফুরফুরার পীর কেবলা (রঃ), ইহারা যে বিখ্যাত পীর হইয়াছিলেন, অলৌকিক ঘটনা বা কারামত প্রকাশের দ্বারা নহে, ইহারা বড় হইয়াছিলেন ইহাদের কর্মজীবন, সমাজ সেবা ও শরীয়তে পূর্ণ অনুসরণ হিসাবে। হজরত নবী (দঃ)-এর চারি খলিফার জীবনী আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় কোথাও তাঁহাদের তেমন কারামত দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল দেখিবেন তাহাদের কর্ম জীবনের কথায় বিরাট পুস্তক হইয়া গিয়াছে।

এক ব্যক্তি হজরত বড় পীর সাহেবের পীরাণে পীর হজরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) এর খ্যাতি লাভের কথা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহার অলৌকিক ঘটনা দর্শন করতঃ মুরীদ হইব মনে করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হন, তিনি ২০।২৫ দিন অহরহ খেদমতে থাকার পর কোন কিছু দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন। এমতাবস্থায় উক্ত হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এতদিন আমার এখানে অবস্থান করার উদ্দেশ্য কি? সে বলিল আমি আপনার কাশফ্ ও কারামত দেখিয়া মুরীদ হইব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনার মধ্যে কিছু নাই, এই হেতু বিদায়

লইতেছি। ইহা শ্রবণে তিনি বলিলেন যে, তুমি এতদিন আমার নিকট থাকিলে আমাকে আল্লাহ ও রসুলের তাবেদারীর খেলাফ কোন কার্য করিতে দেখিয়াছ কি? সে বলিল, না। তখন তিনি বলিলেন বাবা এইটাই আমার বড় কারামত বা বুজর্গী। তুমি মুরীদ হও আর না হও আমি ইহার জন্য লালায়িত নহি, পরে তিনি তাঁহার নিকট মুরীদ হইলেন।

যদি কেহ বর্ণিত শর্ত বিহীন হইয়া পীরত্বের দাবী করে এবং তাহা হইতে কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তাহাকে পীর বলিয়া স্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। পীরের পীরত্ব হইতেছে যে রসুলের জাহেরী ও বাতেনী এল্‌ম হাসিল করা এবং তদানুযায়ী আমল করা। আমল নাই রসুলের তাবেদারী নাই অথচ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইতে লাগিল ইহাকে "এস্তেদরাজ" বা শয়তানী চক্র বলে। অবশ্য আল্লাহ ও রসুলের তাবেদারীর জোরে কোন অলীর নিকট হইতে "কারামত" প্রকাশ পাইলে উহাকে হক বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

হজরত পীর সাহেব কেবলা এন্তেকালের পর ভারতের প্রায় সব কয়টি পত্রিকাতেই তাঁর খবর ছাপা হয়েছিল—এখানে একটি মাত্র উল্লেখ করা হল।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বলেন :

(Saturday, March 18, 1939.)

The deatd occured yesterday morning at Furfura (Hooghly). At the age of 90 of his holiness, Hazrat Moulana Shah Sufi Hazi Mohammed Adu Bakar Siddiqui a great Moslem divine and the spiritual guide of large numder of Moslems in this country.

The Moulana's name was a household word in Bengal. He was the founder of many Schools, Madrashas, Mosques, Dispensaries and other Charitable institutions. By his pity and benevolence he endeared himself of large numbers of people of this Province irrespective of class or community.

The Janaza (burial service and funeral) will be held at Furfura Sharif at 3 P. M to day.

Reference to his death was made at yesterday, meeting of the Calcutta Corporation by the Mayor (Mr. A. K. M. Zakariah and Syed Mojid Baksh. The meeting was adjourned fourteen minutes as a mark of respect.

১৯৩৫ সালে তাঁর নিকট আল্লাহ্‌ তায়ালার তরফ হইতে এলহাম হইল "তোমার জীবন আর বেশীদিন নয়" ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে এইরূপ এলহাম হয়। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ১৭ই মার্চ বাংলা ১৩৪৫ সালের ৩রা চৈত্র শুক্রবার সোবহ সাদেক ৫।৪৫ মিনিটে তাঁর রূহ মুবারক দিল পিঞ্জর হতে বহির্গত হয়ে প্রিয় মাহবুবের দরবারে রওয়ানা হল। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"।